আর্থার কোনান ডয়েল
দি
ভ্যালি অফ ফিয়ার
বাংলাবুক.অর্গ

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের

দি ভ্যালী অফ ফিয়ার

(THE VALLEY OF FEAR)

ভাষান্তর

সুবোধ চক্রবর্তী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়. ১৯৮৯

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২৮, জাষ্টীস্ মন্মথ মুখার্জী রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসুদর্শনচন্দ্র গাতাইত
দি বি. জি. প্রিণ্টার্স
১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দি ভ্যালী অফ ফিয়ার

THE VALLEY OF FEAR

(A Ditective Novel)

Sir A Connon Doyle

Translated by

Subodh Chakraborty

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রথম অধ্যায়

সবেমাত্র আমি মুখ খুলেছি—'আমার তো বিশ্বাস'— আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শার্লক হোমস অধৈর্যভরে কথা ক'টা ছুঁড়ে দিল,—'যে আমার এটা করা দরকার'।

হোমসের কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ মনটা কেমন বিষিয়ে উঠল। আমি নিজেকে একজন পোড়খাওয়া মানুষ বলেই মনে করি। হাজারো দুঃখ-যন্ত্রণায় অহর্নিশি দগ্ধে মরছি। আমার মত লোকও আচমকা তার খোঁচামারা কথায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম।

আমি নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। বেশ কর্কশ স্বরেই বলে ফেললাম,—'হোমস, মাঝে মধ্যে তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়ে যাও যে, সে আর বলার না'।

হোমস কিন্তু নির্বিকার। নিজেকে নিয়ে বড়ই ব্যস্ত—আত্মমগ্ন। আমার কথায় কান দেয়ার কোন লক্ষণই তার মধ্যে প্রকাশ পেল না। স্বাভাবিকভাবেই আমার ক্ষোভটুকু মাঠে মারা গেল। জবাব দেয়া তো দূরের কথা, ক্ষণিকের জন্যও চোখ তুলে তাকাল না।

এক সময় হোমস চেয়ারটাকে পিছনের দিকে নামান্য ঠেলে দিয়ে ঘুরে বসল। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে সদ্য খাম ছিঁড়ে বের করে আনা এক টুকরো কাগজের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ছেঁড়া খামটা তুলে নিল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে বার বার ওটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধুমাত্র বাইরের দিকটাই নয়, ভেতরটাও বাদ দিল না।

দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হোমস মুখ খুলল,—'পোলকেরই লেখা। যদিও ইতিপূর্বে মাত্র দু'বার তার লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তবুও আমি নিঃসন্দেহ, এ-চিঠি শোলকেরই লেখা।'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কি যেন ভেবে নিয়ে হোমস আবার মুখ খুলল,—'লেখার বিশেষত্বটুকুই আমাকে এ-রকম সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দিচ্ছে। গ্রীক 'e' বর্ণটিই এ লেখার বিশেষত্ব। একটু লক্ষ করলেই স্পষ্ট নজরে পড়বে বর্ণটির ওপরের আকড়িটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। আর একটা কথা, সত্যি সত্যি এটা পোর্লকেরই চিঠি হ'লে গুরুত্ব অপরিসীম।

আমি অস্থিরচিত্ত হোমসের মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকলাম। সে যেন আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা ক'টা আওড়ে গেল। স্বীকার করতেই হ'বে তার কথা আমার মনকে নাড়া দিল, আগ্রহের সঞ্চার করল।

আমি আচমকা প্রশ্ন করে বসলাম,—'পোর্লক? তোমার এই পোর্লকটি কে হে?'

হোমস আমার দিকে ঘাড় ঘোরাল। মুচকি হেসে বলল, 'ছদ্ম নাম'। পোর্লক একটা ছদ্মনাম। একটা চিহ্নও বলতে পার। তবে ছদ্মনাম বা চিহ্ন যা-ই বল না কেন, এর আড়ালে যে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, একেবারেই কিন্তু নাগালের বাইরে। আগের চিঠিতে সে আমাকে লিখেছে নামটা তার নিজের না। শুধু কি তা-ই? আমাকে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানিয়েছে। বলেছে—ক্ষমতা থাকলে বিরাট শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় থেকে আমি যে তাকে খুঁজে বের করি। আসলে কিন্তু পোর্লক তেমন একজন কেউকেটা নয়। তবে এমন একজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে তার যোগসাজোস রয়েছে। তাতে করে তার মহিমা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। কল্পনা করে নাও ঠিক যেন হাঙরের সঙ্গে মাছের, সিংহের সঙ্গে শেয়ালের যোগ-সাজোস। এক কথায় ক্ষমতাশীলের সঙ্গে নগন্যের সম্পর্ক। শুধু ক্ষমতাশীল নয়, একটা ঝানু মাল, রীতিমত পহেলা নম্বরের বদমায়েশ। আর এজন্যই তার সঙ্গে মুখোমুখি করতে চাচ্ছি। ভাল কথা, অধ্যাপক মোরিয়ার্টি'র কথা তোমাকে

BanglaBook.org

বলিনি কি ?'

আমি মুহূর্তমাত্র দেরী না করে জবাব দিলাম,—'খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অপরাধী।'

হোমস আমার কথার প্রতিবাদ জানতে গিয়ে বলল,—'ওয়াটসন শোন, যদি তুমি মোরিয়ার্টকে অপরাধী বল আইনের দৃষ্টিতে তুমি কিন্তু নিন্দুক বলে চিহ্নিত হবে। আর এটাই অদ্ভুত রকম বিস্ময়ের ব্যাপার। লোকটা এমন যে, ধূর্তের পথ প্রদর্শক, ভরাডুবির নায়ক, এবং বিচক্ষণ পরিকল্পনার কর্ণধার যা যে কোন জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রা। জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে তুলে দিতে পারে, আবার অতলে তলিয়ে দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে। এমনই একজন চরিত্রের ধারক লোকটা। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, সব রকম সন্দেহের বাইরে, সমালোচনার উর্ধ্বে, অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। অতএব তুমি যা বললে আদালতে অভিযোগ প্রমাণ করে দিয়ে তোমার ঘাড় ভেঙে মানহানির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক বছরের পেন্সন আদায় করে নেয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

তার রচিত 'Dynamic of an asteroid' বিশুদ্ধ গণিতের বইটি এতই সর্বজন সমাদৃত যে, তার সমালোচনা করার সাহস কোন বৈজ্ঞানিকেরই নেই। এবার বল—তার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? পরিণাম তুমি চিহ্নিত হবে নিন্দুক হিসেবে। আর তিনি নিন্দিত অধ্যাপক হিসেবেই জনসমাজে পরিচিত হবেন। ওয়াটসন একেই বলে প্রতিভা। সাধারণ ও তুচ্ছ মানুষ-গুলোকে কিছুদিন এড়িয়ে চলতে পারলে, একদিন না একদিন তার সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হ'তেই হবে।

উৎসাহ প্রকাশ করে আমি বললাম,—'তাকে দেখার ভাগ্য যে আমার হয়। কিন্তু হোমস, তুমি পোর্লকের প্রসঙ্গে—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল,—'অবশ্যই। ঠিকই বলেছ। পোর্লক নামক লোকটি মূল ঘটনার সংযোগ রক্ষাকারী

BanglaBook.org

মাত্র। তোমাকে বলতে বাধা নেই, সংযোগ রক্ষাকারীদের পুরো দলের মধ্যে একমাত্র পোর্লকই দুবলা।

একটা কথা হচ্ছে, দলের কোন অংশের পক্ষেই দুবলা লোকটার চেয়ে অধিকতর শক্তি ধারণ করা সম্ভব নয়।'

'—তুমি ঠিকই ধরেছ। এটাই হচ্ছে পোর্লকের বৈশিষ্ট্য। দু'-একবার সে আমাকে গোপন ও অগ্রিম খবর দিয়ে সাহায্য করেছে। তবে এমনি এমনি নয়, ঘুরপথে কাজ হাসিল করতে হয়েছে আমাকে। মাঝে মাঝে একটা করে দশ পাউণ্ডের নোট পাঠিয়ে তবে কাজ। নোটের বিনিময়ে সে আমার অশেষ উপকার করেছে। খবরগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মূল্যবান যে, যা অপরাধীর কাজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে সাহায্য-না করে, অপরাধীকে তার কাজ থেকে নিরস্ত্র করে। অর্থাৎ অপরাধমূলক কাজ বন্ধ করতে সাহায্য করে।'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে আবার বলল,—'এখন সবচেয়ে আগে কি দরকার জান?'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিমেলে বললাম,—'কি? কিসের কথা বলতে চাচ্ছ?'

'—সংকেত বোধিকা। হাতের কাছে সংকেত বোধিকাটা থাকলেই ব্যাপারটার হিল্লে হ'য়ে যেত। ওটা থেকে বুঝতে অসুবিধা হ'ত না যে চিঠিটা সে-রকমই কোন অগ্রিম খবর বহন করছে।

হোমস উঠে দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে টেবিলের কাছে গেল। কাগজটাকে চোখের সামনে তুলে ধরল। অপলক চোখে বার বার আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করতে লাগল।

আমিও সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় লম্বা করে কাগজের সাঙ্কেতিক লেখাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম। কাগজটায় লেখা রয়েছে—

BanglaBook.org

৫৩৪ C_2 ১৩ ১২৭ ৩৬ ৩১ ৪ ১৭ ২১ ৪১ ডগলাস ১০৯ ২৯৩ ৫ ৩৭ বার্লস্টোন ২৬ বার্লস্টোন ৯ ১২৭ ১৭১

না, হতাশ হতে হ'ল। বার বার কাগজের লেখাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়েও কিছুই উদ্ধার করতে পারলাম না। অন্যন্যোপায় হ'য়ে হোমসের শরণাপন্ন হ'তেই হ'ল—হোমস, এতে কি বোঝাতে চাচ্ছে?

হোমস কাগজের ওপর চোখ রেখেই ছোট করে জবাব দিল,—'অবশ্যই কোন গোপন খবর পাঠাতে চাইছে।'

আমি বোকার মত ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলাম। এ লিপি উদ্ধার করা আমার কম্ম নয়। একমাত্র হোমস কিছু আলোকপাত করলেই আমার পক্ষে আলোকিত হওয়া সম্ভব।

হোমস বলল—'দেখ, অনেক সংকেত লিপিই আমি অনায়াসে পড়তে পারি। কথা হচ্ছে কি জান? পদ্ধতিটা খুবই কাঁচা হ'তে পারে, তবে তাতে বুদ্ধি ভোঁতা হয় না, বরং বুদ্ধি খুলেই থাকে কিন্তু এটা দেখছি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। এগুলোর সাহায্যে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এগুলোর দ্বারা কোন একটা বিশেষ বইয়ের পাতার শব্দের নির্দেশ করছে।'

'—সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই বিশেষ শব্দ দু'টো?

'—"ডগলাস" আর "বার্লস্টোন" শব্দ দু'টোর কথা বলছ তো?

'হ্যাঁ।'

'—কারণ "ডগলাস" "বার্লস্টোন" শব্দ দুটো বইয়ের পাতায় নেই। অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলাদাভাবে জুড়ে দিয়েছে। সাংকেতিক-লিপির সাহায্যে স্পষ্টই অনুমান করা যাচ্ছে, এগুলো কোন বইয়ের বিশেষ একটি পাতার শব্দের কথা বোঝাচ্ছে। এখন সমস্যা—'

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রশ্ন করে বসলাম,—'সমস্যা? সমস্যাটি কি?'

BanglaBook.org

'—সমস্যা হচ্ছে, কোন বইয়ের এবং কত পাতার কথা নির্দেশ করছে, না জানা পর্যন্ত আমি নিরুপায়।'

'—তবে বইয়ের নাম উল্লেখ না করার কারণ কি?'

'দেখ ওয়াটসন, যে শঠতার পিছনে ধাওয়া করতে তোমার এই বন্ধুটির উৎসাহ, সেই বুদ্ধির গভীরতা বশতঃ হয়ত তুমিও একদিন সংকেত লিপি এবং সংকেত সহায়িকা একই সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবে না। কারণ কি জান? দুর্ভাগ্য বশতঃ ওটা ধরা পড়লে তোমার সর্বনাশের একশেষ হয়ে যাবে। এ পন্থা অবলম্বনে কিন্তু বিপদের কোন ঝুকি নেই। দু'দুটো একসঙ্গে বেহাত হ'লে তবেই বিপদের সম্ভাবনা। আমার মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় খামটি হাতে আসার সময় হয়ে এসেছে। খামটিতে থাকবে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আর একটি চিঠি। সংখ্যাগুলির দ্বারা নির্দেশিত বইটি যদি আমার হাতে না পৌঁছোয়, খুবই অবাক হ'ব।

হোমসের অনুমান বাস্তবে রূপ নিল। গৃহভৃত্যটি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। হাতে তার একটি খাম। হোমসের আকাঙ্খিত চিঠিটি তার দিকে এগিয়ে দিল।

ব্যস্ত হয়ে হোমস খামটি ছিঁড়ে ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আনল। ভাঁজ খুলেই বলে উঠল,—'একই হাতের লেখা।' কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে সে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল—'চিঠিতাতে স্বাক্ষরও রয়েছে।'

আমি আগ্রাহান্বিত হয়ে বললাম,—'তাই নাকি?'

'—তবে আর বলছি কি। ঝাপসা ভাবটা কেটে গিয়ে ব্যাপারটা একটু একটু করে পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে।

চোখের মণি ঘুরিয়ে হাতের কাগজটির ওপর নিবদ্ধ করল। গভীর মনযোগের সঙ্গে চিঠিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে চোখ সরাল। এক অবাঞ্ছিত আকস্মিক গাম্ভীর্যের ছাপ তার চোখে-মুখে লক্ষ্য করলাম। কালচে ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ। আমার বুকে টিপটিপানি

BanglaBook.org

শুরু হয়ে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হোমস উচ্চারণ করল,—'ওয়াটসন, ব্যাপারটা যে খুবই হতাশ ব্যাঞ্জক। আমাদের এত উৎসাহ, এত আশা সবই বুঝি ব্যর্থ হ'তে চলেছে।

চিঠিতে লেখা,—বন্ধু হোমস, এই ব্যাপারটি নিয়ে আমার আর এগোবার ইচ্ছে নেই। ব্যাপারটি খুবই বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। আমার ওপর তাঁর সন্দেহ জন্মেছে। কড়া নজর রাখছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রতি পদে পদে সন্দেহ করছেন। তোমাকে সংকেত-সহায়িকা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। খামের ওপরে ঠিকানাটি মাত্র লিখেছি, তখনই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি ঘরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি খামটি লুকিয়ে ফেললাম। তার নজরে পড়লে আমার দুর্গতির সীমা ছিল না। আত্মরক্ষা করলাম বটে, কিন্তু তার চোখের সন্দেহের ছাপটুকু আমার নজর এড়ায়নি। চিঠিটি পুড়িয়ে ফেলতে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি। তাছাড়া ওটা আপনার কোন কাজে আসার কথা নয়। আপনার—ফ্রেডপোর্লক।'

হোমস ঘরের কোনে রক্ষিত আগুনের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকল। পোর্লকের লেখা চিঠিটি আঙ্গুলগুলো দিয়ে দুমড়ে মুচড়ে দলাপাকিয়ে ফেলেছে।

হোমস-র মুখে হতাশার ছাপ। এক সময় আমার দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে বলল,—'এমনও হ'তে পারে সবই ধাপ্পা—মিথ্যে কথা তার অপরাধী মনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আসলে সে নিজে তো একজন অপরাধী। স্বাভাবিকভাবেই অন্যের চোখের সন্দেহটুকু নজর পড়েছে।'

আমি কোন প্রতিবাদ না করে বললাম,—আচ্ছা অপর জন বলতে অবশ্যই অধ্যাপক মোরিয়ার্টি'কে বোঝাতে চাইছ?'

—সে তো অবশ্যই। দলের কেউ যম, 'তিনি' শব্দ ব্যবহার করে তখনই বুঝবে কাকে নির্দেশ করছে।'

BanglaBook.org

'—কথা হচ্ছে, তাঁর কি করার আছে ?'

—হ্যাঁ। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে, য়ুরোপের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম মস্তিষ্ক যখন তোমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে, আর যদি গোপন শক্তি কাজ করে চলে, তবে যে কোন ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। যাক্ দেখা যাচ্ছে পোর্লক ভয়ের সম্ভাবনা অনুমান করে সব কিছু জটলা পাকিয়ে ফেলছে দেখছি। তার চিঠিতেই রয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি ঘরে ঢোকার আগেই খামে ঠিকানা লেখার কাজ সেরেছিল। কয়েক পা হাঁটাহাঁটির পর হোমস আমার সামনে দাঁড়াল। চিঠিটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'এক কাজ কর, চিঠি এবং খামের ওপরে লেখাটি লক্ষ কর। অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ, একটি লেখা ঝক্‌ঝকে পরিচ্ছন্ন, অপরটি এতই জাবড়া ধরতে গেলে পাঠোদ্ধারই করা যায় না।'

আমি প্রশ্ন করলাম,—'সে তো বুঝলাম, কিন্তু চিঠিটি লেখার কি হেতু থাকতে পারে। না লিখবে অসুবিধা কি ছিল ?'

'—চিঠিটি লেখার উদ্দেশ্য সে ভয়ে মুষড়ে পড়েছে। ভেবেছে আমি ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে তাকে বেকায়দাও ফেলে দিতে পারি।'

'—এটা ঠিকই। কথা বলতে বলতে আমি আসল সংকেত লিপিটি হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে বোলাতে বললাম,—'এমন কোন একটি মারাত্মক গোপন কথা কাগজটিতে থাকবে যা মানুষের পক্ষে উদ্ধার করা সাধ্যাতীত। কিন্তু এ কি করে হয়, একেবারেই অবাস্তব ভ্রান্ত ধারণা।'

শার্লক হোমস দু'পা এগিয়ে তার বিশেষ চেয়ারটায় বসে পড়ল। পকেট হাতড়ে পাইপ বের করে আগুন ধরাল। অন্যমনস্কভাবে পর পর কয়েকটি লম্বা টান দিয়ে ঘরময় ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল। তামাকের নেশায় নিজেকে একটু চাঙা করে কেটে কেটে উচ্চারণ করল,—'বুঝলে ওয়াটসন, ব্যাপারটাকে যুক্তির আলোয় ফেলে আলোচনা করে

BanglaBook.org

দেখি। চিঠিতে সে একটি বইয়ের কথা তুলে ধরেছে। প্রসঙ্গ এখান থেকেই আরম্ভ হোক।'

'দেখ, আরম্ভটা খুবই ঝাপসা·····ঘোলাটে।'

'—দেখাই যাক না চেষ্টা করে, যদি ঝাপসা ভাবটার আংশিক স্পষ্ট করে তোলা যায় কি না। বিচার বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করলে ব্যাপারটিকে কিন্তু তেমন দুঃসাধ্য ঠেলে দেখা যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে বইটি সম্বন্ধে কতটুকু আমরা জেনেছি।'

'—মোটেই না। কিছুই জানতে পারিনি।'

—'ব্যাপারটিকে তুমি যতটা জটিল বলে মনে করছ, আসল কিন্তু ততটা নয়। লক্ষ্য করে দেখ, সাংকেতিক—লিপির গোড়াতে বড় হরফে লেখা রয়েছে '৫৩৪' সংখ্যাটি। অনুমান করা যেতে পারে এর দ্বারা ৫৩৪ পৃষ্ঠার কথা নির্দেশ করছে। এর দ্বারা ধরে নেয়া যেতে পারে বইটার কলেবর খুবই বড়। আর এতে আমাদের সুবিধাই হ'ল, কি বল? এবার ভেবে দেখতে হ'বে এই বৈশিষ্টপূর্ণ বইটি সম্পর্কে আর কি সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি। তার ঠিক পরের চিহ্নটিই হচ্ছে 'C2 বল তো ওয়াটসন এটার মানে কি?

আমি বললাম,—'নিশ্চয়ই অধ্যায় উল্লেখ করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়।

'—না, তা নয়। তুমি অবশ্যই আমার কথা মেনে নেবে যে, পৃষ্ঠা সংখ্যা যখন দিয়েছে, অধ্যায়ের আর দরকার কি? চিন্তা করে দেখ, ৫৩৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অধ্যায় চ্যাপটার হয়ে থাকলে প্রথম অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য তো ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে। তাই আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলাম,—'তবে কলম। হোমস সঙ্গে সঙ্গে বলল,—'বাঃ সুন্দর বলেছ, আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, অবশ্যই কলমের কথাই বলা হয়েছে। তবে দু'টো ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে—ওটা বেশ মোটা বই, দু'টো কলমে ছাপা। আর কলমগুলো খুবই লম্বা। কারণ চিঠিতে শব্দের সংখ্যা দু'শ তিরানব্বই বলা হয়েছে।

BanglaBook.org

আমি ঘাড় নাড়িয়ে তার কথা সমর্থন করলাম।

হোমস আবার বলল—'আর একটা কথা লক্ষ করার মত—বইটি যদি দুষ্প্রাপ্য হ'ত তবে অবশ্যই তা আমাকে পাঠিয়ে দিত। সে নিঃসন্দেহ বইটি পেতে আমাকে বেগ পেতে হ'বে না। বইটি তার কাছে আছে, ভেবেছে আমার কাছেও অবশ্যই আছে। যাক, এখন স্বীকার করছ, আমাদের তদন্তের গণ্ডিটি খুবই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; তিনটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে একটি মোটা বই, দুটো কলমে ছাপা, এবং খুবই সহজলভ্য।

আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম,—'নিশ্চয়ই বাইবেল।'

'—বাঃ সুন্দর বলেছ ওয়াটসন। তবে খুব সুন্দর নয়। একথা ঠিক যে মোরিয়ার্টির একজন সহকারীর হাতের নাগালের মধ্যে থাকার মত একটি বইয়ের নাম করতে হলে বাইবেল ছাড়া অন্য কোন বইয়ের নাম আমার মাথায়ও আসত না। কিন্তু এর এত অগণিত সংস্করণ রয়েছে যে, যে কোন দুটো বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা একই থাকবে ভাবাই যায় না। অতএব ওটা এমন একটি বই যার সবখণ্ড একই রকম হবে। তার অবশ্যই জানা আছে একটি বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠা অন্য বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠার সঙ্গে মিল রয়েছে।'

আমি প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললাম,—'না, খুব কম সংখ্যক বইয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে।'

'—নিশ্চয়ই। এটাই আমাদের বিচার্য। এমন একটি বই যা যে কারো কাছেই থাকতে পারে।

তবে কি তুমি ব্রাউশ'র কথা বলতে চাচ্ছ?'

'—এর বেলায়ও সমস্যা রয়েছে। ব্রাউশ'র শব্দসংখ্যাও সীমিত। আর তার সাহায্য নিয়ে কোন খবর পাঠানো অসম্ভব। অতএব ব্রাউশ বাদ দেয়া যায়, একই কথা চিন্তা করে অভিধানকে বাদের দলে ফেলা যেতে পারে।

তবে আর কি পড়ে থাকল?'

BanglaBook.org

'—পঞ্জিকা ছাড়া আর তো কিছুই দেখছি না।

'—বাঃ বেশ বলেছ ওয়াটসন। অনুমান অভ্রান্ত। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথমে হুইটেকারস এলমানাক-র কথা ভাবা যায়। প্রত্যেকেই ব্যবহার করে এটা। পৃষ্ঠা সংখ্যাও যথেষ্ট। দুটো কলমেও ছাপা। বইয়ের প্রথমার্ধে শব্দসংখ্যা সীমিত বটে, শেষের দিকে কিন্তু শব্দের ছড়াছড়ি।

কথা বলতে বলতে হোমস টেবিল থেকে বইটি তুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। ৫৩৪ পৃষ্ঠা খুলে দ্বিতীয় কলমের ওপর চোখ বুলিয়ে বলে উঠল,—'বৃটিশ ও ভারতের বাণিজ্য ও সম্পদ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা রয়েছে। ওয়াটসন, শব্দকটা লিখে নাও। তের সংখ্যক শব্দ রয়েছে 'মারহাট্টা'। ব্যাপারটি খুব মঙ্গল সূচক নয় বলেই মনে হচ্ছে। একশ সাতাশ সংখ্যক শব্দ হচ্ছে 'গভর্ণমেণ্ট'। শব্দটি অর্থব্যঞ্জক নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমাদের ও মোটিমারের ক্ষেত্রে তেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছেনা। এবার দেখা যাক মারহাট্টা সরকার কি করে। পরেরটি 'শুয়োরের কুচি।'

হাতের বইটি সশব্দে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে হোমস হতাশ স্বরে বলে উঠল—'ওয়াটসন, কোন আশাই নেই। এখানেই তোমাদের ইস্তফা দিতে হচ্ছে।'

হোমস রসিকতার ছলে কথাটা বললেও তার চোখের তারার হতাশার ছাপটুকু আমার নজর এড়ায়নি। আমিও নিঃশব্দে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বেশ কিছুটা সময় নীরবে কাটিয়ে হোমস এক সময় সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল। ব্যস্ততার সঙ্গে আলমারি খুলে হলুদ রং-এর একটি মোটা বই বের করে আনল। রীতিমত গলা ছেড়ে বলল,—ওয়াটসন, একেবারে ইদানিং কালের ওপর ভরসা করাটাই আমাদের বোকামি হয়েছে। সাতই জানুয়ারী লক্ষ্য করেই নতুন পঞ্জিকা ধরে টানাটানি করেছি। কিন্তু পোর্লকের তো পুরনো পঞ্জিকার সাহায্য নেয়াই বাঞ্ছনীয়। এবার দেখি ৫৩৪

BanglaBook.org

পৃষ্ঠা কি বলছে। তেরো নম্বর হচ্ছে—'দেয়ার'—উত্তম। এক সাতাশ নম্বর হচ্ছে 'ইজ'। তবে দাঁড়াল 'দেয়ার ইজ'।'

হোমসের চোখের তারা উত্তেজনায় ঝকঝক করছে। তার পর বলে উঠল,—'ডেঞ্জার'। ওয়াটসন তাড়াতাড়ি টুকে ফেল। তবে দাঁড়াল বিপদের সম্ভাবনা আসতে পারে —খুব—তাড়াতাড়ি—একটি। তার পরেই দেখছি 'ডগলাস' নামটি রয়েছে—ধনী—গেঁয়ো—এখন—বার্লষ্টোন—হাউস—বার্লষ্টোন—অবশ্যই—আসন্ন।'

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা ফুটিয়ে হোমস বলে উঠল—'কি বন্ধু কেমন বুঝছ?

হোমসের কথিত শব্দ ক'টা লেখা কাগজটি হাঁটুর ওপর রেখে আমি তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে শব্দগুলো বারবার আওড়ে চলেছি। এক সময় বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠলাম—'মনের কথা বোঝানোর জন্য কী বাঁকা পথ বেছে নিয়েছে।'

হোমস প্রতিবাদের স্বরে বলল—'ভুল। বরং তার বিপরীত। অতি নিপুনভাবে কাজ হাসিল করেছে। একটি মাত্র কলম ব্যবহার করে বক্তব্য ব্যক্ত করতে গিয়ে উপযুক্ত শব্দ মেলে না। চিঠি প্রাপকের বিচার বুদ্ধির ওপরে কিছুটা ভরসা তো রাখতেই হবে। বক্তব্য খুবই সহজ ও সরাসরি—ডগলাস নামধারী কোন এক ধনকুবের গ্রাম্য ভদ্রলোকের জীবন আসন্ন। এ-ব্যাপারে সে নিঃসন্দেহ।'

হোমসের মুখে সাফল্যের হাসি। ঠিক অমনি সময় ভৃত্য বিলি ঘরে ঢুকল। তাঁর সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডও সরাসরি ঘরে ঢুকল।

আজ ম্যাকডোনাল্ডের দেশজোড়া খ্যাতি। আশির দশকের শুরুতে অবশ্য তার তেমন নামডাক ছিল না। কয়েকটি ঘটনার হিল্লে করে দিয়ে চড়চড় করে ওপরে উঠে গেছে। এখন অবশ্য গোয়েন্দা বিভাগের একজন হোমড়াচোমড়া হয়ে পড়েছে। এর আগেও দু'দুটো ঘটনার তদন্তের ব্যাপারে হোমস'কে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। দীর্ঘা-

BanglaBook.org

কৃতি সুঠাম চেহারা, যথেষ্ট শারীরিক শক্তির ধারক। চোখের তারা ঝকঝক করছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। দৃঢ়চেতা ও নীরব কর্মী। সৌখীন সহকর্মী হোমসের প্রতি এই স্কট ভদ্রলোক আন্তরিক শ্রদ্ধা রাখে। বেকায়দায় পড়লেই ভদ্রলোক হোমসের কাছে ছুটে আসে। সমস্যা সম্বন্ধে মন খোলসা করে আলোচনা করে থাকেন। বলতে দ্বিধা নেই ম্যাকডোনাল্ড অবশ্যই ধরতে পেরেছেন যে, হোমসের মত মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নিতে কোন সঙ্কোচ বা হীনতা নেই। আর সঙ্কোচেরই বা কি আছে? হোমস আজ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে উন্নতির চরম শিখরে, একমেবা দ্বিতীয়ম। হোমসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বন্ধুপরায়ণতার স্থান নেই। কিন্তু এই স্কটভদ্রলোকটিকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

ম্যাকডোনাল্ড'কে দেখেই হোমস উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠল, —'মিঃ ম্যাক শিকার ধরার কাজে আপনার উপস্থিতি প্রয়োজনের তুলনায় তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোন বিপদের আশঙ্কা—

হোমসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন,—'মিঃ হোমস, 'আশঙ্কা' নয়—বলুন 'আশঙ্কা'।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে ইন্সপেক্টর আবার বলল,—'মিঃ হোমস একটু তাড়া আছে আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

'—এত তাড়াতাড়ি যে।'

'—আপনার তো অজানা নয় হোমস, যে কোন কেসের গোড়ার দিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কথা হচ্ছে—

ইন্সপেক্টর কথা বলতে বলতে আচমকা থমকে গেল। টেবিলের ওপর রক্ষিত কাগজটির দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন। কাগজটিতে আমি একটু আগেই ধাঁধার মত চিঠিটা লিখে রেখেছিলাম। কাগজের ওপর বার কয়েক চোখের মণি দু'টো বুলিয়ে নিয়ে ছোট্ট করে উচ্চারণ করল,—'ডগলাস'। মুহূর্তকাল পরে

BanglaBook.org

উচ্চারণ করল—'বার্লষ্টোন!' হোমসের দিকে ঘুরে বিস্ময়ের স্বরে বলল—'এ কি মিঃ হোমস?'

হোমসকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবেগ মিশ্রিত স্বরে বলে উঠল,—কী তাজ্জব ব্যাপার মশায়। এ যে রীতিমত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। এ নাম দুটো আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন?

—একটা সাংকেতিক লিপি থেকে উদ্ধার করেছি। ডাঃ ওয়াট-সন ও আমি তো এতক্ষণ এ নিয়েই পড়েছিলাম। কিন্তু নাম দুটো আপনার এমন বিস্ময়ের উদ্রেক করল যে। ব্যাপার কি বলুন মিঃ ম্যাক?

অবিশ্বাস্য রকম বিস্ময় প্রকাশ করে ভদ্রলোক কেটে কেটে বলল,—'বিস্ময় প্রকাশ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে মিঃ হোমস। ব্যাপারটা হচ্ছে বার্লষ্টোন জমিদার বাড়ির মিঃ ডগলাস আজ সকালেই নিষ্ঠুর ভাবে খুন হয়েছেন। আপনার টেবিলে নাম দু'টো দেখেই আমি কেমন হতবাক হয়ে গেলাম। আমাকে অবিশ্বাস্য রকম রহস্যভরা বিস্ময়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইনসপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের মুখ থেকে মর্মন্তুদ ঘটনাটি শুনল। কিন্তু আশ্চর্য শোনার পরও আমার বন্ধু শার্লক হোমসের মুখে কোন রকম আতঙ্ক বা উত্তেজনা কোন চিহ্নিই লক্ষিত হয় নি। বরং তাকে স্বাভাবিক ও নিরাসক্তই মনে হল স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

হোমস স্বাভাবিক স্বরেই উচ্চারণ করল,—অভাবনীয় ব্যাপার। সাধারণত এমনটা হ'তে দেখা যায় না।'

ইন্সপেক্টর বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,—'মিঃ হোমস, আপনি

BanglaBook.org

অবাক হয়েছেন বলে তো মনে হচ্ছে না তো ?

—দেখুন, ঘটনাটি আমার মনে আগ্রহের সঞ্চার করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অবাক হই নি।

অবাক হবার কি আছে বলুন দেখি ? দায়িত্বশীল একজনের কাছ থেকে একটি উড়ো চিঠি পেলাম। আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, একজনের বিপদ আসন্ন। এক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠির সত্যতা প্রমাণীত হয়ে গেল। নির্দিষ্ট লোকটি খুন হয়েছে। ব্যাপারটি আমার মধ্যে আগ্রহের উদ্রেক করেছে, অবাক করেনি মোটেই।'

হোমস সংক্ষেপে সাংকেতিক লিপির বক্তব্য ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের কাছে বলল।

ম্যাকডোনাল্ড বলল,—'দেখুন মিঃ হোমস, আজ সকালে আমি বার্লষ্টোনেই যাব মনস্থ করেছিলাম। ভাবলাম আপনারা যদি আমার সঙ্গে যেতে আগ্রহী হন, সেজন্যই ছুটে এসেছি। শেষ পর্যন্ত আপনি যা বলছেন, মনে হচ্ছে লণ্ডনে থেকেই আমরা বেশী কাজ করতে সক্ষম হ'ব।'

হোমস প্রতিবাদের স্বরে বলল,—'না, আমি তো তা বিশ্বাস করিনা।

'—বাদ দিন এসব কথা। দু'একদিনের মধ্যেই বার্লষ্টোনের রহস্যের কথা ঘটা করে প্রচার করা হ'বে। লণ্ডন শহরেই এমন লোক রয়েছে যে ঘটনা ঘটার আগেই আঁচ করতে পারে। লোকটি নাগালের মধ্যে পেলেই রহস্যের হিল্লে হ'য়ে যাবে।

'—এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পোর্লক নামধারী লোকটির দর্শন পাবেন কোথায়।

ম্যাকডোনাল্ড হোমসের দেয়া খামটি বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অস্পষ্ট উচ্চারণ করল,—'চিঠিটি কাম্বারওয়েল থেকে পোষ্ট করা হয়েছে। এতে কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না।

আপনি বলতে চাচ্ছেন তার নামটিও ছদ্মনাম ? অতএব কোন

BanglaBook.org

সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। ভাল কথা, আপনি বলেছিলেন তাকে নাকি টাকা পাঠিয়েছিলেন? কিন্তু কি উপায়ে?

পাঠিয়েছিলাম কাম্বারওয়েল ডাকঘরের ঠিকানায়।'

'—টাকাটা কে নিতে আসে খোঁজ নিয়েছিলেন কি?

'—না, তা করিনি। কারণ হচ্ছে, আমি তার প্রথম চিঠি হাতে পেয়েই কথা দিয়েছিলাম তার খোঁজ করার চেষ্টা করব না। স্বভাব বশতঃ আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি।'

'—তার সঙ্গে দ্বিতীয় কেউ আছে বলে মনে করেন কি?'

'—হ্যাঁ, শুধু মনে করা নয়, জানি আছে। যে অধ্যাপকের কথা বলেছি, তিনিই তার পিছনে রয়েছেন।'

মুচকি হেসে ম্যাকডোনাল্ড বলল,—'ব্যাপারটা খুলেই বলছি, সি, আই, ডি, বিভাগের আমাদের সবার বিশ্বাস, এই অধ্যাপকটিকে নিয়ে আপনি খুবই ভাবিত। এটা নিয়ে আমিও তল্লাসী চালিয়েছি। লোকটাকে তো যথেষ্ট শিক্ষিত, সম্মানিত ও প্রতিভাবান ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না।'

'—আপনি যে ভদ্রলোকটির প্রতিভার পরিচয় পেয়েছেন তাতে খুশি হয়েছি।'

'—পরিচয় আমাকে পেতে হয়েছে। আপনার মুখ থেকে তার সম্বন্ধে শুনে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। একটি প্রতিক্ষেপক লণ্ঠন ও একটি গ্লোবের সাহায্যে মিনিট খানেকের মধ্যে আমাকে গ্রহণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিলেন। একটি বইও আমাকে দিয়েছিলেন। বলতে লজ্জা নেই, এবার্ডিনে লেখাপড়া শিখলেও বইটি আমার কাছে একটু কঠিনই মনে হয়েছে। বিদায় মুহূর্তে ভদ্রলোক আমার পিঠ চাপড়ে অনেক কথাই বললেন।'

হোমস ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল,—'চমৎকার! আচ্ছা আপনাদের চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎকারটি কি তাঁর পড়ার ঘরে হয়েছিল? ঘরটি খুবই সুন্দর তাই নয় কি?'

BanglaBook.org

'—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন ?

'—আপনি কি তাঁর লেখার টেবিলের সামনে বসেছিলেন ? আপনার চোখে সূর্যের আলো পড়েছিল, তার মুখ ছিল ছায়ায়, তাই নয় কি ?

ইন্সপেক্টর মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বলল,—'তখন সন্ধ্যা। তবে আলোটি আমার মুখের উপর ছিল।

'—হ'বে তা-ই। আর একটি কথা অধ্যাপকের মাথার ওপর একটি ছবি দেখতে পেয়েছিলেন ?'

'—হ্যাঁ, একটি তরুণীর ছবি।'

'—ছবিটি জাঁ বাপ্তিস্তের হাতে আঁকা। তিনি ছিলেন একজন ফরাসী চিত্রশিল্পী। সমসাময়িক কালের সবার তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল, বর্তমান কালেও একই মত পাওয়া যায়।'

ম্যাকডোনাল্ড নিরুৎসাহ প্রকাশ করে বলে উঠলেন—'এ প্রসঙ্গ আমাদের কি উপকারে আসবে ?'

'—আসবে, নিশ্চয়ই উপকারে আসবে মিঃ ম্যাক। আপনি যে বার্লষ্টোন রহস্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, আমার সব বক্তব্যই সে ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'

ম্যাকডোনাল্ড মুচকি হেসে বলল,—'মিঃ হোমস, আপনার চিন্তা-ধারার গতি আমার চেয়ে খুবই দ্রুততর। বক্তব্য রাখতে গিয়ে আপনি প্রায়ই দু'একটি ধাপ বাদ দিয়ে চলে যান, যা আমার পক্ষে হৃদয়াঙ্গম করা সাধ্যাতীত। এই মৃত চিত্রশিল্পী ও বার্লষ্টোনের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে একটু খোলসা করে বলুন।

'—দেখুন মিঃ ম্যাক, গোয়েন্দার কাছে কিছুই উপেক্ষণীয় নয়। গ্রুজের আঁকা একটি ছবি পোর্টালিসের নিলামে চার হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে বিক্রি হয়েছিল। অতি সামান্য ঘটনাই আপনার মনে চিন্তার স্রোত বইয়ে দেয়া হিম্মত রাখে। আর একটা কথা আপনাকে বলছি, কয়েকটি নির্ভরশীল কোষ-পুস্তক মারফৎ অধ্যাপকের বেতনের

BanglaBook.org

পরিমান জানা সম্ভব। সাতশ এক বছরে।'

'—তা-ই যদি হয় এত বড় কি করে কিনলেন?'

'—কথাটা অবশ্যই সঙ্গত।'

হোমসের কথায় ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেল।

হোমস বলল,—'তবে বার্লষ্টোন যাওয়া সম্বন্ধে কি চিন্তা করলেন?'

ম্যাকডোনাল্ড হাত ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল,—'এখনও যাওয়ার সময় রয়েছে। আমার সঙ্গে গাড়ী রয়েছে।

ছবিটি সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি—আমার মনে হচ্ছে একদিন আমাকে বলেছিলেন, অধ্যাপক মোরিয়ার্টির সঙ্গে আপনার কোনদিন দেখা হয় নি। তাই যদি হয় আপনি তাঁর ঘরটির সম্বন্ধে কি করে জানতে পারলেন?'

'—সত্যি কোনদিন দেখা হয়নি। তবে তিন বার তার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম। দুবার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে দেখা না করেই ফিরে এসেছি। আর তৃতীয়বার? না একজন সরকারী রহস্য সন্ধানীর কাছে সেবারকার কথা বলতে চাইনে। তবে এটুকু বলছি, শেষবার সুযোগ মত তাঁর অনেক কাগজ-পত্র ঘাটাঘাটির সুযোগ পেয়েছিলাম। তাতে আমি যথেষ্ট লাভবানই হয়েছিলাম। সন্দেহ করার মত তেমন কিছুই নজরে পড়েনি। আশা করি ছবিটির প্রসঙ্গ কেন উত্থাপন করেছিলাম, আশা করি অনুমান করতে পারছেন? এতেই ধরে নেয়া যায় তিনি ধনী। এখন প্রশ্ন, এত অর্থ তিনি কোত্থেকে পেলেন! ভদ্রলোক অকৃতদার। তার ছোট ভাই একজন স্টেশন মাষ্টার। বেতন বছরে সাতশ। কিন্তু একটি গ্রুজের মালিক তিনি।

'—তবে আপনি ইঙ্গিত করতে চাইছেন তাঁর প্রচুর আয়, চোরা-পথেই তাঁর অর্থাগম হয়?

BanglaBook.org

'—হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। এরকম ভাবার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। আমি তো শুধুমাত্র গ্রুজের উল্লেখ করেছি। এমন হাজারো ব্যাপার রয়েছে।'

ম্যাকডোনাল্ড আগ্রহ প্রকাশ করে বলল,—'দেখুন হোমস, আপনি আমাকে জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। যদি আপত্তি না থাকে তবে আর একটু খোলসা করে বলুন। তার অর্থাগমের রাস্তা কি জাল জুয়াচ্চুরি, চুরি নাকি নকল মুদ্রা তৈরী?

হোমস স্বাভাবিকভাবেই কথাটা ছুঁড়ে দিলেন,—'যোনাথন ওয়াইল্ডের সম্বন্ধে পড়েছেন?

'—নামটি চেনা বলে মনে হলেও ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। তবে কথা কি জানেন মিঃ হোমস, উপন্যাসের গোয়েন্দা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই।'

'—কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, তিনি গোয়েন্দা নন, উপন্যাসের নায়কও নন। লোকটি একজন সত্যিকারের দাগী, অপরাধী।

'—এমন লোক আমার কাজে আসবে না।'

'—দেখুন, তাই যদি বলেন আপনার পক্ষে এখন করণীয় হচ্ছে তিন মাসের জন্য সেচ্ছা কারাবরণ। ঘরের কোণে বসে দিনে বারো ঘণ্টা করে অপরাধ জগতের ইতিকথা পাঠ করা। সব—সব কিছু পড়তে হবে। যোনাথন ওয়াইল্ড ছিলেন লণ্ডনের অপরাধীদের কর্ণধার। শতকরা পনের হারে সে তার সংগঠনকে, এমন কি নিজেকেও বিকিয়ে দিত। দেখুন এ-রকমটা অতীতে ঘটেছে, ভবিষ্যতে এর ব্যতিক্রম হ'বে না। মোরিয়ার্টি সম্বন্ধে এমনি আরও দু'চারটি বিবরণ দিচ্ছি। আপনার ভাল লাগতে পারে, আখেড়ে কাজেও লাগতে পারে। তাঁর বহুলোক নিয়ে গঠিত দলের একদিকে রয়েছেন নেপোলিয়ান, আর অন্যদিকে কয়েকশ' পরাজিত বিধ্বস্ত সৈনিক, জুয়াচ্চোর, ঠকবাজ, ছিনতাইকারী। যে কোন দুষ্কর্মই তাদের কাছে সামান্য ব্যাপার মাত্র।

BanglaBook.org

তাঁর প্রধান সেনানায়ক কে জানেন কি? কর্ণেল সেবাষ্টিয়াম মোরান। তিনিও মোরিয়ার্টির মতই অহংকারে গা ঢাকা দিয়ে আড়াল থেকে কাজ সারেন। ফলে আইন তার ব্যাপারে অচল। তার বেতন কত শুনবেন? বার্ষিক দু'হাজার। বেতন ঠিক নয়—মস্তিষ্কের ভাড়া। ঘটনাচক্রে এসব তথ্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আশা করি এ-থেকেই মোরিয়ার্টি সম্বন্ধে সামান্য ধারণা করতে পারছেন। অনুসন্ধান করে জেনেছি, ইদানিংকালে তিনি যে-সব চেক কেটেছেন, ছটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কের নামে। অবশ্য সব চেকই তার সাংসারিক ব্যাপারে কাটা।'

ম্যাকডোনাল্ড কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,—'মিঃ হোমস এ থেকে কি ধারণা করলেন?'

—'ধারণা করলাম যে তার অঢেল বিত্ত সম্বন্ধে লোকে জানুক, মুখ-রোচক গল্প তৈরী হোক এটা তার ইচ্ছা নয়। তার কুড়িটি ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট রয়েছে এতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। তবে তার অর্থের একটি মোটা ভগ্নাংশই বিদেশের ব্যাঙ্কে—হয়ত ডয়েট্‌সে ব্যাঙ্কে অথবা ক্রেডিট লিয়নে আছে বলেই আমার বিশ্বাস? সেজন্যই অনুরোধ রাখছি অধ্যাপক মোরিয়ার্টি সম্বন্ধে একটু পড়াশুনা করুন।

বিস্ময়াভিভূত হোমস'কে লক্ষ করে কথা ক'টা ছুড়ে দিলেন,—'এই যা, আপনার মজাদার গল্প শুনতে গিয়ে আসল কথাটাই বলা হ'ল না, তবে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস যে অধ্যাপক মোরিয়ার্টির সঙ্গে অপরাধ জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, এই তো? পোর্লক নামধারী কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় লোকের চিঠির সাবধান-বসতী আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তাই না? আর একটি কথা আমাদের বর্তমান প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সম্বন্ধে আর কোন আলোক পাত করবেন কি?'

'—আপনার আসল বক্তব্য অনুযায়ী এটি একটি জটিল খুনের ঘটনা, আর এই খুনের আসল কেন্দ্রবিন্দু আমাদের ধারণা অনুযায়ী

BanglaBook.org

হ'লে দুটো পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য জড়িত থাকা স্বাভাবিক। প্রথমেই আমি বলব, মোরিয়ার্টি শক্ত হাতে দলের হাল ধরে রেখেছেন। দলের নিয়ম ভঙ্গ কারী ও বিশ্বাস ঘাতকের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি কি সদ্য খুনের ঘটনাটির পিছনে অর্থাৎ ডগলাসের মৃত্যু বিশ্বাস ঘাতক তারই পুরস্কার? আর দলপতির এই সিদ্ধান্তের কথা কোন এক সহযোগী পূর্বেই আঁচ করতে পেরেছিল। আবার এমনও হতে পারে দলের অন্যান্য সদস্যদের মনে মৃত্যুভয় জাগিয়ে তোলার জন্য আগেভাগেই ব্যাপারটি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন।'

ম্যাকডোনাল্ড কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠল,—'মিঃ হোমস, এ না হয় একটি উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টি?'

'দ্বিতীয়টি হচ্ছে মোরিয়ার্টির ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনের তাগিদেরই এই খুনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল? ভাল কথা, কোন ডাকাতির কথা শুনেছেন কি!'

'—কই, তেমন তো কিছু শোনা যায় নি।'

'—হ'লে এটা প্রথম ধারণার বিরুদ্ধেই কাজ করবে, দ্বিতীয় ধারণাই এক্ষেত্রে কার্যকারী হবে, ডাকাতি লব্ধ অর্থ ভাগবাটোয়া নিয়ে মতবিরোধের জন্যই মোরিয়ার্টিকে দিয়ে এ-খুন ঘটানো হতে পারে। এগুলোর মধ্যে যেটাই বাস্তব হোক না কেন, অবাক হবার কিছু নেই। আর যদি তৃতীয় কোন কারণ এর পিছনে লুকিয়ে থাকে তবে বার্লষ্টোনে গিয়েই সে সত্যানুসন্ধান করতে হ'বে। লোকটিকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ধূর্ত লোকটি এখানে এমন কোন নজির রাখেন নি যে সূত্র ধরে সেখানে হাজির হই।'

উচ্ছ্বসিত আবেগে ম্যাডোনাল্ড চীৎকার করে উঠলেন,—'তবে আমরা বার্লষ্টোনেই যাচ্ছি! এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছ। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, আপনারা ঝটপট তৈরী হয়ে নিন।'

'—তৈরী হবার জন্য পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট। হোমস পোষাক

BanglaBook.org

পাল্টাতে পাশের ঘরে চলে গেল।'

পথে যেতে মিঃ ম্যাকের কথায় আমাদের হতাশই হতে হল। যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করলাম তা হচ্ছে, যে-কেস আমরা হাতে নিয়েছি তা কষ্ট সাধ্য। একমাত্র গভীর মনঃসংযোগের দ্বারাই এ-রহস্যের কিনারা করা যেতে পারে। কথা শুনতে শুনতে হোমসের চোখ দু'টো চিকচিক করতে লাগল। উত্তেজনায় স্বভাব বশতঃ হাত দুটো অনবরত ঘষতে লাগল। সাসেক্সে পৌঁছে আমাদের যে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে তার বিবরণ অত্যন্ত উৎসাহ ও মনযোগ সহকারে হোমস শুনতে লাগল। খুব সকালে দুধের গাড়ীর কাছ থেকে শুনে নিয়েই ম্যাকডোনাল্ড আমাদের ব্যাপারটির বর্ণনা দিল। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত অফিসার ম্যাকডোনাল্ডের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই খবরটি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দেয়া হয়েছিল।

ম্যাকডোনাল্ড চিঠিটি আমাদের পড়ে শোনাল। তাতে লেখা—প্রিয় ম্যাক, তোমার সাহায্য চেয়ে অন্য একটি সরকারী চিঠি যাচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি, সকালের কোন গাড়ীতে তুমি বার্লষ্টো'ন নামছ, তার মারফৎ জানাবে। আমি নিজে স্টেশনে থাকব। আমি খুব ব্যস্ত থাকলে, অন্য কাউকে পাঠাব। কেসটি খুবই জটিল। মোটেই দেরী করবেনা। সম্ভব হলে মিঃ হোমস'কে অবশ্যই সঙ্গে আনবে। তার মনের খোরাক ও কাজ এখানে জুটবে। একটি মৃত ব্যক্তি ঘটনার সঙ্গে জড়িত না থাকলে এটাকে নাটকীয় ব্যাপার বলেই মনে হ'ত। ভুলে যেও না, ঘটনাটি খুবই জটিল।'

চিঠি পড়া শেষ করে কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে ম্যাকডোনাল্ড বললেন,—'চিঠিতে এইটুকুই লিখেছেন। সাক্ষাতে বিস্তারিত বললেন।

হোমস জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল—ভার্ল কথা, এর মধ্যে ডগলাস কে আসলেন কোত্থেকে? তাছাড়া তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে, এটাই বা পেলেন কোথায়?'

BanglaBook.org

ম্যাকডোনাল্ড সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন,—'কেন? সরকারী-রিপোর্টে জানিয়েছে, তবে নিষ্ঠুর শব্দটির উল্লেখ নেই। কারণ ওটা তো সরকারী স্বীকৃত শব্দ নয়। ঐ চিঠিতেই জন ডগলাসের নামটিও পেয়েছি। উল্লেখ রয়েছে মাঝরাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে মাথার খুলিতে বন্দুকের গুলি লেগেছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে এটি অবশ্যই খুন, তবে কাউকেই ধরপাকর করা হয়নি। এইটুকুই জানতে পেরেছি এর বেশী কিছুই সম্ভব হয় নি।'

হোমস্ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল,—'দেখুন, এ-প্রসঙ্গের আলোচনার এখানেই দাড়ি টানা যাক। অনুমান ও শোনা কথার ওপর আস্থা রেখে মতামত ব্যক্ত করা আমাদের বৃত্তির বিরুদ্ধ কাজ, যে রহস্যের সূত্র উদ্ঘাটন করতে আমরা ছুটে চলেছি, ঘটনাস্থলে পৌঁছেই সে বিষয়ে কথা হ'বে। রহস্যজনক একটি মৃত্যু ঘটেছে, তার কিনারা করা আমাদের একমাত্র কর্তব্য। নিষ্ঠা, ধৈর্য ও বিচার-বুদ্ধিই আমাদের কাজের সহায়ক হোক।

তৃতীয় অধ্যায়

ছোট্ট একটি গ্রাম বার্লষ্টোন। সাসেক্স কাউন্টির উত্তর সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রামটি। গ্রামের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে কাঠের তৈরী বাড়িঘর। কয়েক শ বছরের মধ্যে গ্রামের এই চেহারার কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। কয়েকঘর ধনকুবের গ্রামের সম্পদ। তাদের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। ইদানিং কালে ধীরে ধীরে গজিয়ে ওঠা কয়েকটি সুসজ্জিত দোকানপাট গ্রামে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করছে।

সুদৃশ্য একটি প্রাসাদ—বার্লষ্টোন জমিদার বাড়ি। প্রাসাদ হলেও এটি পুরনো প্রাসাদের একটি অংশ মাত্র। প্রথম ধর্মযুদ্ধকালে হুগো দ্য কাপুস লাল রাজার কাছ থেকে পাওয়া জমিদারী পেয়ে একটি

BanglaBook.org

উপদুর্গ গড়ে তোলেন। পনের শ' তেতাল্লিশের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ওটা ধ্বংস হয়ে যায়। জাকোবিয়ানদের সময়ে ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের ওপর প্রাসাদ তৈরী করতে গিয়ে দুর্গেরই কিছু পোড়া পাথর কাজে লাগানো হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে প্রাসাদটি ঠিক তেমনি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'টো সুপ্রশস্ত জলাশয় অট্টালিকাটিকে সযত্নে আগলে রেখেছে। ইদানিংকালে বাইরের দিককার জলাশয়টি মজে গেছে। জলাশয়টিকে একটি ছোট্ট নদী পুষ্ট রেখেছে। তার জল জলাশয়টিকে ছাপিয়ে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে নিয়েছে। একটি অপ্রশস্ত সেতু বাড়ির প্রবেশ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেতুটিতে কয়েকটি শেকল ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে সন্ধ্যায় সেতুটিকে তুলে রাখা হয়, সকালে আবার নামিয়ে যাতায়াতের রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে রাত্রির অন্ধকারে প্রাসাদটি একটি দ্বীপে পরিণত হয়। যে রহস্যের সন্ধানে আমরা এতটা পথ ডিঙিয়ে ছুটে এসেছি, তাতে এই সেতুটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘ কাল এই বাড়িটি ব্যবহৃত হয়নি। কেউই বাস করত না। এক সময় ডগলাস পরিবার এসে এই ধ্বংসস্তূপে আস্তানা গাড়ে। ভদ্রলোকের বয়স পাঁচের কোঠা ধরে ধরে। দীর্ঘাকৃতি সুঠাম চেহারা। ভাবগম্ভীর মুখে চওড়া একজোড়া গোঁফ। অতিযত্নে এই বয়সেও দেহের সর্বত্র যৌবনের ছাপ সুস্পষ্ট। অতি যত্নের ফলেই এরকমটা সম্ভব হয়েছে। লোকটির স্বভাব-প্রকৃতি কেমন বিচিত্র ধরণের আদবকায়দা দেখে মনে হয় সাসেক্সের সমাজের সঙ্গে একে-বারেই বেমানান। স্বাভাবিকভাবেই তথাকথিত ভদ্রজনেরা অত্যন্ত শতর্কতার সঙ্গে তার সংস্রব এড়িয়ে চলে। কিন্তু গ্রামের নীচু তলার মানুষগুলোর সঙ্গে খুবই সদ্ভাব—গা মাখামাখি ব্যাপার যাকে বলে। দেরাজ মন—প্রতি ব্যাপারেই মোটা অঙ্ক চাঁদা দেন।

ভদ্রলোক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রাম-বাসীরা জেনেছে, তিনি নাকি এক সময় আমেরিকাবাসী ছিলেন।

BanglaBook.org

মিঃ ডগলাসের স্ত্রী ইংরেজ মহিলা। ডগলাসের সঙ্গে লণ্ডন শহরে পরিচয়। ডগলাস তখন মৃতদার। উভয়ের বয়সের পার্থক্য বছর কুড়ি হলেও স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যও চিড় ধরেনি, লোকেরা অবশ্য নানা রকম বিপরীত আলোচনাও করে থাকে। কেউ বলে—এতদিনেও নাকি তাদের সম্পর্ক পাকা হয়নি, পারি-বারিক অশান্তি তাদের অষ্টক্ষণের সঙ্গী। কেউ বা এমন মন্তব্যও করেন, মহিলাটি স্নায়ুবিক উত্তেজনার শিকার হয়েছেন। স্বামী দেরী করে বাড়ি ফিরলে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে ছাড়েন। এ-রকম কানা—খুঁষো আলোচনা একদিন প্রকাশ্য রূপ নিল, বিশেষ একটি ঘটনাই এর কারণ।

বাড়িটিতে বাসিন্দা দু'টি মাত্র প্রাণী। কিন্তু কিছুদিন পর তৃতীয় একজন'কে দেখা যেতে লাগল। একটি লোক মাঝে মধ্যেই এসে থাকতে শুরু করল। লোকটি হ'ল হাম্পস্টেডের হেলস্‌লজের সেসিল জেমস্ বার্কার। গ্রামের লোকদের কাছে ভদ্রলোকের চেহারা খুবই পরিচিত। জমিদার বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকতে দেখত, তার সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলের মুখ্য কারণ হচ্ছে, তিনিই মিঃ ডগলাসের বিগতদিনের একমাত্র বন্ধু। এই ইংরেজ ভদ্রলোকটির সঙ্গে ডগলাসের প্রথম পরিচয় আমেরিকায়, ঘনিষ্ঠতাও ছিল যথেষ্ট। প্রথম নজরেই মনে হয় তিনি একজন বিত্তবান, অবিবাহিত। পাইপ মুখে দিয়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটা চলা করতেন। ডগলাসের স্ত্রী'র সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা নেহাৎ কম ছিল না।

বন্ধু যতই অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ট হোক না কেন স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। স্বাভাবিভভাবেই ডগলাসের মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠত। বিরক্তির ছাপটুকু চাকর-বাকরদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মিসেস এলেন।

বাড়ীতে মোট সাতজন ভৃত্য। ছ'ই জানুয়ারী রাত্রের ঘটনার সঙ্গে বাকী ছয়জন ভৃত্য জড়িত নয়।

BanglaBook.org

স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নাম মিঃ উইলসন। রাত্রি এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনি প্রথম বিপদ-সংকেত পান। রাত্রির অন্ধকারে ব্যস্ত ও উত্তেজিত সেসিল বার্কার থানায় পৌঁছেই জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। মিঃ উইলসন ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে শোনেন জমিদার বাড়ীতে বড়ই বিপদ—মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মিঃ জন ডগলাস খুন হয়েছে। কথা কটা বলেই উইলসন ব্যস্ততার সঙ্গে বাড়ির দিকে ছোটে। পুলিস অফিসার তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয়। পুলিশ অফিসার কর্তব্যে অবহেলা করেছে, এ অপবাদ অতি বড় শত্রুও দেবে না।

অস্থিরচিত্ত পুলিস অফিসার জমিদার বাড়ি পৌঁছে দেখে টানা সেতুটি নামানো রয়েছে। জানালা দিকে ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে। বাড়িটি কেমন নিস্তব্ধ—থমথমে। চাকরগুলো ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে হলঘরে দাঁড়িয়ে, ভীত সন্ত্রস্ত খানসামাটি দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁটু কাঁপাচ্ছে। একমাত্র সেসিল বার্কারের মধ্যেই স্বাভাবিকতা লক্ষিত হল। বার্কার পুলিস অফিসারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ডাক্তার উডগ্রাম তখনই ঘরে ঢুকলেন। তিনিও তাদের সঙ্গ নিলেন।

মৃতদেহটি ঘরের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। পা খালি—চটি নেই। ডাক্তার ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে আলোটি নামালেন। এক নজরে দেখেই বুঝে নিলেন সব শেষ—তার আর দরকার নেই। গুরুতরভাবে আঘাতের দ্বারা জীবননাশ করা হয়েছে। বুকের ওপর বিচিত্র ধরণের একটি বন্দুক। ওটার নলটি ঘোড়ার দিকে বেশ কিছুটা করাতের সাহায্যে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। খুব কাছ থেকে যেগুলি করা হয়েছে এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। মুখের ওপর বেশ কয়েকটি গুলি করার ফলে মাথাটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

পুলিশ অফিসারটি হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেলেন। এত বড় একটি

BanglaBook.org

দায়িত্ব ঘাড়ে চাপার ফলেই তার এই ভাবান্তর। রক্তাপ্লুত বিভৎস মাথাটির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাঙা ভাঙা গলায় উচ্চারণ করলেন, —ওপরওয়ালারা কেউ না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই ধরব না। ব্যাপারটি খুবই গোলমেলে মনে হচ্ছে।

'—স্যার, এখন পর্যন্ত কেউই তাকে ধরেনি। আমি যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়েছে—বার্কার পরিষ্কার গলায় উচ্চারণ করল।

পুলিশ অফিসার পকেট থেকে নোট বই বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন,—'তখন কটা?

'—ঘড়িতে তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। শোবার ঘরে চুল্লির ধারে বসেছিলাম, হঠাৎ শব্দটা কানে এল। গম্ভীর ও চাপা শব্দ। দৌড় মারলাম।

নোট বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন, —'তখন কি দরজা এভাবে খোলাই ছিল?'

'—দরজা ঠিক এমনি খোলাই ছিল। ভাগ্যাহত ডগলাসের নিঃসাড় দেহ ঠিক এমনিভাবেই পড়ে।'

'—কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন কি?'

'—কাউকেই নজরে পড়ে নি। সিঁড়িতে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনলাম। মিসেস ডগলাস দৌড়ে নেমে আসছিলেন। এই মারকীয় দৃশ্য তিনি সইতে পারবেন না মনে করে তাঁকে আটকে দিই। মিসেস এলেন এসে তাকে দূরে নিয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই এমেস এসে গেল। আমরা ছুটে এঘরে ঢুকি। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছিল। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললাম।

'—একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, আমার জানা ছিল, রাত্রে সেতুটি তুলে রাখা হয়।

'—ভুল শোনেন নি। সেতুটি তোলাই ছিল, আমিই নামিয়েছি।

'—তাই যদি হয় আততায়ী পালাবে কি করে? পালাবার প্রশ্ন

BanglaBook.org

অবান্তর। ডগলাসই তবে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেছেন।

'—প্রথমটাও আমরাও তা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ধারণা বদলাতে বাধ্য হলাম।' দু'পা এগিয়ে পর্দাটা তুলে ধরে দেখাল লম্বা জানালাটি সপাটে খোলা। একটা বড় কাঠের টুকরো দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন, এতে রক্তমাখা জুতোর ছাপ। কাজ সেরে পালিয়ে যাবার সময় কেউ এখানে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছে কেউ সাঁতরে জলাশয় পাড়ি দিয়েছে।'

পুলিশ অফিসার কলম বন্ধ করে প্রশ্ন করল,—'কথা হচ্ছে, আপনি যদি খুন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকেন, তবে তখন সে লোকটি জলেই ছিল, তাই তো বলতে চাচ্ছেন?'

'—নিশ্চয়ই। এতে কোন সন্দেহই নেই। আমি তখন ছুটে জানালার কাছে গেলেই—কিন্তু মুহূর্তে কথাটা আমার মাথায়ই আসেনি। দেখছেনই তো পর্দা দিয়ে জানালাটি ঢাকা। মুহূর্তের মধ্যেই মিসেস ডগলাসের পায়ের শব্দ শুনে তাঁকে ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

ডাক্তার তাদের বক্তব্যের মাঝে বলে উঠলেন,—'বীভৎস দৃশ্য মশায়! বার্লস্টোন রেলওয়ে দুর্ঘটনার পর এ-রকম কদাকার দৃশ্য আমার নজরে পড়ে নি।'

পুলিশ অফিসার পুরনো কথা আঁকড়ে রইলেন,—স্বীকার করছি লোকটি সাঁতরে জলাশয়ে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেতুটি বলছেন তোলাই ছিল, লোকটি বাড়িতে কিভাবে ঢুকল? সেতুটি কখন তোলা হয়েছিল?'

'—তখন প্রায় ছটা হবে।'

'—কিন্তু শুনেছি সূর্যাস্তের সময় ওটা তোলা হয়। তবে তো ছটার পরিবর্তে সাড়ে চারটয়ে ওটা তুলে ফেলার কথা।

'—সাধারণতঃ তা-ই করা হয়। বিকেলের দিকে মিসেস ডগলাসের কয়েকজন বান্ধবী বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা বিদায় নিলে

BanglaBook.org

তবে ওটা তুলতে হয়েছে! আমি নিজেই তুলেছি। এমেস জবাব দিলেন।

পুলিশ অফিসারের মুখে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল! তিনি কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন,—'তবে দেখা যাচ্ছে, বাইরের কেউ এসে থাকলে ছটার আগেই ঢুকে এগারোটা পর্যন্ত কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল, তাই তো?

'—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। মিঃ ডগলাস রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে বাড়ির সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। সেজন্যই এ-ঘরে এসেছিলেন। লোকটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। সুযোগ বুঝে কাজ সেরে বন্দুক ফেলে রেখেইজানালা দিয়ে সরে পড়ে। এটাই আমার বিশ্বাস।

নিহত লোকটির কাছে একটি কার্ডে V. V. অক্ষর দুটো লেখা ছিল। তার নীচে কালি দিয়ে ৩৪১ সংখ্যাটি লেখা দেখা গেল। পুলিশ অফিসার সামনের দিকে ঝুঁকে মাটি থেকে কার্ডটি তুলে নিল।

বার্কার কার্ডটি দেখেই বলে উঠল,—'এটা তো আগে নজরে পড়েনি। খুনীরই কাজ, সেই ফেলে গেছে অবশ্যই।

ঘরের কোনের আগুনের চুল্লির ধারে একটি হাতুড়ি পড়েছিল। বেশ বড় হাতুড়িটি। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে হাতুড়িটি তুললেন। পিতলের মাথাওয়ালা পেরেকের একটি বাক্স দেখা গেল। সবার সামনে বাক্সটি তুলে ধরে বার্কার বলল,—'মিঃ ডগলাস গতকাল ছবি-গুলি খুলে ঠিকঠাক করে লাগাচ্ছিলেন। হাতুড়িটি ছবি লাগানোর কাজেই এনেছিলেন।

পুলিশ অফিসার তাকে বাধা দিয়ে বললেন—'ওটাকে ওখানেই রেখে দিন। কোন কোন কাজে লাগবে কে জানে। রহস্যের কুল-কিনারা করতে জাঁদরেল পুলিশ অফিসাররা আসবেন। লণ্ডন থেকে বিশেষজ্ঞরা না আশা পর্যন্ত রহস্য অন্ধকারের অতলেই তলিয়ে

BanglaBook.org

থাকবে। এক সময় তিনি আলোটি হাতে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—'এই যে শুনুন, পর্দাটি কখন নামিয়ে দেয়া হয়েছিল, বলুন তো?'

'—পর্দাটি চারটের কিছু পরেই নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। আলো জ্বালার পর পরই।

পুলিশ অফিসারের চোখে পড়ল জানালার পিছনে কাঁদামাখা জুতোর ছাপ। উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন,—'অবশ্যই ওখানে কেউ লুকিয়েছিল। ছটার আগে সেতুটি তোলার আগেই লোকটি জানালার পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছিল। মনে হচ্ছে লোকটি চুরির উদ্দেশ্যেই বাড়ি ঢুকেছিল, কিন্তু মিঃ ডগলাস সামনে পড়ে যাওয়ায় অনন্যোপায় হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুন করে পালিয়ে যায়।

বার্কার বাধা দিয়ে বললেন,—'আমরা কিন্তু বৃথাই কালক্ষয় করেছি। লোকটা চম্পট দেওয়ার আগে তার খোঁজ করাই বরং সঙ্গত।

মুহূর্তকাল নীরবে কি যেন ভাবলেন পুলিশ অফিসার। একসময় নীচু গলায় বলতে লাগলেন,—'ভোর ছটায় প্রথম ট্রেন আসবে। তার আগে কোন ট্রেন নেই, আততায়ীর পালাবারও উপায় নেই। তাছাড় ভিজে শরীরে রাস্তায় গেলে লোকে সন্দেহ করবে। সব চেয়ে বড় কথা, কেউ আসার আগে আমি তো এখান থেকে সরা সম্ভব নয়।

আলো হাতে মৃতদেহের কাছে ডাক্তার এগিয়ে গেলেন। ভাল করে নিঃসাড় দেহটিকে দেখে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন,—'আচ্ছা এ চিহ্নটির সঙ্গে দুর্ঘটনার কোন সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে কি?' তিনি হাত বাড়িয়ে মৃতের হাতের জামার হাতাটিকে বেশ কিছুটা সরিয়ে দিলেন। কনুয়ের কাছে বাদামী রং দিয়ে আঁকা একটি নক্সা সবার নজরে পড়ল। একটি স্পষ্ট বৃত্ত আঁকা। একটি ত্রিভুজ বৃত্তের কেন্দ্র-স্থলে আঁকা।

BanglaBook.org

ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে ডাক্তার আবার বললেন,—আশ্চর্য ব্যাপার তো! গরু-বাছুরকে যেমন কল্কে পুড়িয়ে ছাপ দেওয়া হয়, ঠিক তেমনই কিছু একটা হবে বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপারটি কি বলুন তো?'

বার্কারই জবাব দিল,—'ব্যাপার ঠিক বলতে পারব না, তবে দশ বছর ধরে ওঁর হাতে ছাপটি লক্ষ্য করছি।'

খানসামাও একই কথা বলল।

পুলিশ অফিসার চিহ্নটিকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন,—'খুনের সঙ্গে চিহ্নটির কোন সম্পর্ক নেই।

একসময় খানসামা চেঁচিয়ে উঠল,—'কী কেলেঙ্কারী ব্যাপার? কর্তার হাতে বিয়ের আংটি ছিল, গেল কোথায়? তিনি কড়ে আঙ্গুলে সর্বদা বিয়ের আংটি পরে থাকতেন। তার ওপরে থাকত সোনার পিণ্ডযুক্ত একটি আংটি।

পুলিস অফিসার খেঁকিয়ে উঠলেন,—'সোনার পিণ্ডযুক্ত আংটিটি তো রয়েছেই। তবে কি ওটি খুলে রেখে বিয়ের আংটি নিয়ে পরে আবার ওটিকে পরিয়ে দিয়েছে?'

খানসামা তাঁর কথা সমর্থন করতে গিয়ে বলল,—'হয়ত তা-ই করেছে। নইলে এমনটি হয় কি করে?'

পুলিশ অফিসার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বললেন,—'লণ্ডন থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসে কেসটি হাতে নিলে আমি রেহাই পাই। এমন জটিল কেস হাত দিয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করা যে সে লোকের কম্ম নয়।

BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়

সাসেক্সের প্রধান গোয়েন্দা সকাল তিনটায় ঘোড়ার গাড়ী চেপে হাজির হলেন। নাম তার হোয়াইট ম্যাসেন। পুলিশ অফিসারের তার পেয়ে তিনি এসেছেন। আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য তিনি বার্লষ্টোন স্টেশনে গিয়েছিলেন।

আমাদের দেখেই সোল্লাসে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। দু'চার কথায় কুশল সংবাদ নেয়ার পাট চুকিয়ে নিলেন। ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বললেন,—'মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বিভৎস নারকীয় একটি কাণ্ড ঘটে গেল। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজ চুকিয়ে ফেলতে হ'বে। কারণ খুনের গন্ধ পেয়েই কাগজের লোকেরা এসে রীতিমত হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেবে। ঘটনা স্থলে গেলে মিঃ হোমস নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পারবেন। ডাঃ ওয়াটসন আপনিও রহস্যটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে ডাক্তারের মতামতের গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়।

গোয়েন্দা ভদ্রলোকটি খুবই করিতকর্মা বলেই মনে হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের থাকার যাবতীয় সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। আমাদের থাকার জায়গা দেখিয়ে দেবার ফাঁকে ফাঁকে দুর্ঘটনাটি সম্বন্ধে আমাদের সামান্য আভাস দিয়ে দিলেন; ম্যাকডোনাল্ড নোট বই খুলে প্রয়োজনীয় কথাগুলো টুকে নিলেন।

হোয়াইট ম্যাসনের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে হোমস বলল, —'বাঃ অদ্ভুত ব্যাপার তো! সব লক্ষণগুলিই অসাধারণ—অদ্ভুত সব লক্ষনযুক্ত দেখছি।'

'—আমি তো জানতাম মিঃ হোমস, আপনি অবশ্যই এ-কথা বললেন। সকাল তিনটের সময় পুলিশ-অফিসারের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনটে থেকে চারটের মধ্যে তাঁর মুখ থেকে ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে আপনাদের জন্য রওনা হয়েছি। যা যা শুনেছি সবই তো আপনাদের বললাম। তবে নিজে থেকে কিছু কাজ করেছি।

কোন কোন অংশটুকু বলুন তো?

'—যেমন মনে করেন, ডঃ উডের সাহায্যে প্রথমে হাতুড়িটি পরীক্ষা করেছি। তাতে কোন রকম রক্তের দাগ নজরে পড়েনি। ভেবেছিলাম মিঃ ডগলাস যদি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে খুনীকে আঘাত

BanglaBook.org

হেনে থাকেন। কিন্তু না, রক্তের দাগ চোখে পড়েনি।

'—এমনও দেখা গেছে হাতুড়ির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু হাতুড়িতে রক্তের দাগ নেই। অতএব এর দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।'—ম্যাকডোমাল্ড বললেন।

'—কিন্তু হাতুড়িতে রক্ত জড়িয়ে থাকলে আমাদের কাজে সুবিধা হত সন্দেহ নেই। যাক কোন দাগ নেই, এটাই আসল কথা। তারপর বন্দুকটি তুলে নিলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম, সব কটি ঘোড়া এমন করে তার দিয়ে একত্রে জড়ানো যে, শেষের ঘোড়াটি টানলেই সব কটি কাজ করবে। উদ্দেশ্য যাতে কোন ক্রমেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

করাত দিয়ে নলটা কেটে দু'ফুট মত করে নেয়া হয়েছে। কোটের নীচে নিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করা যায়। বন্দুকের গায়ের পুরো নামটিও নেই, শুধুমাত্র পি. ই. এন বর্ণ তিনটি ছাড়া বাকীটুকু কাটার ফলে বাদ গেছে।'

হোমস স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল,—'আচ্ছা মাথায় আকড়ি যুক্ত একটি বড় হরফের 'পি', 'ই' এবং 'এন' ছোট, তা-ই না? তা-ই যদি হয়, ওটি পেসিলভেনিয়া স্মল আর্ম কোম্পানীর।

হোমসের কথায় হোয়াইট ম্যাসন বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। উল্লাস প্রকাশ করে এক সময় বলে উঠলেন,—'কী তার্জ্জব ব্যাপার মশায়! আপনি যে প্রথম কথাতেই একেবারে তাক লাগিয়ে দিলেন। পৃথিবীর সব বন্দুক কোম্পানীর নাম আপনার ঠোঁটের আগায় মনে হচ্ছে। শুনেছি আমেরিকায় এভাবে বন্দুকের নল কেটে ব্যবহার করে। তবে কি আমরা ধরে নিতে পারি ইন্স-পেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বাধা দিয়ে বললেন,—'এত লম্বালম্বা পায়ে ছুটবেন না মশায়। প্রথমেই আমরা কেন ধরে নিচ্ছি যে খুনী অবশ্যই কোন না কোন বহিরাগত? কোন অনুপ্রবেশকারীর নজীর তো পাওয়া যায় নি।

BanglaBook.org

'—পাওয়া যায় নি মানে? খোলা জানালা, কাঠের গায়ে রক্তের ছোপ, বিচিত্র ধরণের একটি কার্ড, জুতোর স্পষ্ট ছাপ, নলকাটা বন্দুক কত প্রমাণই তো রয়েছে নাগালের মধ্যে।

'—আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটির আদ্যোপান্ত পরিকল্পনা মাফিক সাজানো হওয়াই তো অসম্ভব নয়। আর যদি বলেন আমেরিকান, মিঃ ডগলাস নিজেই তো বহুকাল আমেরিকায় কাটিয়েছেন। মিঃ বার্কারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তাই বলছিলাম আমেরিকান বাসীর আচরণের জন্য কোন বহিরাগতের চিন্তা না-ই বা করলাম।

এলেন মিঃ ডগলাসের বহুদিনের খানসামা। সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। জমিদার বাড়িটি কেনার পর থেকেই ডগলাসের সঙ্গে এ বাড়িতে রয়েছে। এলেনের বক্তব্য হচ্ছে, এ-রকম বন্দুক কোনদিনই সে এ বাড়ীতে দেখেনি।'—হোয়াইটম্যাসন বললেন।

ম্যাকডোনাল্ড বেশ মোটা গলায় বলে উঠলেন,—'বন্দুকটিকে লুকিয়ে রাখার সুবিধার জন্যই নলটি কেটে ছোট করে নেয়া হয়েছে। হলফ করে বলা মুস্কিল এ-বাড়িতে এ-ধরণের বন্দুক থাকতেই পারে না।

'—আর কিছু না হোক, সে অন্ততঃ আগে কোনদিন দেখেনি।

'—তা সত্বেও বলতে পারি না যে, বাইরে কে ঢুকেছিল। একটি কথা ভেবে দেখুন তো, বন্দুকটি আগেই এ-বাড়ীতে ছিল, এবং অদ্ভুত কাণ্ডটি বাইরের একটি লোক করেছে। ব্যাপারটি কেমন মনে হচ্ছে, নাকি? মিঃ হোমস আপনার মত কি?'

'—আমার কথা না হয় পরে শুনবেন, আপনার মতটাই আগে বলুন মিঃ ম্যাক।'

ম্যাকডোনাল্ড বক্তব্য শুরু করলেন,—'কেউ আর আংটির ব্যাপারটি ধরে অগ্রসর হলে বলতেই হয়, খুনটি পরিকল্পনা মাফিক সারা হয়েছে। স্বীকার করছি কেউ একজন খুন করার উদ্দেশ্যেই

BanglaBook.org

বাড়ীতে ঢুকল। কিন্তু তার তো অজানা নয় বাড়ির চারিদিকে জল, পালিয়ে যাওয়া কষ্টকর। কিন্তু এত সব জেনেও সে এমন একটি অস্ত্র কী করে বেছে নেয় যা সব চেয়ে বেশী শব্দের সৃষ্টি করে। সে কি জানত না শব্দ শুনে বাড়ি শুদ্ধ সবাই জেগে উঠে আততায়ীর খোঁজ করবে। সাঁতরে জল পাড়ি দেবার চেষ্টা করলে সবার নজরে পড়ে যাবে? এ-ব্যাপারে মিঃ হোমসের মতামত কি?'

হোমসের কপালের চামড়ায় কয়েকটি ভাঁজ ফেলে চিন্তার ছাপ এঁকে বলল,—'আপনার বক্তব্য যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু মিঃ ম্যাসন, লোকটি সাঁতরে জল পাড়ি দিল কিনা তার খোঁজ করেছিলেন কি। অর্থাৎ জলাশয়ের অপর পাড়ে কোন পায়ের ছাপের খোঁজ করেছিলেন?

'—জলাশয়টি পাথর দিয়ে বাধানো। কোন পায়ের ছাপ চোখে পড়েনি।'

'—ঠিক আছে। মিঃ ম্যাসন, আমরা কি এখন সে-বাড়ীতে যেতে পারি? তাড়াতাড়ি গেলে কোন চিহ্ন পাওয়া যেতেও পারে যা আমাদের কাজের সহায়ক হতে পারে।'

'—বেশ তো, চলুন যাই। এতে আবার আপত্তির কি থাকতে পারে?'

আমরা গ্রামের রাস্তা ধরে জমিদার-বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলাম। দূর থেকে বাড়িটিকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। আরও কয়েক পা এগিয়ে হোয়াইট ম্যাসন অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন,—ঐ···ঐ যে আমার বর্ণিত জানালাটি। আর একটু এগোতেই শেকলটানা সেতু ও প্রশস্ত জলাশয়টি নজরে পড়ল। হোয়াইট ম্যাসন আবার বললেন এবার জানালাটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওটির অবস্থান লক্ষ করুন। জানালাটি তারপর থেকেই খোলাই রয়েছে।

'—জানালার ভেতর দিয়ে একটি লোক গলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ছোট্টই? হোমস বলল।

BanglaBook.org

'—মিঃ হোমস যাই বলেন না কেন লোকটি অবশ্যই মোটা ছিল না। আপনি বা আমি জানালা দিয়ে অনায়াসে গলে চলে যেতে পারব।

হোমস জলাশয়ের কিনারায় গিয়ে বাঁধানো পাড় ও ঘাসগুলো ভাল করে পরীক্ষা করল।

মুচকি হেসে হোয়াইট ম্যাসন বলল,—'আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, ওখানে কিছুই নেই হোমস। কোন মানুষ নেমে গেছে সে-রকম কোন চিহ্নই নেই। কেনই বা সে চিহ্ন রাখবে।

'—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। চিহ্ন রাখবে কেন? একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, জল কি সব সময়ই এরকম ঘোলা? এতে জল কেমন আছে?

হোয়াইট ম্যাসন জবাব দিল,—'নদীর স্রোতে কাদা থাকে বলে জল ঘোলাই থাকে। আর গভীরতার দিক থেকে পাড়ের দিকে প্রায় দু'ফুট। আর তিন ফুট হচ্ছে মধ্যিখানটায়।'

'—যদি তাই হয় জলাশয়টি পার হ'তে লোকটার ডুবে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

'—ডুববে কি করে? একটি শিশুও তো ডুববে না।'

খানসামা এমেস সেতুর মুখে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিদায় নিয়েছে। পুলিশ অফিসার মৃতদেহ আগলে বসে।

ঘরে ঢুকে হোয়াইট ম্যাসন পুলিশ অফিসারটিকে বললেন,—'তুমি এখন যেতে পার, দরকার মনে করলে ডেকে পাঠাব। খান-সামাকে বাইরে থাকতে বলে যাও। দরকার হলে বাড়ির অন্যান্য সবাইকে ডেকে পাঠাব।'

হোয়াইট ম্যাসন এবার আমাদের দিকে ফিরে বললেন,—'বন্ধুগণ আমাদের সর্বপ্রথম বিচার্য বিষয় হচ্ছে, এটাকে আমরা কি আখ্যা

BanglaBook.org

দেব খুন নাকি আত্মহত্যা ? যদি আত্মহত্যা বলেই ধরি তবে মনে করতে হবে লোকটি প্রথমেই আংটিটি খুলে ফেলেছিলেন। তারপর কেউ পর্দার ওপাশে অপেক্ষা করেছিল এ-রকম ধারণা জন্মাবার জন্য কাদা মাখিয়ে রাখে। কাঠটির গায়ে রক্ত মাখিয়ে দেয় এবং জানালাটি খুলে ফেলে।

ম্যাকডোনাল্ড ঘাড় ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেন,—'অসম্ভব। এরকমটা মনে করার কোন যুক্তিই নেই।'

'—আমারও তা-ই বিশ্বাস। এ ব্যাপারে আত্মহত্যার কথা চিন্তাই করা যায় না। এবার তবে বলা যেতে পারে, লোকটিকে খুন করা হয়েছে। এবার বিচার্য বিষয়—খুনী বাড়ির ভেতরেরই কেউ, অথবা বাইরে থেকে এসে খুন করে গেছে। ব্যাপারটি উভয় দিক থেকেই খুবই জটিল। কিন্তু এদের মধ্যে কোন না কোন একটি তো হ'বেই। প্রথমে মনে করা যাক বাড়িরই এক বা একাধিক লোক ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এমন একটি সময়ে কাজ হাসিল করা হয়েছে, বাড়ি যখন নিস্তব্ধ বিচিত্র ধরণের একটি অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, যা বাড়ির কেউই ইতিপূর্বে দেখেনি। অথচ বাড়ির লোক যাতে শব্দ শুনতে পায় সে-জন্য সশব্দ অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ পাবার মুহূর্তের মধ্যেই কেবল মাত্র সেসিল বার্কারই নয়, সবাই সেখানে হাজির হয়।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এই সামান্য সময়ের খুনী অঙ্গুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিল, কাঠটির গায়ে রক্তের ছোপ লাগাল, জানালাটি খুলে দিল এবং এক কোনে পায়ের ছাপ ফেলল এটা কি হ'তে পারে ?

'—আমারও তা-ই বিশ্বাস। কি করে সম্ভব হ'ল!'—হোমস বিস্ময় প্রকাশ করে বলল।

'—তবে আমরা এই চিন্তাই করতে পারি যে, বাইরের কোন লোকের দ্বারাই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। এতেও অনেক ঝামেলা পোহাতে হ'বে। আর লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল চারটে ত্রিশ

BanglaBook.org

মিনিট থেকে ছটার ভেতরে। বাড়িতে অতিথি আসার ফলে সেতু নামানোই ছিল, আসতে অসুবিধাই হয়নি। হয় চুরি করতে এসেছিল, নতুবা ডগলাসের ওপর পূর্বের ক্রোধ ছিল। আর একটি বিষয় চিন্তার রয়েছে, বন্দুকটি আমেরিকান, মিঃ ডগলাসও দীর্ঘদিন আমেরিকায় ছিলেন। কারো সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকা অসম্ভব নয়। মিসেস ডগলাস বলেছেন ডগলাস মাত্র কয়েক মিনিট আগেই তার কাছ থেকে এসেছেন, তার পরই বন্দুকের আওয়াজ শোনেন।

হোমস বলে উঠল,—মোমবাতিটি—'

'—হ্যাঁ, মোমবাতিটি আধ ইঞ্চির বেশীর জ্বলেনি। বার্কার ঘরে ঢোকার সময় মোমবাতিটি জ্বলছিল, আলোটি ছিল নেভানো। এবার আমরা এখন ঘটনাটিকে নতুন ছাঁচে ফেলতে পারি। মিঃ ডগলাস ঘরে এলেন, মোমটি রাখলেন। পর্দার পিছন থেকে লোকটি বেরিয়ে এল, হাতে বন্দুক। সে আংটিটি চাইল। ডগলাস অনন্যোপায় হ'য়ে দিয়ে দিলেন। ডগলাস হাতুড়িটি হাতে তুলে নিলেন, আততায়ী বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল। বন্দুকটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তখনই ভি. ভি এবং ৩৭১ লেখাযুক্ত কার্ডটি ফেলে দেয়। এর পিছনে কারণ কি এখনই স্পষ্ট বলা মুশকিল। লোকটি কাজ সেরে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল।—মিঃ হোমস, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?'

হোমস চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ছোট্ট করে জবাব দিল,—ব্যাপারটি কৌতূহলের উদ্রেক করছে বটে! কিন্তু ব্যাপারটি এভাবে মেনে নিতে কেমন যেন উৎসাহ পাচ্ছিনে।'

'—উৎসাহ পাবার মত নতুন আর কিই বা ভাবা যায় বলুন তো? কোন না কোন একজন কাজটি করেছে, খুনী যে-ই হোকনা কেন? নিঃশব্দে কাজ হাসিল করে তার পালাবার কথা, আর তা-ই যদি হয়, সে কেন বন্দুক ব্যবহার করল। আসলে তার অন্য কোন উপায়ে কাজটি করা উচিত ছিল। যাক, মিঃ হোমস, মিঃ ম্যাসনের যুক্তিকে আপনি যখন মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না,

BanglaBook.org

আপনিই ব্যাপারটি সম্বন্ধে আলোকপাত করুণ।

আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। অনেকক্ষণ ধরেই বিভিন্ন যুক্তি তর্কের অবতারণা করে যখন রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, হোমস এই অবসরে ঘরের সবকিছুর ওপর বার বার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল।

হোমস এক সময় নিঃসার দেহটির পাশে গিয়ে বসল। কপালের চামড়ায় কয়েকটি ভাঁজ ফেলে ডগলাসের থ্যাৎলানো বিভৎস কদাকার মাথার দিকে তাকিয়ে এক সময় বলে উঠল,—মিঃ ম্যাক, দয়া করে একবারটি খামাসামাটিকে ডেকে দেবেন কি? এমেস, এদিকে শোন তো, তুমি বলেছ, মিঃ ডগলাসের হাতের এই বিশেষ চিহ্নটি আগেও বহুবার শুনেছ, তা-ই কি? এই চিহ্নটির অর্থ কি, শুনেছ কি?

এমেস ঘাড় নাড়িয়ে ছোট্ট করে জবাব দিল,—'না, শুনিনি।'

'—সাধারণ দাগ এটা নয়, পোড়া দাগ, দেবার সময় অবশ্যই খুব জ্বালা-যন্ত্রণা হয়েছিল, আচ্ছা, মিঃ ডগলাসের চোয়ালের কোণে এই প্লাস্টারের টুকরোটিও কি তুমি আগে দেখেছিলে?'

'—দেখেছি। দাড়ি কামানোর সময় কাল সকালে কেটে যায়।'

'—দাড়ি কামানোর সময় আগে কোন দিন এ-রকম ভাবে কেটে যেতে দেখেছ কি?

চিন্তক্লিষ্ট মুখেই হোমস বলল,—'ব্যাপারটিকে দু'ভাবে ভাবা যেতে পারে, স্বাভাবিক ভাবেই কেটে গেছে, নতুবা বিপদের সম্ভাবনা বশতঃ মানসিক উত্তেজনা বশতঃ ব্যাপারটি ঘটেছে। আর একটি কথা, এমেস, বল তো, গতকাল তার ব্যবহারে কোন রকম ভাবান্তর দেখেছিলে কি?'

'—তা অবশ্য ছিল। সারাদিন কেমন যেন একটি চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার যন্ত্রণায় তিনি ভুগছিলেন।'

'—তবে আমরা ধরে নিতে পারি ঘটনাটি আকস্মিক ভাবে অবশ্যই ঘটেনি। এবার কার্ডটির কথা বলছি। কার্ডে লেখা রয়েছে, "ভি,

BanglaBook.org

ভি ৩৪১।"—কথা বলতে বলতে হোমস টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের কালির দোয়াত থেকে চোষ কাগজে দু'এক ফোঁটা করে কালি ঢেলে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর বললেন—'কালি দুটোর একটি লালচে, অপরটি একটু কালচে। তাছাড়া কলমগুলো সরু ব্যবহার করা হয়েছে মোটা নিবযুক্ত কলম। অবশ্যই কার্ডটি অন্যত্র তৈরী। কার্ডটি তুলে ধরে বলল,—লেখাগুলোর অর্থ জানা আছে, এমেস?'

'—না।'

মিঃ ম্যাক বললেন,—'মনে হচ্ছে কোন গুপ্ত সমিতির ব্যাপার। হাতের প্রতীক চিহ্নটি সে-অর্থই সে-কথাই বলে।'

'—ভাল কথা, আমরা এটাকে কোন পরিকল্পনার বাহক হিসেবে ভাবতে পারি। এবার আমারা ভাবতে পারি, এ-ধরণের গুপ্ত সমিতির কেউ সুযোগ মত বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। অস্ত্রের আঘাতে মাথাটি থ্যাৎলে দিয়ে জলশেয় পাড়ি দেয়। আর কার্ডটি ফেলে যাওয়ার উদ্দেশ্য সংবাদ পত্রে ছাপা হ'লে সমিতির অন্য সদস্যরা প্রতিশোধের কথা জানতে পারে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, বন্দুকটির ব্যাপার কি, তাই না? আংটিটি-ই বা কি হ'ল? আর একটি কথা, কেউ-ই গ্রেপ্তার হ'ল না। পুলিশের লোক রাতভর ভেঁজা লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকটি কোথায় উবে গেল।'

হোয়াই ম্যাসন বললেন,—'তাই তো, লোকটি গেল কোথায়?'

'—ধারে কাছে কোন গুপ্তঘাটি না থাকলে, পোষাক পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে খুনী অবশ্যই ধরা পড়ার কথা। কিন্তু ধরা পড়েনি।'

হোমস কথা বলতে বলতে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঠের গায়ে লেগে থাকা রক্তে দাগটি দেখতে লাগল। হ্যাঁ, জুতোর ছাপই এটি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তো। কাদা মাখা পায়ের ছাপের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই তো! ওটি আরও চওড়া। টেবিলের নীচে উঁকি দিয়ে

BanglaBook.org

বলল,—'ঐ ডাম্বেলটি কিসের ?'

এমেস জবাব দিল—'মিঃ ডগলাসের। কিন্তু একটি দেখা যাচ্ছে যে! যাক, কয়েক মাসের মধ্যে ও দু'টি আমি দেখতে পাইনি। এখানে দেখছি একটি রয়েছে।'

দরজায় করাঘাত হ'ল। দরজা খুলতেই সেসিল বার্কার ঘরে ঢুকল। তার মুখে অস্থিরতার ছাপ। সেসিল বার্কার সবিনয়ে নিবেদন করল,—'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের আলোচনায় বাধা দিতে হ'ল।

'—কি ব্যাপার, কারো গ্রেপ্তারের খবর—'

'—না, তা সম্ভব হয় নি, তবে তার বাইসাইকেলটি পাওয়া গেছে। ওটি ফেলে লোকটি চলে গেছে। ইচ্ছা করলে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পারেন।'

আমরা তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। একটি রুজ-হোয়াইটওয়ার্থ। অবস্থা দেখে মনে হ'ল অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। একটি থলে ঝুলছে। ভেতরে একটি তেলের পাত্র ও একটি স্পানার।

'—এগুলো নম্বর দেয়া এবং রেজেষ্ট্রি করা হ'লে আখেরে আমাদের উপকারে আসত, লোকটি কোথায় গেছে হয়ত জানা সম্ভব হ'বে না, কিন্তু কোত্থেকে এসেছে জানা যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, লোকটি এই বাই-সাইকেল ফেলে রেখে গেল কি করে? ব্যাপারটি সত্যি ভাবিয়ে তুলেছে। কেসটি নিয়ে যতই এগোচ্ছি ততই যেন সব কিছু কেমন জটলা পাকিয়ে যাচ্ছে। জানি না কোথায় গিয়ে এর শেষ হ'বে।'—ইন্সপেক্টর কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার রেখা এঁকে কথা ক'টি হোমসের দিকে ছুঁড়ে দিল।

BanglaBook.org

বাই-সাইকেল পর্ব সেরে আমরা সদলবলে আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

অস্থিরচিত্ত হোয়াইট ম্যাসন হোমসকে লক্ষ করে বলল,—'মিঃ হোমস, আশা করি পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ মিটে গেছে। অনুমতি করলে এবার জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শুরু করা যেতে পারে?'

হোমস মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

হোয়াইট ম্যাসন বললেন,—'ঠিক আছে, এমেস এদিকে এসো খুনের ব্যাপারে যা জান খুলে বল।'

এমেস দীর্ঘ পাঁচ বছর এ-বাড়িতে খানসামার কাজ করছে। তার বক্তব্যের মর্মার্থ হল,—তার ধারণা ছিল মিঃ ডগলাস প্রচুর টাকার মালিক। দীর্ঘ দিনেও ডগলাসের মধ্যে ভীতিপ্রদ কোন কিছুই দেখেনি। উপরন্তু তার পরিচয় মহলে তিনিই নাকি সর্বাপেক্ষা নির্ভিক দয়ালু এবং বন্ধুবৎসল।

তিনি আদ্যিকালের প্রথা আকড়ে রাখারই পক্ষপাতী। সেজন্যই রাত্রে সেতুটি তুলে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি খুব কমই বাড়ির বাইরে যেতেন। ঘটনার আগের দিন সওদা করতে টার্ন ব্রীজ ওয়েলসে গিয়েছিলেন। সেদিন থেকেই নাকি তার মধ্যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়েছে।

ঘটনার সময়ে সে বাড়ির পিছনের ভাঁড়ার ঘরে ছিল। গুলির শব্দ তার কানে যায় নি। তবে জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাবার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। ঘণ্টার শব্দে গৃহকর্তাও নেমে আসেন। তারা দুজনেই একই সঙ্গে ঘরের দিকে ছোটে। সিঁড়ির মুখে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে দেখা। তাকে খুব চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন মনে হয় নি। তখন মিঃ বার্কারও পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, মিসেস ডগলাসকে ঘটনা স্থলে যেতে বাধা দেন ও নিরস্ত্র করেন। তার ঘন ঘন অনুরোধে মিসেস ডগলাস ফিরে যান। গৃহকর্তা এলেন তাকে ওপরে নিয়ে যান।

BanglaBook.org

মিঃ বার্কারও এমেস পড়ার ঘরে যান। ঘরে ঢুকেই মিঃ ডগলাসের নিঃসার দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। মাথাটি থ্যাৎলানো···কদাকার···রক্তে মাখামাখি। তখন মোমবাতিটি জ্বালানো ছিল না, আলোটি কিন্তু জ্বলছিল। জানালার কাছে ছুটে গিয়েও অন্ধকারের মধ্যে কিছুই নজরে পড়ে নি। তখন তারা হল ঘরে গিয়ে শেকল টেনে সেতুটি নামিয়ে দেয়। মিঃ বার্কার ছোটে থানার দিকে।

এমেস যে বক্তব্য রাখল মিসেস এলেনও প্রায় একই বক্তব্য পেশ করল। সে নাকি শুতে যাবার সময় তীব্র ঘণ্টার শব্দ শোনে। সে কানে একটু কমই শোনে তবে কালা বলা চলে না। তা ছাড়া পড়ার ঘরটা একটু দূরেই। বন্দুকের শব্দটাকে সে দরজার শব্দ বলেই মনে করেছিল। মিঃ এমেসকে ছুটে যাবার সময় সে-ও সঙ্গ নেয়। দেখে ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ মিঃ বার্কার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। তার মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করল। তিনি মিসেস ডগলাসকে বাধা দিলেন, ঘরে ঢুকতে দিলেন না। মিসেস এলেন'কে বললেন, মিসেস ডগলাসকে ওপরে নিয়ে যেতে।

মিসেস ডগলাস উপায়ান্ত না দেখে ওপরেই চলে গেলেন। মিসেস এলেন সারা রাত্রি তাকে আগলে রাখেন। অন্যান্য দাসদাসীরা শুতে গিয়েছিল। বাড়ির একেবারে এক কোণে তাদের থাকার ব্যবস্থা। তারা কোন শব্দই শুনতে পায়নি। এতদূরে আওয়াজ পৌঁছোয়নি।

বাবার সাক্ষী দান করতে এল মিঃ সেসিল বার্কার। দুর্ঘটনা সম্পর্কে তার বক্তব্য সে আগেই ব্যক্ত করেছে, নতুন কিছুই বলার নেই। তার বিশ্বাস খুনী কাজ সে জানালা দিয়ে চম্পট দিয়েছে। রক্তের দাগই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। সেতুটি তো তোলাই ছিল, খুনী গেল কোন পথে! বাই সাইকেলটি যদি তারই হয় ফেলে গেল কেন? এসবে যুক্তি দিতে সে অক্ষম। আর একটি কথা, লোকটি জলাশয়ে

BanglaBook.org

ডুবে মরেছে, এরকম বিশ্বাসও যুক্তিহীন। কারণ তার গভীরতা মাত্র তিন ফুট। খুন সম্বন্ধে সে যে ধারণা ব্যক্ত করল তা হল—মিঃ ডগলাস ছিলেন খুবই গম্ভীর ও চাপা স্বভাবের।

যৌবনে আয়ারল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় পাড়ি দেন। সেখানে গিয়েই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কালিফোর্নিয়ায় বার্কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বেনিটোকেনিয়ন নামক জায়গায় ডগলাস একটি খনির অংশীদার ছিল। ব্যবসায় দু'পয়সা লাভই হয়। ডগলাস লণ্ডনে চলে আসেন।

তখন তিনি ছিলেন বিপত্নীক। প্রায়ই মিঃ ডগলাস নাকি বলতেন —তার মাথার ওপর একটি খাঁড়া ঝুলছে। বিপদের আশাঙ্কায়ই কালিফোর্নিয়া থেকে চলে এসে ইংলণ্ডের নির্জন পরিবেশে আস্তানা গাড়েন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোন গুপ্ত সমিতির একদল নিষ্ঠুর লোক তাঁর পিছু নিয়েছে, তাকে না মেরে রেহাই দেবে না। মিঃ ডগলাস অবশ্য খোলাখুলি কোনদিন বলেন নি, কোন গুপ্তসমিতি ওটি কেনই বা তারা তার পিছন নিয়েছে। মিঃ বার্কার তার টুকরো কথা জোড়া দিয়ে ব্যাপারটি সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়েছে। কার্ডটিতে যে 'V V এবং ৩৪১' লেখা তা গুপ্ত সমিতির সংক্ষিপ্ত নাম।

'—মিঃ ডগলাসের সঙ্গে আপনি ক্যালিফোর্নিয়ায় কতদিন কাটান। ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন।

সেসিল বার্কার পরিষ্কার গলায় জবাব দেয়;—'পাঁচ বৎসর।'

'—তিনি বিপত্নীক ছিলেন বললেন—প্রথম স্ত্রী কোন দেশের জানেন কি?

'—স্পষ্ট জানি না, তবে মনে হচ্ছে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন সুইডিশ। আমার সঙ্গে পরিচয় হবার এক বছর আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।'

'—আর একটি কথা তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন? যে গুপ্ত সমিতির কথা বললেন, তারা কি বিশেষ রাজনীতির সঙ্গে লিপ্ত?'

BanglaBook.org

'—রাজনীতির বুলি কপচাতে তাকে কোনদিনই শুনিনি। সে পার্বত্যখনি এলাকায় নিরালায় থাকতেই উৎসাহী ছিল, ভিড় পছন্দ করত না। হঠাৎ য়ুরোপ যাত্রা করলে বিপদের কথাটি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলাম। চলে এলে দশ বারোজন লোক তার খোঁজ করে। রীতিমত গাট্টাগোট্টা, সন্দেহজনক ভাবগতিক।

একদিন দশ বারোজন খনিতে এসে তার কথা জিজ্ঞেস করে। বললাম, য়ুরোপে চলে গেছে ঠিকানা জানি না। মনে হল লোকগুলো আমেরিকানই।

'—ক'বছর আগের কথা? ব্যাবসাটি অন্ততঃ এগারো বছরের হতেই হবে, কি বলেন? কারণ ক্যালিফোর্নিয়ায়ই তো আপনার সঙ্গে পাঁচ বছর কাটিয়েছেন।

'—খুবই বড় রকমের কিছু ঘটেছিল বলতে হয়। তা না হলে এতদিন মনের ঝাল টিকে থাকেনা।'

'—আমার বিশ্বাস, ভয়টি সারাজীবনের। তাকে অষ্টক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, মুহূর্তের জন্যও রেহাই দেয়নি।

'—এ কি করে সম্ভব! দীর্ঘদিন বিপদ মাথায় নিয়ে কেউ পুলিসের সাহায্য না নিয়ে চলাফেরা করে?

'—বিপদটি হয়ত স্বতন্ত্র ধরণের। সে কিন্তু সর্বদাই অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করত। বরাত খারাপ, সে রাত্রে ড্রেসিং গাউন পরেছিল, পিস্তলটি শোবার ঘরে রেখে যায়। আর একটি কথা, সেতুটি না তোলা পর্যন্ত সে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারত না। কেমন যেন অস্থিরতা তার দেহ মনে ভর করে থাকত।

'—এবার সন তারিখগুলো গুছিয়ে পরিষ্কার করে বলুন তো। ছ'বছর আগে তিনি কালিফোর্নিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পরের বছর আপনার সঙ্গে পরিচয়। পাঁচ বছর আগে বিয়ে করেন এই তো? তবে বিয়ের সময় আপনি অবশ্যই ফিরে আসেন?

'—বিয়ের এক মাস আগেই আমি আসি।'

BanglaBook.org

'—বিয়ের আগে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?

'—তা ছিল না। বিয়ের পর পরিচয় হয়। পরিচয় হওয়াই স্বাভাবিক। কারো সঙ্গে পরিচয় থাকলে, তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় থাকবে. স্বাভাবিক নয় কি?

'—কিছু মনে করবেন না মিঃ বার্কার, কেসের সুরাহা করতে হলে সব প্রসঙ্গই উঠবে। তথ্যগুলো আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে। একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, মিঃ ডগলাস কি তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মেলামেশাকে স্বাভাবিকভাবে নিতেন?

মিঃ বার্কারের মধ্যে হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষিত হল। তিনি গর্জে উঠলেন—আপত্তিকর প্রশ্ন। কোন ভদ্রলোককে এ-রকম প্রশ্ন করা ভদ্রতা বহির্ভূত বলেই আমি মনে করি। আমি এর কোন জবাব দিতেই আগ্রহী নই।'

'—জবাব দেয়া না দেয়া আপনার উপর নির্ভর করছে, মিঃ বার্কার। আমি মনে করি গোপন করার মত কিছু না থাকলে আপনি চটে যেতেন না।'

মিঃ বার্কার মুহূর্তের মধ্যে জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন,—'বুঝছি আপনারা কর্তব্যের খাতিরে প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বাধা দেয়ার অধিকার আমার নেই। তবে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মিসেস ডগলাসকে বিরক্ত করবেন না। এমনিতে তিনি দগ্ধে মরছেন। মিঃ ডগলাসের চারিত্রিক দোষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঈর্ষা। আমি তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলাম। কিন্তু তার স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে আবডালে কথা বললেই সুপ্ত ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। তখন মুখে যা আসত বলে ফেলত। সেকারণেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর এ-পথ মাড়াবো না। পরবর্তীকালে অনুতপ্ত ডগলাস ক্ষমা প্রার্থনা করে এমন অনুনয় বিনয় করে চিঠি লিখত—

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোমাল্ড বললেন,—'আপনি কি জানেন তার বিয়ের আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে নেয়া হয়েছে?'

BanglaBook.org

'—সে-রকমই মনে হয়।'

'—সে-রকমই মনে হয় বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?'

'—বলছি এমনও তো হতে পারে যে, নিজেই ওটি খুলে ফেলে-ছিলেন।'

'—খুলেই ফেলুন বা কেউ খুলেই নিক, এতে কি ধরে নেয়া যায় নাকি যে বিয়ে এবং এই মর্মান্তিক ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত?

'—আপনারা কি মনে করবেন তা আপনাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

'—ঠিক আছে আপনি যেতে পারেন। আর কিছুই জানার নেই।

শার্লক হোমস মুখ খুলল,—'আমার একটি ছোট্ট জিজ্ঞাস্য রয়েছে—'আপনি ঘরে ঢোকার সময়ে তো টেবিলের ওপর একটি—মাত্রই জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল, তাই না?'

'—একটি মোমই জ্বলছিল।'

'—মোমের আলোয়ই আপনি বিভৎস নারকীয় ঘটনাটি দেখলেন, এই তো?'

'—সে তো অবশ্যই।

'—আর তখনই আপনি ঘণ্টা বাজিয়ে ছিলেন, না?'

'—সেই মুহূর্তেই ছুটে গিয়ে·····

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটোছুটি করে এসে দেখে মোমবাতিও নেভানো, আলোটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই না? ব্যাপারটি মনে হচ্ছে খুবই লক্ষণীয়।'

বার্কারের চোখে-মুখে কেমন আকস্মিক চাঞ্চল্যের ছাপ ফুটে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,—লক্ষণীয়? কিন্তু কই আমি তো এটাকে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতে পারছি না। মোমবাতির আলো যথেষ্ট নয় মনে করেই আলোটি জ্বেলে দিয়েছিলাম। কথা কটি বলতে বলতে বার্কার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড মিসেস ডগলাসের কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন তার ঘরে গিয়ে কথা বলছে। তিনি খাবার ঘরে এসেই দেখা করতে ইচ্ছুক জানালেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিসেস ডগলাস আমাদের কাছে এলেন। তিনি বিস্ময় মাখানো চোখের মনি দুটো আমাদের সবার ওপরে বার কয়েক বুলিয়ে নিয়ে এক সময় বললেন,—'কোন হিল্লে করতে পারবেন কি?

'—মিসেস ডগলাস, চিন্তা করবেন না, সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করছি। আশা করতে পারেন কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য আমাদের কাজে দেখতে পাবেন না।

ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—'টাকার জন্য ভাববেন না। আমি, চাই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

'—আশা করি আপনি কিছু বক্তব্য রাখবেন যাতে আমরা রহস্য উদ্ঘাটনের সূত্র খুঁজে পাই।

'—যা জানি সবই আমি বলব, সত্য গোপন করার চেষ্টা করব না কথা দিচ্ছি। কথা হচ্ছে কি, আমি ঘটনাস্থলে যাই-নি সবাই সিঁড়ি থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছে।

'—এটি বন্দুকের শব্দের কতক্ষণ পরের ঘটনা?'

'—কয়েক মিনিট হবে হয়ত। সে পরিস্থিতিতে সময়ের হিসাব রাখা সম্ভব নয়।'

'—ঠিক আছে বন্দুকের গুলি শোনার আগে মিঃ ডগলাস কতক্ষণ নীচে ছিলেন, বলুন তো?

'—কতক্ষণ ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। রোজই রাত্রে শুতে যাবার আগে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখত, কারণ আগুনজনিত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তার মনে আতঙ্ক ছিল। সে জন্যই তাকে প্রায়ই আশাঙ্কিত হতে লক্ষ্য করেছি।'

'—একটি কথা জিজ্ঞেস করছি—'আপনার সঙ্গে তো ইংলণ্ডেই

BanglaBook.org

মিঃ ডগলাসের পরিচয় হয়, তাই না ?'

'—ঠিকই বলেছেন।'

'—যখন আমেরিকা থাকতেন, তাঁর শীঘ্র কোন বিপদ আছে, এমন কথা কোনদিন বলেছেন কি ?

'মুখ ফুটে তেমন কোন কথাই তিনি বলতেন না। তবে তাঁর ব্যবহারে কথাবার্তার ধরণে মনে হ'ত তিনি আতঙ্কে ভুগছেন, মাথার ওপরে যেন খাড়া ঝুলছে। আমাকে দুর্ভাবনা থেকে দূরে রাখার জন্যই হয়ত ব্যাপারটি আমার কাছে গোপন রাখতেন।'

'—তা-ই যদি হয়, আপনি ব্যাপারটি কি করে ধরলেন ?'

''—এ আপনি কী বলছেন! স্বামী সর্বদা বিপদাশঙ্কায় জর্জরিত হচ্ছেন আর যে স্ত্রী তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন তার মনে সন্দেহ জাগবে না ?' দিনের পরদিন তার আচরণ লক্ষ্য করে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমেরিকার প্রসঙ্গ উঠলেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চাপা দিতে চেষ্টা করতেন। অথচ প্রতিটি মুহূর্ত জড়োসড়ো হয়ে থাকতেন। আচকা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আশা কতগুলো কথায় আমি ধরে নিয়েছি, নতুন কোন লোকের দিকে তিনি যে ভাবে সন্দেহের চোখে তাকাতেন তা থেকেও তার মনের ভাব ধরতে পেরেছি। ক্রমে আমি আন্দাজ করলাম তার এমন কিছু শত্রু রয়েছে যারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সুযোগের সন্ধানের রয়েছে।

হোমস চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসল। কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—'আপনি বললেন তার কোন কোন কথা থেকে বিপদের সম্ভাবনার আঁচ করেছেন। কি কি কথা, বলুন তো ? খানিক ভেবে মিসেস ডগলাস ছোট্ট করে জবাব দিলে—'দি ভ্যালী অফ ফিয়ার'—আতঙ্কের উপত্যকা। জিজ্ঞেস করলেই বলতেন আমি আতঙ্কের উপত্যকায় দিন কাটিয়েছি। এখন সেখানেই রয়েছি, কোন দিনই তা থেকে রেহাই পাব না।'

'—আশা করি অবশ্যই 'দি ভ্যালী অফ ফিয়ার' সম্বন্ধে তাঁকে

BanglaBook.org

প্রশ্ন করেছিলেন ?'

'—তা-তো করেই ছিলাম। কথাটি শোনা মাত্র তার মুখ কেমন রক্তশূন্য···রীতিমত ফ্যাকাসে হয়ে পড়ত। ভাঙা ভাঙা গলায় উচ্চারণ করতেন,—তার আতঙ্কে আমাদের মধ্যে একজন ভুগছি, তবুও ভাল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা—তোমাকেও যেন জড়িয়ে না ফেলেন। দেখুন, এই উপত্যায় সে এক সময় থাকত, সেখানেই হয়ত তাঁর জীবনের ভয়াবহ কিছু ঘটেছিল, এতে আমোর কোন সংশয় নেই—আর কিছু বলা আমায় দ্বারা সম্ভব নয়। তবে বছর তিনেক আগে একবার শিকার থেকে খুব জ্বর নিয়ে ফিরে, প্রলাপ বকতে শুরু করেন। জ্বরের ঘোরে একটি নাম উচ্চারণ করেই ভয়—ভীতিতে কেমন কুঁকড়ে যেতন। নামটি হচ্ছে, ম্যাকগিন্টি। শারীর শিক্ষক ম্যাকগিন্টি। সুস্থ হ'লে আমি প্রশ্ন করেছি—শারীর শিক্ষক ম্যাক-গিন্টি কে ? কার শারীর শিক্ষক তিনি ? কথা শুনে মুখে জোর করে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলতেন—আমার শারীর শিক্ষক নয় বলে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। অনুমান করে নিয়েছি 'দি ভ্যালী অফ ফিয়ার' ও শারীর শিক্ষক এদের মধ্যে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, ম্যাকডোনাল্ড বললেন,—'আর একটি কথা, লণ্ডনে যখন আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা হয় বিয়ের ব্যাপারে কোন রোম্যান্স মানে রহস্যের কোন ছাপ ছিল কি ?

'—রোম্যান্স আর রহস্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বিয়েতে রোম্যান্স তো থাকবেই রহস্যজনক তেমন কিছুর প্রতি আমার নজর পড়েনি। তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম, তিনি ছিলেন আমার এক-মাত্র—'

'—তাঁর বিয়ের আংটিটি নিয়ে গেছেন, অবশ্যই আপনার জানা আছে ? এতে কি অনুমান হয় ? কেউ খুন ক'রে পালিয়েছে, হতে পারে। কিন্তু বিয়ের আংটি নিতে যাবে কেন ?'

আমার মনে কেমন যেন একটি ছোট্ট টোকা লাগল। হলফ করে

BanglaBook.org

বলতে পারি মিঃ ম্যাক্‌ডোন'ল্ডের শেষ কথাটি কানে যেতেই ভদ্র-মহিলার চোখের তারায়, ঠোঁটের কোনে গোপন একটি হাসির রেখা ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠেছিল। তিনি ছোট্ট করে জবাব দিলেন,—দেখুন আংটির ব্যাপারটি সত্যি অদ্ভুত।

'—ঠিক আছে। এই মুহূর্তে আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যতে আবার বিরক্ত করতে হ'তে পারে।

ভদ্রমহিলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়লেন। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে আবার পিছন ফিরে দাঁড়ালেন,—'আমার কথা শুনে কি অনুমান করলেন?'—উত্তরের অপেক্ষা মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে বিমর্ষ মুখে চৌকাঠ ডিঙিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। সশব্দে দরজাটি বন্ধ হ'য়ে গেল।

ইন্সপেক্টর মশায় বার কয়েক ঘরময় পায়চারি করে নিয়ে এক সময় বললেন —মহিলাটি পরমা সুন্দরী। রূপের আভায় চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম, সারা পৃথিবীর সৌন্দর্য যেন ওঁর অঙ্গে এনে জড়ো করে দিয়েছে। রহস্যটি এখানেই। মিঃ বার্কার এই রূপ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তার জবানীতেও পাওয়া গেছে মৃত ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। ঈর্ষার কারণও তার অজানা ছিল না। এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে—আংটির ব্যাপারটি। এটিকে সর্বদা আমাদের চোখের ওপরে রাখতে হ'বে।' হোমস এতক্ষণ দুই হাতের ওপর মাথা রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। আচমকা সোজা হয়ে বসে ঘণ্টা বাজাল। দরজা ঠেলে খানসামা এমেস ঘরে ঢুকল। হোমস প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা মিঃ সেসিল বার্কার এখন কোথায়? কি করছে?

'—তাঁকে একটু আগে বাগানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।'

'—ঠিক আছে, চিন্তা করে জবাব দেবে, কাল রাত্রে পড়ার ঘরে মিঃ বার্কারের সঙ্গে তোমার যখন দেখা হয় তার পায়ে কি ছিল বলতে পারবে?'

'—এ আর ভেবে বলার কি আছে হুজুর। তার পায়ে ঘরে

BanglaBook.org

ব্যবহার করার চপ্পল ছিল। থানায় যাবার সময় আমিই বুটজোড়া এনে দি।

'—ভাল কথা, চটি জোড়া এখন কোথায় বলতে পার?

'—অবশ্যই। 'হল ঘরে চেয়ারের তলায়। চটি জুতোয় রক্তের দাগ আমি লক্ষ্য করেছিলাম, আমার জুতোরও অবশ্য রক্তলেগে ছিল।

'—হ্যাঁ, ঘরের যা অবস্থা, অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঠিক আছে, আপাতত তোমাকে আর বিরক্ত করছিনা, প্রয়োজনে ডেকে পাঠাব।'

এমেস বিদায় নিলে হোমস তাড়াতাড়ি হ'ল ঘরে গিয়ে চটিজোড়া নিয়ে এল। ঠিকই বলেছে এমেস, দু'টি চপ্পলের তলায় শুকনো রক্তের ছোপ। ও দু'টিকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল,—'আশ্চার্য ব্যাপার তো! দু'টি চটির গায়েই রক্ত লেগে রয়েছে?'

শিকারী বিড়ালের মত হোমস এক লাফে জানালার কাছের ওই বিশেষ কাঠটির কাছে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি চপ্পল রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষায় মেতে গেল, আশ্চর্য ব্যাপার তো, ওটির গায়ে লেগে থাকা দাগের সঙ্গে অবিকল মিলে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সহকর্মীদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের মুখে উত্তেজনার রেখা ফুটে উঠল। মুখে কিছুই বললেন না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে গর্জাতে লাগলেন।

হোমস চপ্পল জোড়া হাতে এগিয়ে এল। তাকে খুবই ভাবিত মনে হ'ল। চপ্পলের তলায় লেগে থাকা রক্ত ও কাঠটির গায়ের রক্তের ছোপ—সব মিলিয়ে তার মধ্যে কেমন একটি চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করল। বার কয়েক প্রশস্ত হল ঘরের মধ্যে পায়চারি করে এক সময় মুখ খুলল,—'ভাবছি, কেন এমনটি ঘটল। এর পিছনে কারন কি থাকতে পারে? কি এমন স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে যার জন্য এই জঘন্যতম নারকীয় হত্যাকাণ্ড! মনে হচ্ছে অনেক কাঠখড় পোড়ালে এ-রহস্যের

BanglaBook.org

সত্যতা নিরূপিত হ'তে পারে। দেখা যাক—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিঃ ডগলাসের মৃত্যু-রহস্যের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে হ'লে একের পর এক তদন্ত চালিয়ে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগোতে হ'বে। এর জন্য চাই নিরলস সাধনা। একমাত্র ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই সত্যানুসন্ধান সম্ভব। বাঘা বাঘা তিন গোয়েন্দা ঠাণ্ডা মাথায় ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভরযোগ্য সূত্র বেয়ে বেয়ে, এগিয়ে চললেন। সত্যি কথা বলতে কি আমি করার মত কোন কাজই খুঁজে পাচ্ছিনে। ঢেকির মত কতক্ষণ আর অলসভাবে হলঘরে বসে থাকা যায়। অনন্যোপায় হয়ে সরাইখানায় গিয়ে বিশ্রাম নেয়াই যুক্তি সঙ্গত মনে করলাম। ভাবলাম সরাইখানায় যাবার আগে মিঃ ডগলাসের ছোট্ট বাগানটিতে একটু হাঁটাচলা করে যাই।

মিঃ ডগলাসের রুচিজ্ঞান ছিল স্বীকার করতেই হ'বে। ছোট্ট এক চিলতে জায়গায় এমন সুন্দর বাগান করা যায়, না দেখলে বিশ্বাস হ'বে না। সারিবদ্ধ ঝাউগাছগুলো বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক।

আমি ভাবলাম ঝাউগাছের ছায়ায় কয়েক মুহূর্ত বসে একটু জিরিয়ে নিলে মন্দ হয় না। ঝাউ গাছেব সারির কাছাকাছি যেতেই শেষ প্রান্তের ঝাঁকড়া গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে একটি পাথরের চাঁই নজর পড়ল। পাথরটি এমন জায়গায় রয়েছে যে, ওই পাথরের ওপরে বসলে মিঃ ডগলাসের প্রাসাদ থেকে কিছুই নজরে পড়ে না। আমি অন্য মনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে পাথরটি দিকে এগোতে লাগলাম, কয়েক পা এগিয়ে ঝোপের কাছে পৌঁছোতেই যেন আচমকা এক হোঁচট খেলাম—থমকে দাঁড়াতেই হ'ল, ঝোপের ওপিঠ থেকে নারীকণ্ঠের ফিসফিসানি কানে এল। মুহূর্তের মধ্যে নীচু গলাটি সশব্দে হেসে

BanglaBook.org

উঠল। যাকে বলে একেবারে খিলখিলিয়ে হেসে উঠা। গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই মিসেস ডগলাসের মুখ নজরে পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। গোয়েন্দাদের সামনে মহিলাটিকে খুবই বিমর্ষ দেখা যাচ্ছিল, চোখের মনিতে সদ্য স্বামী হারানোর হতাশার ছাপ, কী আশ্চার্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার গলায় মনখোলা হাসি শুনে আমার শরীরের সবকটি শিরায় দ্রুত রক্ত স্রোত বইতে লাগল।

মিসেস ডগলাসের পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে বসে এক পুরুষ। তারওচোখে মুখে হাসির ঝিলিক, আচমকা আমাকে দেখতে পেয়ে দু'জনেই এক সঙ্গে কেমন যেন মিইয়ে গেল। মুখের সম্পূর্ণ অংশ দেখতে না পেলেও পুরুষটিকে চিনতে অসুবিধা হ'ল না। তিনি হচ্ছেন মূর্তিমান বার্কার।

আমাকে দেখেই মিঃ বার্কার জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমার দিকে এগিয়ে এল। এমন এক ভাব করল যেন ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক।

মিঃ বার্কার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোট্ট করে হেসে পরিষ্কার গলায় উচ্চারণ করল,—'কিছু মনে করবেন না, আমি কি ডাঃ ওয়াটসনের সামনে দাঁড়িয়ে—তারই সঙ্গে কথা বলছি কি?'

আমি নিঃশব্দে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম, মিঃ বার্কার একটি অস্ফুট শব্দ করে বলল,—'আমি নিঃসন্দেহ শার্লক হোমসের অন্তরঙ্গ সহযোগী ডাঃ ওয়াটসনের কথা জানে না এমন লোক পৃথিবীতে কে আছে। তবে আমার অনুমান অভ্রান্ত, কিছু মনে না করলে আসুন, মিসেস ডগলাসের সঙ্গে দুটি কথা বললে উনি খুবই খুশি হবেন।'

আমি নিঃশব্দে মিঃ বার্কারকে অনুসরণ করলাম। হঠাৎ আমার চোখের ওপর ছায়াছবির মত রক্তাক্ত নিঃসাড় বিভৎস কদাকার মিঃ ডগলাসের ছবিটি ভেসে উঠল। অথচ বাগানের ছায়া শীতল নির্জন

BanglaBook.org

কোণে তার সহধর্মিনী অপর এক পুরুষের সঙ্গে হাসাহাসি ঢলাঢলি করেছেন। বিচিত্র চরিত্রের মানুষের চরিত্র।

আমি কাছে যেতেই মিসেস ডগলাস উঠে দাঁড়ালেন, কেটে কেটে বললেন,—'আমার আশংকা হচ্ছে আপনি আমাকে খুবই নিষ্ঠুর ভাবছেন। যার স্বামী—'

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম,—'ও নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।'

'—জানি একদিন না একদিন আপনার ভুল ভেঙে যাবে? অবশ্যই আমার প্রতি সুবিচার করবেন।'

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মিঃ বার্কার হঠাৎ বলে উঠলেন,—এ কথা তো ওঠেই না। ডাঃ ওয়াটসন তো বলেছেনই এনিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যাধা নেই।

আমি মুচকি হেসে বললাম,—যা সত্যি—যা স্বাভাবিক তা-ই বলেছি। আচ্ছা, নমস্কার, চলি।'

মহিলাটি অনুনয় বিনয়ের স্বরে বলে উঠলেন,—সে কী মশায়, দাঁড়ান একটু। একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাচ্ছি। আশা করি অবশ্যই জবাব দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন। আপনার জবাবের ওপর আমার ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। মিঃ হোমসকে আপনি অন্য সবার চেয়ে শতগুণ বেশী চেনেন। আমি যদি তার সঙ্গে দেখা করে গোপনে কথা বলি তবে কি তিনি গোয়েন্দাদের বলে দেবেনই। অর্থাৎ গোয়েন্দাদের বলে দিতেই হবে, এমন কোন কথা আছে কি?

নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করে বার্কার বলে উঠলেন,—'একটি কথা বলবেন কি? মিঃ হোমস কি নিজের গরজেই এসেছে-? নাকি দলের সঙ্গে দলের হয়ে কাজ করতে এসেছেন?'

'—দেখুন, এ-প্রসঙ্গে কোন কথা বলা আমার পক্ষে সঙ্গত হবে কিনা ভেবে পাচ্ছিনে।'

BanglaBook.org

'—আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি একটু সদয় হোন। উপযুক্ত পথ দেখিয়ে আমাদের উপকার করলে বাধিত হব। '—মিসেস ডগলাস কাঁদো কাঁদো সুরে কথা কটা ছুঁড়ে দিলেন।

কেন জানিনা মহিলা কণ্ঠের কাতর আর্তনাদে আমার মন ভিজে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে পড়লাম। তাঁর অনুরোধই রাখলাম।

কোন রকম চিন্তা না করেই বলতে লাগলাম,—'মিঃ হোমস নিজের মনের তাগিদেই এখানে রহস্যের সন্ধানে এসেছেন। স্বাধীনভাবে কাজ করতেই এসেছেন, গোয়েন্দা-দলের সঙ্গে তার কোন যোগসাজোস নেই। তবে সরকারী কর্মীদের সাহায্যই করে থাকেন। অপরাধী খুঁজে বের করার কোন সূত্রের সন্ধান পেলে গোপন না করে বরং জানিয়ে দিয়ে কাজের সাহায্যই করেন। এর চেয়ে বেশী কিছু জানার আগ্রহ থাকলে মিঃ হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ করাই শ্রেয়।' —কথা শেষ করে বিদায় নিয়ে আমি বলে এলাম।

বাগান থেকে বেরিয়ে আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। হোমসকে হাতের কাছে পেয়েই ব্যাপারটি বিস্তারিতভ'বে বর্ণনা করলাম। হোমস নীরবে আমার বক্তব্য শুনে এক সময় বলল,—না, কারো গোপন কথা শুনতেই আমি আগ্রহী নই। ওয়াটসন কারো বিশ্বাসের পাত্র হতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বলা তো যায় না, পরিস্থিতি কখন কোন দিকে মোড় ঘোরে, কাকেই বা হাতকড়া পরাতে হয়।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

হোমস আবার বলল,—'আমি বলতে চাইতে রহস্যটির হিল্লে হয়ে গেছে। তবে এও ঠিক, বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছি আমি। তবে নিখোঁজ ডাম্বেলটির হদিস—'

ওয়াটসন চোখ দুটো কপালে তুলে রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,—'একী আশ্চর্য ব্যাপার ওয়াটসন। তুমি যে একেবারে আকাশ

BanglaBook.org

থেকে পড়লে? ডাম্বেলটির ওপরই তো রহস্যটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ গোয়েন্দাটি এবং ইন্সপেক্টরের পক্ষে এ-তথ্যের সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

চোখ বন্ধ করে নিবিষ্ট মনে ভাব—একটি ডাম্বেল—ডাম্বেল হাতে একজন শারীর চর্চাবিদের কথা ভাব। শরীর চর্চায় একপাশের উন্নতি—মেরুদণ্ডে চিড় ধরার আশু সম্ভাবনা। ভাব·····একমনে ভেবে দেখ।' কথা কটা বলে পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল। পর-পর কয়েকটি লম্বা টান দিয়ে শাতের ম্যাচম্যাচানিটুকু কাটিয়ে নিয়ে নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

ডাম্বেল·····শরীর চর্চাবিদ·····একপাশের উন্নতি·····মেরুদণ্ডে ফাটল সবই কেমন ঝাপসা রূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

হোমসের সুচিন্তিত বিবরণ আমার মনের ওপর বিশেষ রেখাপাত করল। এক সময় আচমকা বলে উঠল,—'ওয়াটসন বিশ্বাসযোগ্য নয়। বার্কারের একটি কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভাওতা···সবই মিথ্যা। তাঁহা মিথ্যা কথায় মজাতে চাচ্ছে।

মিসেস ডগলাসও তাকে সমর্থন করে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে পরিচয় দিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা উভয়েই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এখন ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে আসছে। ভাবতে হবে তারা কেন মিথ্যার আশ্রয় নিতে গেল?'

তুমি হয়ত বলবে আমরা কি করে বুঝলাম তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তাই না? যে গল্প তারা বলেছে একটু তলিয়ে দেখ। গল্পে বলা হয়েছে, এক মিনিটেরও কম সময়ে মৃতের আঙুল থেকে রিয়েল আংটি খুলে নিয়ে অন্য আংটিটি আবার পরিয়ে দেওয়া হয়েছে—অসম্ভব। আর মৃতের পাশে কৌতূহলোদ্দীপক কার্ডটি ফেলে গেছে—সব অবাস্তব চিন্তা, একেবারেই অবিশ্বাস্য। তোমার বিচার বিবেচনার ওপর আমার আস্থা আছে বলেই ভেবে নিয়েছি, এ নিয়ে

BanglaBook.org

তর্কের অবতারণা করবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তবে সত্যি কি, যাকে ঢাকতে গিয়ে এর্কের পর এক মিথ্যা চাপিয়ে ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে? শোন, আংটিটি খুন করার আগেই খোলা হয়েছিল আর মোমবাতিটি অল্প সময়ের জন্য জ্বালানো হয়েছিল, কারণ সবাই যাতে ধরে নেয় ভাগ্যাহতের সঙ্গে খুনীর মোলাকাত বেশীক্ষণ হয়নি।

তাই যদি হয় তবে কি এত সহজেই মিঃ ডগলাস বিয়ের আংটিটি খুলে দেন। মোটেই না। আলো জ্বালার পর বেশ কিছুক্ষণ খুনি নিহত লোকটির পাশে একাকী ছিল।

আর একটি কথা দুটি মাত্র লোক বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, মিঃ বার্কার ও মিসেস ডগলাস। আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে পুলিসকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য, মিথ্যা সূত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই মিঃ বার্কারই জানালার ধারের কাঠে রক্ত মাখিয়ে দিয়েছিল? তবে কি তুমি মেনে নেবে ওয়াটসন যে, ঘটনাটি তার দিকেই ছুটে যাচ্ছে?'

এরপর আমাদের ভাবতে হবে, ঠিক কটায় ঘটনাটি ঘটেছিল। চাকর-বাকর সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলাফেরা করছিল, অতএব তার আগে অবশ্যই করা হয়নি। পৌনে এগারটা নাগাদ সবাই শুতে গেছে। কেবল মাত্র এমেস রান্না ঘরে ছিল, শুতে যায়-নি।

বিকেলে তুমি বাইরে বেরিয়ে গেলে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। পড়ার ঘর থেকে বুকফাটা চিৎকার করলেও রান্না ঘর থেকে কিছুই কানে আসে না। তবে গৃহকর্তার ঘরটি স্বতন্ত্র ধরণের। খুব জোর শব্দও আমি তার ঘর থেকে ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। তোমার অজানা নয়, খুব কাছ থেকে বন্দুকের গুলি করলে আওয়াজটি একটু ঢিমে হয়ে যায়। এ-ব্যাপারেও তাই হয়েছিল। তবে খুব জোরে শব্দ না হলেও গভীর রাত্রি বলেই এলেন ও এমেসের ঘর থেকেও শোনা গিয়েছিল। সে স্বীকারুক্তিতে বলেছে কানে কম

BanglaBook.org

শোনে। তবুও বলেছে বিপদসূচক শব্দ হওয়ার আধঘণ্টা আগে সে কপাট বন্ধ করার মত শব্দ শুনতে পায়। অর্থাৎ এগারোটা বাজতে পনের মিনিট আগে। সন্দেহ নেই কপাট বন্ধ করার নয়, বন্দুকের শব্দই শুনেছিল।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, মিসেস ডগলাস ও মিঃ বার্কার খুন না করলে পৌনে এগারোটায় বন্দুকের শব্দ শুনে দৌড়ে নীচে আসার পর সোয়া এগারটায় ঘণ্টা বাজিয়ে চাকর-চাকরাণীদের ডাকা পর্যন্ত এই ত্রিশ মিনিট তারা কি করছিল? সঙ্গে সঙ্গে কেন ঘণ্টা বাজিয়ে বিপদের কথা জানিয়ে দেয়নি। এই প্রশ্নের জবাবই সমস্যা সমাধানের পথে আমাদের অনেকটা সাহায্য দেবে। ওয়াটসন, ওরা তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। ওই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ।'

আমি ত্রুটি স্বীকার করতে গিয়ে বললাম,—'এখন আমি নিঃসন্দেহ যে, দুজনের মধ্যে যোগসাজোস রয়েছে। নাহলে সদ্য স্বামীহারা কোন মহিলার পক্ষে এমন হাসাহাসি ঢলাঢলি করা সম্ভব।'

'—সত্য বলেছ, অভিজ্ঞতা আমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়েছে, স্বামীর প্রতি সামান্যতম অনুরাগ থাকলে কোন মহিলার পক্ষে স্বামীর মৃতদেহ ফেলে এমন আচরণ করা সম্ভব নয়। স্বামীর প্রতি এ-রকম হৃদয়হীন আচরণ যে কোন নির্বোধেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আমি আগ্রহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম,—'হোমস, তবে কি তুমি বলতে চাচ্ছ মিসেস ডগলাস ও বার্কারের দ্বারাই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে?'

দাঁত দিয়ে পাইপটিকে ভাল করে চেপে ধরে বলল,—'ওয়াটসন, তোমার প্রশ্নটি একেবারে সরাসরি হয়ে গেল, নাকি? যাক শোন বলছি, তুমি যদি সত্যি আগ্রহী হও তবে বলতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের দ্বারাই এই জঘন্যতম কাজটি হয়েছে। কিন্তু বলতে হয় তোমার বক্তব্যটি এত সহজ সরল নয়।

BanglaBook.org

দেখ ওয়াটসন, মনে করতে হ'বে দু'টি নারী-পুরুষ অবৈধ প্রেমে মজেছে, তাদের পথের কাঁটা নারীটি স্বামীটিকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তারা স্বাধীন···নিরাপদ। ব্যাপারটি কিন্তু খুবই পরিষ্কার। চাকর-চাকরানিদের শত খোঁচা মেরেও এর সমর্থনে একটি কথাও বের করা যায় নি। উপরন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর ছিল, এ-কথা একাধিকজনই বলেছে। যাক, আমরা নিশ্চিত ওরা দু'জনেই খুবই চালাক,—চালক বললে ঠিক হ'বে না, খুবই ধূর্ত। তারা সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গোপন প্রেমের লীলা চালিয়েছে—তলে তলে স্বামীকে খুনের ফন্দি এঁটেছে। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম,—'ঠিক। ঠিকই তো খুনের ষড়যন্ত্র—"

হোমস আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল,—'ওয়াটসন, তুমি কিন্তু এবার পুরোপুরি মত পাল্টে ফেলেছে। তুমি ধরেই নিচ্ছ, প্রথম থেকে তারা যে বক্তব্য রেখেছে, সবই মনগড়া কথা—সাজানো গল্প। তোমার মনে কোন অদৃশ্য ক্ষতির আশঙ্কা, কোন গুপ্ত সমিতি, অথবা 'দি ভ্যালী অফ ফিয়ার' যাকে বলতে চেয়েছে, অথবা ম্যাক প্রভৃতি সবই ভুয়ো, তৈরী গল্পমাত্র। এবার চিন্তা করা যাক, বানানো গল্প হলেও কেন এমন মিথ্যে গল্প ফেঁদেছে? খুনের ব্যাপারটিকে অন্যদিকে মোড় ঘোরানোর জন্যই তাদের এ প্রয়াস, তাই না? অর্থাৎ একজন বাইরের লোকের দ্বারা কাজটি সমাধা হয়েছে প্রমাণ করার জন্যই পার্কে সাইকেল, জানালার ধারের কাঠের গায়ে রক্তের ছোপ প্রভৃতি ঘটনার সৃষ্টি করেছে। একই উদ্দেশ্যে মৃতের পাশে কার্ডটি ফেলে রাখা হয়েছে। হয়ত কার্ডটি বাড়িতেই তৈরী হয়েছিল।

দেখ ওয়াটসন এতক্ষণ যা বললাম সবই তোমার মতের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু এবার কিছু বিপরীত মুখী কথা শোনাছি। আচ্ছা ওয়াটসন, বলতে পার খুনের জন্য অন্য সব অস্ত্র বাদ দিয়ে নলকাটা বন্দুক···আমেরিকায় তৈরী বন্দুকটি কেন ব্যবহার করা হল? ওরা কি করেই বা নিঃসন্দেহ হয়েছিল সে গুলির আওয়াজ

BanglaBook.org

শুনেও কেউ ছুটে আসবে না? আর এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে, মিসেস এলেন কপাট বন্ধ করার শব্দ শুনেও ঘর থেকে বেরোয় নি।'

'—বলতে লজ্জা নেই, ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা আমার সাধ্যের বাইরে।'

'—আবার এটিও তো লক্ষ করার মত কাজ—কারো প্রেমিক যদি তার স্বামীকে খুন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তবে কেউ কি বিয়ের আংটিটি খুলে নিয়ে নিজের অপরাধের কথা এমন ঢাক পিটিয়ে গেয়ে বেড়ায়?

'—ঠিকই বলেছ হোমস। তোমার সঙ্গে আমি একমত।'

'—তারপর বাইসাইকেলটি কথা ভেবে দেখ। এমন কোন নিরেট মূর্খ আছে যে বাইসাইকেটি দেখেই ধরে নেবে ওটি খুনী ফেলে চলে গেছে? খুবই সহজ কথা সেমুহূর্তে খুনীর কাছে তো গাঢাকা দেবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়—খুবই স্বাভাবিক কথা।'

'এবার শোন, নেহাৎ খেয়াল বশতঃ একটি কথা বলছি—মেনে নিছি ব্যাপারটি কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তবে-এ-ও তো মিথ্যে নয়, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় কল্পনাকে কেন্দ্র করেই।

মনে করা যেতে পারে কোন পাপ মিঃ ডগলাস লজ্জাকর কোন গোপনে মনের কোণে পুষে রাখছিলেন। সে সঙ্গে এ-ও মনে করছি কেউ বাইরে থেকে এসে তাকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছে। এই মুহূর্তে কারণ নির্ণয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিশোধের জলন্ত ক্রোধ বশতঃই আংটিটি খুলে নেয়া হয়েছে, খুনী ধরে পড়ার আগেই মিসেস ডগলাস ও মিঃ বার্কার ঘরে যায়। খুনী তাদের শাসায় তাকে ধরার চেষ্টা করলে একটি নক্কারজনক ঘটনা প্রচার হয়ে পড়বে। সে আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তার পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে গিয়ে সেতুটি নামিয়ে দেয়, চলে গেলে আবার যথারীতি তুলে ফেলে। সেতুটি ওঠানামা করতে শব্দ হয় না। যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক

BanglaBook.org

বাইসাইকেল ব্যবহার না করে হেঁটেই গা ঢাকা দেয়।'—কথাটি শেষ করে হোমস মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে আবার বলল,—দেখ ওয়াটসন, এমনও কিন্তু আমরা অনুমানের নৌকোরই দাড় টানছি।'

আমি ঘাড় নেড়ে তার কথায় সায় দিতে গিয়ে বললাম,—'অনুমান হলেও একেবারে অসম্ভব কথা নয়।'

'—ওয়াটসন, ভুললে চলবে না, ব্যাপারটি মোটেই সাধারণ নয়। থাক পূর্ব প্রসঙ্গে এগিয়ে যাই, খুনী তো কেটে পড়ল। নারী-পুরুষ দুটি—তারা অপরাধের সঙ্গে লিপ্ত নাও হতে পারে, ধরে নিল তারাই যে খুন করেনি এ-কথা প্রমান করা কষ্টকর হয়ে উঠবে। আনন্যোপায় হয়ে তারা নিজেদের বাঁচাবার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। উদ্‌ভ্রান্তের মত বার্কারেরই রক্ত মাখা চপ্পলটি জানালার কাছের কাঠটিতে ঘষে দিল, উদ্দেশ্য যাতে লোকে ধরে নেয় খুনী ওদিক দিয়ে সরে পড়েছে। এ-সব করতে গিয়ে ত্রিশ মিনিট চলে গেল। তখনই তারা ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে ডাকাডাকি করল।

'—তোমার এ-কথার প্রমাণ দেবে কিভাবে?'

হোমস ম্লান হেসে বলল,—'ওয়াটসন, অপরাধ-বিজ্ঞানের জ্ঞান তো খুইয়ে বসিনি। একটি সন্ধ্যা আমি ওই হল ঘরে একা থাকার সুযোগ পেলে রহস্যটি অনেকাংশে পরিষ্কার করে ফেলতে পারব। কোন বহিরাগতের দ্বারা কাজটি ঘটে থাকলে তার হদিস পাওয়া সম্ভব। যাক, আমি এখনি সে-বাড়ি যাচ্ছি। দেখি সেখানকার পরিবেশ কোন রকম সহযোগিতা করে, কিনা।

আমি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

হোমস বলে চলল,—'ওয়াটসন, প্রেততত্ত্বে আমি আস্থা রাখি। ভাল কথা তোমার সেই বড় ছাতাটি আমাকে ধার দিতে হবে?

আমি মুখে কিছু বললাম না, ছাতার কথা মুচকি হাসলাম।

আমার হাসিটুকু ওর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি। ঠোঁটের কোনে

BanglaBook.org

হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল,—'এমন হাস্যকর অস্ত্রের কথা ভাবছ, তাই না? জানি তেমন কিছুর সম্মুখীন হতে হবে না, আশংকা থাকলে তোমার সাহায্য চাইতাম।

'—কিন্তু ছাতা দিয়ে কোন বিপদ ঠেকাতে চাচ্ছ?'

'—আমার সহকর্মীর বাইসাইকেলটির মালিকের খোঁজে গেছে। তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।'

হোয়াইট ম্যাসন এবং ম্যাকডোনাল্ড অনেক রাত্রি করে ফিরল। তাদের বেশ হাসিখুশিই মনে হল। বাইসাইকেলটি নাকি সনাক্ত করতে পেরেছেন, লোকটির সম্বন্ধেও কিছু খোঁজখবর পেয়েছেন।

ম্যাকডোনাণ্ড বলল,—'টানব্রিজ ওয়েলস থেকে ফেরার পর থেকেই মিঃ ডগলাসের মধ্যে কেমন চাঞ্চল্য ও বিচলিত ভাব লক্ষ্য করা গেছে। অতএব ধরে নেয়া যেতে পারে সেখানে গিয়েই তিনি বিপদের আঁচ পান। মনে করলে ভুল হবে না যে বাইসাইকেল রেখে যে লোক পালিয়ে যায় সে ট্রানব্রিজ থেকেই এসেছিল। খোঁজ করতে করতে ঈগল কমার্শিয়ালের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন—দুদিন আগে হারগ্রেভ নামধারী একজন হোটেলে এসে উঠেছিল, বাইসাইকেলটি তারই। লোকটি লণ্ডনের ঠিকানা দিয়ে নাম রেজেস্ট্রী করেছিল। নির্দ্দিষ্ট কোন ঠিকানা লেখায় নি। সঙ্গে একটি মাত্র চামড়ার ব্যাগ ছিল, ভেতরের জিনিসগুলোও বুটেনে তৈরী। লোকটি কিন্তু আমেরিকান, অবশ্যই বৃটিশ নয়।

হোমস উৎসাহ প্রকাশ করে বলে উঠল,—'আপনারা দেখছি মশায় রীতিমত কাজ হাসিল করে এসেছেন।

হোমসকে লক্ষ্য করে আমি বলে উঠলাম,—'হোমস ঘটনাগুলো কিন্তু তোমার অনুমানের সঙ্গে হুবহু মিলছে।'

'—সে-সব কথা পরে হবে। মিঃ ম্যাক, শেষ পর্যন্ত কি হল বলুন। লোকটি সনাক্ত করার জন্য উপযুক্ত কিছু পেয়েছেন কি?'

'—তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। লোকটি খুবই ধূর্ত। ঘরে

BanglaBook.org

এমন কি পোষাকও রেখে যায় নি। হোটেলের ম্যানেজার বলল, গতকাল প্রাতরাশের পরই বেরিয়ে যান, আর ফিরে আসে নি।'

'—সমস্যা তো ওখানেই মিঃ হোমস। লোকটি হৈ চৈ এড়াতে চাইলে ভেজা বেড়ালের মত হোটেলে ফিরে আসত, নিরপরাধের মত আচরণ করতে চেষ্টা করত।'—হোরাইট ম্যাসন বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন।

'—যা-ই বলুন কেন, লোকটি যে খুবই চতুর সন্দেহ নেই। নইলে কাজ সেরে এখন পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারত না, ধরা পড়তই। ভাল কথা, তার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন বলছিলেন না?

'—হ্যাঁ, তবে বলেছিই তো তেমন কিছু নয়। আসলে হোটেলের কেউ-ই তার দিকে তেমন নজর দেয়নি। যেটুকু জানা গেছে লোকটি প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা। বয়স পাঁচের কোঠায়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, ছাই রং-এর চওড়া গোঁফ। এক নজরে দেখলেই নাকি মনে হয় লোকটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির।'

হোমসের মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। অস্ফুট উচ্চারণের মাধ্যমে মনের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল,—'বলেন কি মশায়! এ যে দেখছি মিঃ ডগলাসের দৈহিক বর্ণনা। উচ্চতা একই বয়স পাঁচের কোঠায়, কাঁচা পাকা চুল, গোঁফও একই রং-এর। ঠিক আছে, আর কিছু?'

'পোষাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে হোটেলের কর্মচারীরা বলল, —লোকটির পরণে ছিল মোটা ছাই রং-এর স্যুট, চেম লাগানো, গায়ে হলুদ ওভার কোট, টুপি সব সময় মাথায় পরে থাকত।

'—বাঃ আশ্চর্য ব্যাপার তো! আর বন্দুক—বন্দুক সম্বন্ধে—!'

'—বন্দুকটি লম্বায় দু ফুটও নয়, কিছু কমই হবে। চামড়ার ব্যাগে ঢুকিয়ে চলাফেরার কোন অসুবিধা নেই। ওভার কোটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললেও কারো বোঝার উপায় নেই।'

'—কিন্তু একটি কথা মিঃ ম্যাক, আপনার সংগৃহীত তথ্যে খুনীর

BanglaBook.org

তল্লাসের ব্যাপারে কি সুবিধা হবে?'

'—দেখুন, আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি, দু'দিন আগে হারগ্রেভ নামধারী একজন একটি চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টানব্রিজ ওয়েলসে এসেছিল। ব্যাগে দু-ফুট মত লম্বা একটি বন্দুক ছিল। গতকাল সকালে বন্দুকটিকে ওভারকোটের তলায় নিয়ে বাইসাইকেল চেপে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়।

'—এখানেই সে এসেছিল এমন কোন প্রমাণ—'

হোমসের কথা কেড়ে নিয়ে ম্যাকডোনাল্ড আবার বললেন,—'খোঁজ নিয়ে জেনেছি তাকে কেউ আসতে দেখেনি। পথে তো কতলোকই সাইকেল চড়ে যাতয়াত করে, কে কার দিকে তেমন নজর দেয়, বলুন দেখি হোমস? মনে হচ্ছে সাইকেলটি যে ঝোপের মধ্যে পাওয়া যায় সে সুযোগের প্রতীক্ষায় সেখানে ঘাপটি মেরে বসেছিল। পরে এক সময় সাইকেলটি ঝোপের মধ্যে রেখে বেরিয়ে আসে।

এবার আসা যাক বন্দুকের প্রসঙ্গে। বাড়ির ভেতরে বন্দুক ব্যবহার করা অসুবিধা। তবে ইংলণ্ডের যে কোন শিকার-অঞ্চলে আকছার বন্দুকের শব্দ শোনা যায়। অতএব বন্দুকের শব্দ সহজে মানুষে মনে সন্দেহের উদ্রেক না করারই কথা।'

'—মিঃ ম্যাক, এ পর্যন্ত যা বললেন খুবই স্পষ্ট এবং স্বাভাবিকও বটে।'

'—এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিঃ ডগলাস বেরিয়ে এলেন না। লোকটি এ-পরিস্থিতিতে কি করতে পারে? সন্ধ্যার আলো-আধারীর মধ্যে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। সেতুটি ফেলা, নির্জন নিরলো জায়গাটি। ভেতরে ঢুকে প্রথম ঘরটির পর্দার আড়ালে গাঢাকা দিয়ে থাকল। সেতুটি তোলা হ'ল এটাও লক্ষ্য করল। ধরেই নিল জলাশয়টি ডিঙিয়ে যেতে হ'বে। সোয়া এগারটা পর্যন্ত পর্দার আড়ালেই কাটিয়ে দিল।

BanglaBook.org

পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অস্থিরচিত্ত লোকটি এক সময় দেখল, মিঃ ডগলাস পড়ার ঘরে ঢুকলেন। সে ওভার কোটের ভেতর থেকে বন্দুকটি বের করে গুলি করে পরিকল্পনা মত চম্পট দিল। সে বুঝেই নিয়েছিল, পুলিসের লোক গন্ধ শুকে শুকে হোটেলে হাজির হবে, সাইকেলটির বর্ণনা দিয়ে তার খোঁজ করবেই। আর এটাই হবে তাকে খুঁজে বের করার নির্ভর যোগ্য পথ। বাধ্য হয়েই সাইকেল রেখেই সরে পড়ল, নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে হাঁটা জুড়ল।

হোমস ম্লান হেসে বলল,—'মিঃ ম্যাক, আপনার নিজের মত তৈরী করা কাহিনীটি খারাপ লাগেনি। কিন্তু আমি বলব, খুন হয়েছিল উক্ত সময়ের ত্রিশ মিনিট আগে। মিসেস ডগলাস ও মিঃ ধার্কার ধোয়া তুলসী পাতা মনে করলে আমরা খুবই ভুল করব। তারা তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। স্বীকার করতেই হবে খুনী পালাবার আগেই তারা ঘরে ঢোকে। তার জানালা দিয়ে পালাবার চিহ্ন কটি ওরা দু'জনেই সৃষ্টি করেন।'

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে হোমসে কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলছিল।

হোমস বলেই চলেছে,—'লোকটিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে গিয়ে তারাই সেতুটি নিঃশব্দে নামিয়ে দেয়। লোকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

'—মিঃ হোমস, আমার ভয় হচ্ছে আমরা আচমকা ধাক্কা খেয়ে একটি রহস্য থেকে নতুনতর কোন রহস্যের জালে জড়িয়ে না পড়ি।'

'—কী এমন জটিল রহস্য হ'তে পারে! মহিলাটি কোন দিনই আমেরিকা যান নি। অতএব আমেরিকার কোন খুনীর সঙ্গে তার এমন আন্তরিকতা থাকতে পারে যে, তিনি স্বামীহন্তা'কে রক্ষা করবেন?'

'—মিঃ ম্যাসন, কিছু মনে করবেন না, আজ রাত্রে আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী ঘটনাটি তদন্ত করব ভাবছি। একা—একাই আমি চেষ্টা

BanglaBook.org

করব। আশা করি এটি আমাদের উভয় পক্ষেরই উপকারে আসবে। আমার কাজের সহায়ক হিসাবে থাকবে নিশ্চিদ্র অন্ধকার, আর আমার সহকর্মীর ছাতাটি।

'—ছাতা! ছাতা দিয়ে কি করবেন, মশায়?'

'—আছে—দরকার আছে। বড় জোর বিশ্বস্ত কর্মী এমেস আমাকে সাহায্য করতে পারে। আপনাদের কাউকে দরকার হবে না। আপনারা বিশ্রাম করুন গে। আমার একমাত্র চিন্তা একজন শারীর চর্চাবিদ একটি মাত্র ডাম্বেলের সাহায্যে কেন শারীর চর্চা করতে গেলেন? ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই কৌতূহলের উদ্রেক করেছে।'

ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটিকে বিছানায় এলিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। হোমসের পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে চোখ খুললাম। দেখি মোমবাতি হাতে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে।'

এক সময় আমার ওপর ঝুঁকে কানের কাছে মুখ নিয়ে খুবই নীচু গলায় বলল—'ওয়াটসন, একজন বদ্ধ পাগল, এমন একজন যার মস্তিষ্ক বলে কোন বস্তু নেই, এমন একজন যে আত্ম বিশ্বাস খুইয়ে বসেছে, এমন একজন যার আপন-পর জ্ঞান পর্যন্ত নেই—তার সঙ্গে একই ঘরে, একই বিছানায় রাত্রি কাটাতে কি তোমার ভয় লাগবে?'

আমার কথায় ওয়াটসনের পৌরুষে আঘাত লাগল মনে হ'ল। কথাটি কানে যেতেই সে গুলিখাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠল,—'ভয় লাগবে! কেন্ ভয় লাগবে কেন? আমাকে কি তুমি কচি খোকা পেয়েছ হোমস?'

হোমস যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল,—'তুমি চটছ কেন ওয়াটসন? আমি ব্যক্তিত্ব···তোমার পৌরুষকে আঘাত দিতে চাইনি। গতরাত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়েই তোমাকে প্রশ্নটি করলাম। বরাত গুণে এরকমটি জোটে।

BanglaBook.org

সপ্তম অধ্যায়

সকাল হ'তেই হোয়াইট ম্যাসন এবং ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত মিঃ-ডগলাসের আকস্মিক মৃত্যুর তদন্ত-প্রসঙ্গে তারা আলোচনা করেছিলেন বাইসাইকেল ও তার মালিকই ছিল তাদের আলোচনার অন্যতম প্রসঙ্গ। সকাল হ'লে কোন রকমে নাকেমুখে গুঁজে প্রাতরাশ সেরেই ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

হোমস আমাকে নিয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পুলিস অফিসের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

পুলিস-অফিসের বারান্দায় পা দিতেই হোয়াইট ম্যাসন ও ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের গলা শোনা গেল।

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে তারা সোজা এখানেই এসে হাজির হয়েছে অনুমান করলাম।

পর্দা সরিয়ে হোমস ঘরে উঁকি দিতেই পুলিস-অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। আমাদের সহকর্মী দু'জনের সঙ্গে তিনি গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাদের সামনে বিরাট টেবিলটিতে পাহাড় সমান উঁচু টেলিগ্রাম ও চিঠি জড়ো করা। কথার ফাঁকে ফাঁকে তারা ওগুলোকে বেছে আলাদা আলাদা কাগজে নথি বদ্ধ করছে দেখলাম।

হোমস ঘরে ঢুকে চেয়ার দখল করে বসল। কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল,—'ভাল কথা, সাইকেলের মালিকটির খবর কি?'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড চোখে ইশারা করে টেবিলের টেলিগ্রাম ও চিঠি পত্র গুলো দেখিয়ে বলল,—'এটাই আজকের বড় খবর মিঃ হোমস। নটিংহাম, ডার্বি, লিচেষ্টার, বিচমণ্ড ও ইষ্টহাম প্রভৃতি জায়গা থেকেই এগুলো এসে পৌঁচেছে। এগুলোর বাছাই-পর্বই

BanglaBook.org

চলছে। এ জায়গাগুলোর মধ্যে লিভারপুল, ইস্টহাম এবং লিচেস্টার —এই তিনটি জায়গা থেকে একই খবর এসেছে। সবাই লিখেছে চেহার বর্ণনা ও কোটের রং-এর কথাচিন্তা করে সনাক্ত করা হয়েছে। আশ্চর্য মশায়, হলুদ-কোটে দেশটা একেবারে ছেয়ে গেছে। এখন খোঁজ করুন কোন হলুদ কোট আপনার দরকার।'—কথা শেষ করে ভদ্রলোক বড় বড় চোখ দুটো তুলে হোমসের দিকে তাকাল।

মিঃ ম্যাক, এই কেসটির সম্পর্কে যখন আপনাদের সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই, একটি কথা বলেছিলাম অর্ধ প্রমানিত কোন সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করব না। এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছিলাম, আমার সিদ্ধান্তকে নিঃসন্দেহ না করা পর্যন্ত আমি প্রয়োজনে আমার সুবিধা অনুযায়ী একাই এগিয়ে যাব।'

ম্যাকডোনাল্ড ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে গিয়ে বলল,—'হ্যাঁ, আপনার সর্তের কথা মনে আছে।'

'—আমি সূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছি সত্য। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাজের অগ্রগতির কথা বলতে নারাজ, তবে এ-ও কথা দিয়েছিলাম, আমি কেসটি সম্বন্ধে কোন রকম চাতুর্যের সাহায্য নিয়ে আপনাদের বিভ্রান্তিতেও ফেলে দেব না। সেই কথা স্মরণ রেখে বলছি কোন রকম অপ্রয়োজনীয় কাজের মধ্য দিয়ে আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করার পরামর্শও আমি দিতে চাইনে। এ-রকম চিন্তা করেই আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি। আমার এই ছুটোছুটির উদ্দেশ্য আপনাদের কিছু যুক্তি দেয়া।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড ও ম্যাসন কৌতূহলের দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকাল।

হোমস পূর্ব গাম্ভীর্য বজায় রেখেই ছোট্ট করে বলল,—'দেখুন, আপনারা সরে দাঁড়ান, কেসটি ছেড়ে দিন।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড গর্জে উঠল—'সে কী মশায়! আপনার পক্ষে এতটা হতাশ—'

BanglaBook.org

'—আমার হতাশার ব্যাপার নয় মিঃ ম্যাক। আমি মনে করি আমাদের এই কেসটিই হতাশব্যঞ্জক। তবে সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে আমরা যে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হ'ব—এরকম ধারণা আমি অবশ্যই পোষণ করি না।'

'—তা-ই যদি হয় তবে আপনার এ-রকম সুরের অর্থ? দেখুন মিঃ হোমস, সাইকেলের মালিক? এটি তো আর আমাদের সাজানো ব্যাপার নয়। তার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যই আমরা দেখে গেছি। তার দৈহিক উচ্চতা কত, গায়ের রং কেমন, ব্যাগটি কেমন দেখতে এমন কি ব্যবহৃত বাইসাইকেলটিও আমাদের হস্তগত হয়েছে? আমাদের বিশ্বাস লোকটি কোথাও না কোথাও রয়েছে। আজ না হোক কাল তার খোঁজ আমরা পাবই—ধরা তাকে পড়তেই হবে। আমার ইচ্ছে নয়, লিভার পুল অথবা ইস্টহামে আপনারা অহেতুক কালক্ষয় করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন সহজপন্থার মাধ্যমেই কেসটির মীমাংসা করা সম্ভব হবে।

ইন্সপেক্টর বললেন,—'হোমস, মনে হচ্ছে আপনি অত্যন্ত সতর্ক-তার সঙ্গে কোন একটি বিশেষ ব্যাপার চেপে যাচ্ছেন।'

'—আমি তো আগেই গেয়ে রেখেছি মিঃ ম্যাক, পাকা সিদ্ধান্তে না পৌঁছে আমি আমার অগ্রগতির কথা প্রকাশ করব না। তবে তা খুবই অল্প সময়ের জন্যই। সমস্যার সমাধানে বেশী দেরী নেই। কাজ হাসিল করে আমার সব ফলাফল আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি লণ্ডনের পথে পা বাড়াব। তবে বলতে দ্বিধা নেই কেসটি খুবই জটিল, আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি হাতড়ে এর চেয়ে বৈশিষ্ট পুর্ণ ও রহস্যজনক কোন কেসের কথা খুঁজে পাচ্ছিনে।'

'—মিঃ হোমস, ব্যাপারটি আমার মাথায় যাচ্ছে না। টানব্রিজ থেকে ফিরে কাল রাত্রে আপনি আমাদের কথায়ই সায় দিয়েছিলেন। এখন দেখছি সম্পূর্ণ ভোল পাল্টিয়ে দিয়েছেন।'

'—আপনি তো জানেন মিঃ ম্যাক, কাল রাত্রিটি আমি মিঃ

BanglaBook.org

ডগলাসের বাড়ি কাটিয়েছি। আর একটি কথা, স্থানীয় তামাকের দোকান থেকে মাত্র এক পেনির বিনিময়ে এই পুরনো বাড়িটির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়ার সুযোগ পেয়েছি।'—কথা বলতে বলতে হোমস পকেট হাতড়ে পুরনো জমিদার বাড়ির নক্সা আঁকা একটি পাতলা বই বের করল। বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল,—মিঃ ম্যাক, চারদিকের ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করতে পারলে তবেই তদন্তের কাজের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। আমার বিশ্বাস সাধারণ ঘটনা থেকেই অতীতের ঘটনা সম্বন্ধে আঁচ করা যায়। আগ্রহ প্রকাশ করলে এর একটু আভাস দিতে পারি। প্রথম জেমসের রাজত্ব কালের পাঁচ বছরের মাথায় তৈরী অধিকতর প্রাচীন এক প্রসাদের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে এই বার্লষ্টোন বাড়ি।

'—আপনি কি আমাদের বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন?'

'—ধৈর্য ধরে শুনুন। উত্তেজিত হবার কিছু নেই মিঃ ম্যাক। যখন আপত্তি করছেন সম্পূর্ণ বিবরণটি পড়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি বলতে চাচ্ছি এই বাড়িটি ষোল শ' চুয়াল্লিশ সালে এক পার্লামেণ্টারী সদস্য দখল নিয়েছিলেন। চার্লস গৃহযুদ্ধ বাধলে কিছুদিন এ-বাড়িতে গাঢাকা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় জর্জও এ-বাড়ি পরিদর্শন করতে এসেছিলেন।

কথা থামিয়ে হোমস সহকর্মীদের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন—'এবার হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এ-বাড়ির সঙ্গে বিভিন্ন রকম ঘটনার যোগ সাজোস রয়েছে?

'—কিন্তু মিঃ হোমস, বর্তমান ঘটনার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক রয়েছে বলতে পারেন কি?'

'—বলছেন কি, কোন সম্পর্ক নেই? কোন কোন সময় ঘটনার ওপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অনেক বেশী ফল পাওয়া যায়।'

'—মেনে নিচ্ছি আপনার ধারণা অভ্রান্ত। আর এ-ও স্বীকার করছি আপনার প্রচেষ্টা সার্থকও হয়ে থাকে। আমি যা বলতে

BanglaBook.org

চাচ্ছি তা হচ্ছে আপনার পদ্ধতি খুবই জটিল—একেবারেই ঘোরালো।'

'—যাক, অতীতের ছেঁড়া পাতা নিয়ে আর টানাটানি করব না। বর্তমান ঘটনা নিয়েই আলোচনা করছি। কাল রাত্রে আমি মিঃ ডগলাসের বার্লষ্টোন হাউসে কাটিয়েছি বলেছিই তো। সেখানে কিন্তু মিসেস ডগলাস বা মিঃ বার্কার কাউকেই খুঁজে পাইনি। তাদের কোন দরকার ছিল না অবশ্য। মুহূর্তের জন্যও মহিলাটির চোখে-মুখে আমি কিন্তু ব্যথা-বেদনার কোন ছবি দেখতে পাই নি। রাত্রে নাকি ভালভাবেই আহারাদি করেছেন। আমি কিন্তু গিয়েছিলাম মিঃ এমেসের সঙ্গে দেখা করতেই। তার সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছে। সে আমাকে চুপিচুপি পড়ার ঘরে নিয়ে কিছুটা সময় সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। সত্যি বলতে কি সে-ঘরে একটি রাত্রি কাটানো আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল—দরকারও ছিল খুবই। কথাটা শুনে আমার তো আত্মরাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠলাম,—সে কী! ওই বীভস কদাকার—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হোমস বলল,—'আরে না। মিঃ ম্যাকের নির্দেশ লাসটিকে তো আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে কিছুটা সময় থাকার সুযোগ পেয়ে আমার অশেষ উপকারই হয়েছে। অনেক তথ্য চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।'

গোয়েন্দা দু'জন তো ইয়া বড় বড় চোখ মেলে হোমসের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মিঃ হোমস তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলল,—'রহস্য সৃষ্টি করে আপনাদের ভোগাতে চাই নি। হারানো ডাম্বেলটির খোঁজ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। খুনের ব্যাপারে ওটি খুবই গুরুত্ব পূর্ণ হাতিয়ার বলেই আমার বিশ্বাস। ব্যর্থ হইনি—হদিস পেয়েছি।

'—পেয়েছেন? কোথায়···কি করে?'

BanglaBook.org

'—ধীরে···ধীরে মশায়। আমাকে আরও একটু এগোতে দিন। কথা দিচ্ছি, কিছুই গোপন করব না···সময়ে সবই জানাব।

ইন্সপেক্টর কৌতূহল প্রকাশ করে বললেন,—'তবু এক আভাস··· ঠিক আছে, আপনার পূর্বশর্ত আমাদের মানতেই হবে। থাক, না হয় পরেই বলবেন। কিন্তু মিঃ হোমস একটি কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনে, কেসটি থেকে আমাদের সরে দাঁড়াতে বললেন কেন?'

'—কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি তদন্তের আসল কেন্দ্রবিন্দুর দিকেই আপনাদের লক্ষ্য নেই। আমার এ-কথা বলার অর্থ, বাইসাইকেল আরোহীটির খোঁজ করে অযথা সময় ও উৎসাহ হারাবেন না। অহেতুক—'

'—তবে কি পরামর্শ দিচ্ছেন?'

'—অবশ্য আপনারা যদি ইচ্ছুক হন রাস্তা বাতলে দেওয়া যায়।'

'—বলুন আপনার পরামর্শ কি? আপনার প্রদর্শিত পথেই আমি এগোব কথা দিচ্ছি।'

হোয়াইট ম্যাসন বলল—'মিঃ ম্যাক যখন সম্মতি দিয়েছেন, আমার তো মত দিতেই হবে। আমিও রাজী।'

'—আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এক কাজ করুন আপনারা গ্রামের দিক থেকে একটু বেড়িয়ে আসুন। বার্লস্টোন রীজ থেকে টুইণ্ডের প্রাকৃতিক খুবই মনমুগ্ধকর। আর তা যদি না করেন তবে যা মন চায় করে সময়টুকু কাটান। মনে রাখবেন সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হতে হবে, ভুল করবেন না যেন।'

মিঃ বার্কার'কে একটি চিঠি লেখা দরকার, যাবার আগে কাজটি সেরে যাবেন। চিঠির বক্তব্য হবে—আমার মনে হচ্ছে জলাশয়টিকে শুকিয়ে ফেলার দরকার হয়ে পড়েছে। বিশ্বাস, অনেক কিছু সেখানে পাওয়া যাবে।'

'—জলাশয় শুকিয়ে এমন কি পাবেন?'

—পাব। মশায় অনেক কিছু পাব। এমন কিছু পাব যা

BanglaBook.org

আমাদের কাজের খুবই সহায়ক হ'বে। ব্যবস্থা অবশ্য আমি করে ফেলেছি। কাল সকালেই কুলিরা কাজে হাত দেবে। নদীর খাদটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে তবে কাজটি করতে হবে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড চিঠিলেখা শেষ করে শেষে নাম দস্তখত করল। নাম দস্তখত করা হলে হোমস এবার বলল,—'এবার এক কাজ করুন, লোক মারফৎ ওর কাছে পাঠিয়ে দিন। সে-সময় আমাদের এ-ঘরেই দেখা হ'বে। আমার ইচ্ছা আপনারা আমার কথাগুলো ভালভাবে চিন্তা করে দেখবেন আমার তথ্যগুলো কোন সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যায়, কিনা। আজ শীতের প্রকোপ খুবই বেশী। জানি না আমার কাজ কতক্ষণ চলবে। সবাই গরম পোষাক চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই আমাদের নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছে যেতে হবে। বেশী দেরী নেই, ঝটপট তৈরী হয়ে নিতে হয়।'

আমরা সময় মতই জমিদার বাড়ির সীমানায় পৌঁছে গেলাম। বাড়ির রেলিং-এ যেখানে সামান্য ফাঁক রয়েছে আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওই ফাঁক দিয়ে আমরা হোমসের পিছুপিছু নিঃশব্দে বাগানে ঢুকে গেলাম। হোমস অদ্ভুত একটি কাজ করল। রীতি-মত হামাগুড়ি দিয়ে লড়েলের ঝোপের ফাঁকে ঢুকে গেল। অনন্যোপায় হ'য়ে আমাদের তিনজনকেও তা-ই করতে হ'ল।'

বিস্ময় প্রকাশ করে ফিসফিসিয়ে ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞেস করলেন, —'কী ব্যাপার, এখানে এভাবে বসে আছি কেন?'

'—দরকার আছে বলেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, মিঃ ম্যাক। যাক একটি কথা কি জানেন মিঃ ম্যাক? আমাদের রহস্য উদ্ঘাটনের কাজকে সরস করে তুলতে না পারলে কাজে উৎসাহ আসে না, বড়ই পীড়াদায়ক—বড়ই নীরস বলে মনে হ'ত। একটু লক্ষ্য করুন, বুঝতে পারবেন মনে কেমন একটি রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছে, শিকারী সুলভ প্রত্যাশায় কেমন এক চাপা উত্তেজনা অনুভব করছেন, নাকি? তাই

BanglaBook.org

বলছিলাম কি অপেক্ষা করুন, সবুরে মেওয়া ফলবে।'

'—ভাবগতিক দেখে যা মনে হচ্ছে, মেওয়া ফলার আগেই ঠাণ্ডায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হব।'—কৌতূকের স্বরে চাপা গলায় ম্যাক কথা ক'টি হোমসের দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমাদের প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড থেকে ভিন্নতর ছিল না। কিন্তু হোমসের ভয়ে মুখে কলুপ এটে থাকতেই হ'ল। বিরাট জমিদার বাড়ির ছায়াটি ভূতের মত আমাদের চোখের সামনে নিশ্চল নিথর ভাবে পড়েছিল। প্রধান দরজায় একটি মাত্র আলো জ্বলছে। আর একটি হাল্কা আলোর রেখা খুন-হাওয়া ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। তাছাড়া সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে অপদেবতার মত আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

আমরা যখন টুকরো টুকরো কথা বিনিময় করছিলাম, তখন কোন একজনের ইতস্তত চলাফেরা ও বারবার যাতায়াতে ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে আমাদের দূরত্ব একশ গজের বেশী অবশ্যই নয়। আমরা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে সুযোগের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। কব্জায় চাপা আওয়াজ তুলে জানালাটি আস্তে আস্তে খুলে গেল, ব্যাপারটি কেমন রহস্যজনক বলেই মনে হল। একটি মানুষকে অস্পষ্ট—ধরতে গেলে ছায়ার মত আমাদের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল। বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। এমন একটি ভাব যেন তাকে যেন কেউ দেখতে না পায়।

জমাট বাঁধা অন্ধকারে জলাশয়টি থেকে অকস্মাৎ একটি চাপা শব্দ কানে এল, মনে হ'ল লোকটি যেন উপুড় হ'য়ে একটি কাঠি দিয়ে জলের মধ্যে কি খুঁজছে। এক সময় কাঠি দিয়ে টেনে কিছু একটি কাছে টেনে নিল। বেশ বড় আকারের জিনিষ, জানালা দিয়ে টেনে নেবার সময় জানালার আলোটুকু চাপা পড়ে গেল। হোমস রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে এক সময় চীৎকার করে উঠল,—'আর দেরী নয়

BanglaBook.org

এক্ষুনি·····

কথা বলতে বলতে হোমস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে ঘণ্টাটি জোরে জোরে বাজাতে লাগল। আমরা তার মত ঝড়ের বেগে সেতুটি পার হতে পারলাম না। স্বাভাবিক ভাবেই একটু পিছিয়ে পড়লাম।

ভেতর থেকে দরজার খিল খোলার শব্দ হ'ল। এমেস দরজা খুলে দিল। হোমস ব্যস্ততার সঙ্গে ঘরে ঢুকে গেল। যে মূর্তি মানটির জন্য আমাদের এত কষ্ট স্বীকার, অধীর প্রতীক্ষা তাকে ঘরেই পেলাম।

সেসিল বার্কার ঘরে, কেরোসিনের আলো হাতে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখেই আলোটি আমাদের দিকে উঁচু করে ধরল। তার দৃঢ় চোয়াল, পিঙ্গল চোখের মনি দু'টো জ্বলজ্বল করছে।

মিঃ বার্কার আচমকা ভূত দেখার মত চীৎকার করে উঠল,—'আপনারা এখানে কেন? কি দরকার এখানে?'

হোমস বৃথা বাক্য ব্যয় না করে দ্রুত টেবিলের নীচে থেকে সদ্য ফেলে দেয়া একটি ভিজে মোড়ক টেনে বের করে আনল। মুখের কোণে বিদ্রুপের ছাপ ফুটিয়ে ছোট্ট করে বলল,—'এই···এইটে চাই।

হোমসের কাজে বার্কার গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠল—'এটা? এটার কথা কি করে টেরপেলেন?'

হোমস অনুরূপ হাসির রেখা টেনে বলল,—'কি করে আবার আমিই ওটি পরীক্ষা করে আবার ডুবিয়ে রেখে ছিলাম যে।'

'—সে কী! আপনি রেখেছিলেন?'

হোমস বিদ্রুপের সুরে উচ্চারণ করল,—হুঁ, ঠিক তা-ই।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডের দিকে ফিরে বললেন,—'মিঃ ম্যাক, মনে আছে একটি ডাম্বেলের হদিস না পেয়ে আমি কেমন অস্থির হয়ে পড়েছিলাম? পরিস্থিতি আপনাকে আমার কথা ভাবার অবকাশ দেয় নি। একটু ভাবলেই অনেকটা হাল্কা হ'তে পারতেন। কাছেই জল, একটি বড়ও ভারী জিনিষ বেপাত্তা। স্বাভাবিক ভাবেই জলে

BanglaBook.org

ডুবিয়ে দেয়াই স্বাভাবিক। জানেনই তো এমেসের সাহায্যে গত রাত্রে এখানেই কাটিয়েছি। ডাঃ ওয়াটসনের ছাতার বাঁকানো কটের সাহায্যে জল ঘেঁটে ঘেঁটে আমি একটি প্যাকেট তুলে আনি, আর অন্য একটি প্যাকেট ডুবিয়ে রাখি। তবে প্রমাণ করতে হ'বে কার দ্বারা প্যাকেটটি রাখা হয়েছিল। আগামী কাল জলাশয়টি শুকিয়ে জলশূন্য করে ফেলা হ'বে প্রচার করাটা সার্থক হয়েছে দেখছি। অতএব কেউ না কেউ ব্যস্ত হ'য়ে প্যাকেটটি তুলতে আসবেই·····এটাই স্বাভাবিক, কাজটি কার দ্বারা ঘটেছে, অর্থাৎ কে তুলল তার চারজন সাক্ষী তৈরী থাকল।'

হোমস প্যাকেটটি খুলে একটি ডাম্বেল বের করল। ঘরের কোণে রক্ষিত অপর ডাম্বেলটির দিকে গড়িয়ে দিল, এবার প্যাকেট থেকে একজোড়া জুতো বের করল। অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল,—'আশা করি এটি কোন দেশের তৈরী জুতো বুঝতে পারছেন?—আমেরিকা।' জুতোজোড়া টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে প্যাকেটটি থেকে একটি ছুরি বের করল। খাপে মোড়া ছুরি। সবার শেষ কয়েকটি জামা-কাপড় বের করল। একটি স্যুট, মোজা একজোড়া ও একটি হলুদ ওভার কোট।

খালি প্যাকেটটি রেখে হোমস আমাদের দিকে ফিরে বলল,—ওভারকোটটি ছাড়া আর সবই সাধারণ পোষাক। ওভারকোটটি কিন্তু ইঙ্গিত বহন করছে।'—কোটটিকে উল্টে দিয়ে একটি বিশেষ জায়গা দেখিয়ে বলল,—'লক্ষ করুন, লাইনিং-এর ভেতরের দিকে পকেটের মত কতটা জায়গা। পাখী মারার ছোট্ট একটি বন্দুক সহজেই ঢুকিয়ে রাখা যায়।'

ওভার কোটটির ঘাড়ের কাছে দর্জির নাম লেখা একটি কাপড় আটকানো। ছোট্ট কাপড়ের টুকরোটিতে লেখা—'ভারসিমা' ইউ. এস. এ। বিকেলে এখানকারই একটি গ্রন্থাগারে গিয়ে বই ঘেঁটে বের করেছি—'ভারসিমা' হচ্ছে কয়লা ও লোহার খনির ধারে একটি

BanglaBook.org

বেশ বড় শহর। আশা করি ভুলে যাননি মিঃ ম্যাক, কয়লাখনি সম্বন্ধে মিসেস ডগলাসের সম্বন্ধে মি বার্কার কয়েকটি কথা বলেছিলেন। আর মৃতের পাশে পড়ে থাকা কার্ডে লেখা ছিল ভি. ভি. ভারসিমা ভ্যালিরই আদ্যাক্ষর। এবার কি আমরা ভাবতে পারিনে ভ্যালী অব ফিয়ারের কথা? ভাবতে পারি নাকি সেই উপত্যকা থেকেই মিঃ ডগল সের থমকে পাঠানো হয়েছে?'

হোমস কয়েক মুহূর্ত নীরবে ঘরের প্রতিটি মানুষের মুখের ওপর চোখের মণি দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে বলল,—'এখন আর কিছু বলব না, এবার শোনার পালা। মিঃ বার্কারের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছি।'

হোমসের বক্তব্য শোনার সময় সেসিল বার্কারের মুখের অবস্থা যা হ'ল তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তার মুখের সমস্ত রক্ত যেন কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। চোখ দু'টোতে আতঙ্কের ছায়া। ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বলল,—'আপনি তো মশায় দেখছি সবজন্তা। আমার বলার জন্য কী-বা রাখলেন। বাকীটুকু আপনি বললেই ভাল হয়।

বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় হোমস বলল,—ঠিকই বলেছেন, আমি অনেক কিছুই জানি, বলতেও পারি অনেকই। কিন্তু আপনার মুখ থেকে কিছু শোনার ইচ্ছা ছিল, এই আর কি।'

মিঃ বার্কার নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল,—'তা-ই বুঝি আপনার ধারণা? কিন্তু জেনে রাখুন, এ-ব্যাপারে গোপনিয়তা কিছু থাকলে সেটার সঙ্গে আমি জড়িত নই। অতএব তা জানবার দায়িত্ব আমার বলেও মনে করি না।

ম্যাকডোনাল্ড এতক্ষণ নীরবে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। উপায়ান্তর না দেখে মুখ খুলল,—'মিঃ বার্কার আমি স্পষ্ট বলছি, আপনি বাঁকা রাস্তা ধরলে আমি বাধ্য হ'ব আপনাকে গ্রেপ্তার করার আগ পর্যন্ত নজরবন্দী করে রাখতে। নিজের মঙ্গল চাইলে, মিঃ হোমস

BanglaBook.org

যা বললেন, জবাব দিন।'

'—আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। আপনাদের যা মন চায় করুন।' আমি ধরেই নিলাম এর পর আর কোন আলোচনা চলতে পারে না। বার্কারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই বলানো যাবে না।

অকস্মাৎ স্ত্রী-কণ্ঠ পরিস্থিতি সাময়িক ভাবে মোড় ঘুরিয়ে দিল। মিসেস ডগলাস দরজার আগলে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এই বিশেষ মুহূর্তে তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন,—'সেসিল তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছ। তার পরিণতি যা-ই হোক কৃতজ্ঞতাটুকু জানাতেই হ'বে।

হোমস ম্লান হেসে বলল,—'শুধু 'যথেষ্ট' বললে ঠিক হ'বে না। যথেষ্টর চেয়েও ঢের বেশী। দেখুন মিসেস ডগলাস, আপনার বিচার-বিবেচনার প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। আমার একান্ত অনুরোধ আমাদের ওপর আপনিও আস্থা রেখে যেটুকু জানেন খুলে বলুন। আমার বন্ধু ও সহকারীর মারফৎ কিছু ইঙ্গিত আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ভুল আমারই হয়েছে, সে পথে না এগিয়ে। তখন আমি নানা কারনে বিশ্বাস করেছিলাম যে, আপনিও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, আমারই ভুল হয়েছিল, আপনি নির্দোষ। তবে এখনও ব্যাপারটি সম্পূর্ণ কুয়াশামুক্ত হয় নি। আমার অনুরোধ, আপনি মিঃ ডগলাস'কে বলুন ব্যাপারটি খোলসা করে বলতে।

হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। দেখলাম একটি মানুষ দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে ঘরের কোণের হাল্কা অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে ঘটল আরও বিস্ময়কর এক ব্যাপার। মিসেস ডগলাস বিদ্যুত গতিতে ঘুরে তার গলা জাপ্টে ধরল, তার বাড়িয়ে দেয়া হাত দু'টো চেপে ধরল বার্কার। অত্যাশ্চর্য ...অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার। মিসেস ডগলাস আর্তনাদ করে উঠল,—জ্যোক, এটাই উপযুক্ত পথ। তুমি ঠিক পথই বেছে নিয়েছ।'

BanglaBook.org

হোমস নির্বিকার ভাবেই জবাব দিল,—'হ্যাঁ, আপনি ঠিক পথই বেছে নিয়েছেন মিঃ ডগলাস। আপনিও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন এটাই উপযুক্ত···একমাত্র পথ।'

জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে হঠাৎ করে উজ্জ্বল আলোয় এলে মানুষ যেমন কিছুক্ষণ চোখ মিট মিট করতে থাকে লোকটির মধ্যেও ঠিক সে রকম বিস্ময়ের ঘোর নজরে পড়ল। আমাদের সবাইকে ভাল করে দেখে নিয়ে আমার দিকে দু'পা এগিয়ে এল, আমাকে হতবাক করে দিয়ে এক গোছা কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিল।

ঘরের মধ্যে অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছিল। আগন্তুকই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বলল,—'আমি আপনার সম্বন্ধে শুনেছি। আর এ-ও শুনেছি আপনিই এ-দলের লিপিকার। দেখুন, এ-রকম কাহিনী যে ইতিপূর্বে আপনার কলম দিয়ে বেরোয় নি তার জন্য আমি সর্বস্ব বাজী রাখতে পারি। অনুরোধ কাহিনীটি কিন্তু আমার মত করেই লিখবেন, পাঠক সমাজে অবশ্যই আদৃত হ'বে। দু' দু'টো দিন আমাকে আটকে রাখা হয়েছিল। দিনের আলোয় যেটুকু আলো ছিটকে ভেতরে ঢুকেছে তাতেই সব কিছু লিখেছি। তার সবই আপনার হাতে তুলে দিলাম—বলতে গেলে আপনার পাঠক-পাঠিকাদের। আমার এই লেখাতেই দি ভ্যালী অফ ফিয়ারের বিস্তারিত কাহিনী রয়েছে।'

হোমস আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন,—'আপনি যা বলতে চাচ্ছেন, সবই অতীত কাহিনী। আমরা চাই বর্তমান—বর্তমানের কথা জানতে চাই।

'—বর্তমান? হ্যাঁ বর্তমানের কথাও জানবেন বৈকি। মিঃ হোমস, আপনার কথা অনেক শুনেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি মুখোমুখি দেখা হ'বে।'

আমার হাতের কাগজগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন,—'দেখুন মিঃ হোমস, ওই পাণ্ডুলিপিগুলো দেখার আগে

BanglaBook.org

স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আমি নিজেই একেবারে তরতাজা খবর হ'য়ে হাজির হয়েছি।'

ম্যাকডোনাল্ড বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকাল। তিনি আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে রীতিমত চেঁচিয়ে উঠলেন, —'ব্যাপার কি। কিছুই তো আমার মাথায় ঢুকছে না। মশায় আপনি বলছেন, আপনিই বার্লস্টোন জমিদার বাড়ির মিঃ জন ডগলাস। তা-ই যদি হয় খুন হ'ল কে? আর কার খুনের তদন্তের জন্য আমরা হন্যে হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছি? আচ্ছা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মধ্যে জড়ালাম রে বাবা।'

হোমস রীতিমত ধমকের সুরে বললেন,—'আপনাকে নিয়ে তো পারা গেল না মশায়! তবু আপনি রাজা চার্লসের আত্মগোপনের ঘটনাটি পড়ে দেখবেন না। সে-সময়ে উপযুক্ত স্থানই এ-কাজে ব্যবহৃত হ'ত। তাছাড়া একবার যখন একটি জায়গা এ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, নতুন করে আবার ব্যবহার হ'বে আশ্চর্য কি? আমি আগেই ধরে নিয়ে ছিলাম, মিঃ ডগলাস'কে এই সীমানার মধ্যেই দেখতে পাব।'

ম্যাকডোনাল্ডের যত রাগ গিয়ে পড়ল হোমসের ওপর, —'আপনি তো আচ্ছা মজার লোক মশায়। সব জেনে শুনে আমাদের লেজে বেঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন? অহেতুক আপনার ও আমাদের সময় ও উৎসাহ ক্ষয় করে চলেছেন?'

ভুল বুঝবেন না মিঃ ম্যাক। কাল রাত্রেই আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছি। আজ সন্ধ্যার আগে আমার সিদ্ধান্তে প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলেই তো আপনাদের আজকের দিনটি বিশ্রাম করতে অনুরোধ করেছিলাম।'

এবার আপনিই বলুন, এছাড়া আমার কি-ই বা করার ছিল? জলাশয়ে এই পোষাকগুলো পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম মৃতদেহটি কিছুতেই মিঃ ডগলাসের নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তবে কার মৃতদেহ

BanglaBook.org

ওটি, তাই না? বুঝতে দেরি হ'ল না টানব্রিজ থেকে আসা সেই সাইকেলের মালিকেরই মৃতদেহ। এছাড়া কিছুই ভাবার ছিল না। তা-ই যদি হয় মিঃ ডগলাস কোথায়?—উবে তো আর যান নি। সেই মুহূর্তে এটা অনুমান করাই স্বাভাবিক ছিলাম, নিশ্চয়ই স্ত্রীও বন্ধুর কারসাজি। তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই সে সুযোগ বুঝে এখান থেকে সরে পড়বে।

হোমসের কথা সমর্থন করতে গিয়ে মিঃ ডগলাস বলল,—'হ্যাঁ, আপনার কথা অভ্রান্ত। ইচ্ছা ছিল আমি বৃটিশ আইনের চোখে ধুলো দেব। কারণ সে আইনে আমার প্রতি কি ব্যবস্থা নেয়া হ'বে জানি না। তাছাড়া চিন্তা করে দেখলাম নচ্ছাড়গুলো যেভাবে আমার পিছনে লেগেছে, নিজেকে মুক্ত করার এটাই একমাত্র পথ। সব শুনে আমার প্রতি যে ব্যবস্থা নেবেন, আমি মাথা পেতে নেব।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে আমাদের মনের ভাব বুঝে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল,—'আশা করি গোড়া থেকে বলা নিষ্প্রয়োজন। ও সব কথা তো লেখাই রয়েছে। ওটাও কিন্তু রহস্যজনক অত্যাশ্চর্য এক কাহিনী। ব্যাপারটি ছোট্ট করে বলছি শুনুন—এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আমাকে ঘৃণার চোখে দেখে। আমাকে ধরার জন্য যথা সর্বস্ব ব্যয় করতে রাজী। আমি বা তারা যতদিন একই আকাশের নীচে থাকব, আমি নিরাপদ নই। তাদের তাড়নায় আমাকে শিকাগো থেকে কালিফোর্নিয়া পালিয়ে যেতে হ'য়েছে। তারপর এক সময় আমাকে আমেরিকা-ছাড়া করেছে।

বিয়ে করে ঘর বাঁধার পর ভেবেছিলাম ভবিষ্যৎ সুখেই কাটাবে। কারন এই নির্জন-নিরালা পরিবেশে আমাকে কেউ উতক্ত করতে আসবে না। স্ত্রী-কে অতীত কাহিনী জানাইনি। তাকে আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কি লাভ। সারাটা জীবন দগ্ধে মরতে হ'বে। তবে মুখ ফসকে দু' একটি কথা বেরিয়ে গিয়ে থাকলে যদি কিছু আঁচ করে থাকি।'

BanglaBook.org

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথাগুলো শুনছিলাম।

একটু দম নিয়ে আবার বক্তব্য শুরু করল,—'গতকাল আপনারা তার সঙ্গে কথা বলার আগে সত্যি সে কিছুই জানত না। ঘটনার সেই রাত্রে সব কিছু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার সময় সুযোগ পাইনি। এমন অবশ্য সে সবই জানে, এখন ভাবছি আগে ভাগে সব বলে রাখাই ভাল ছিল।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিজের অপরাধটুকু স্বীকার করে আবার বলতে শুধু করলেন,—'শুনুন, এই ঘটনার আগের দিন আমি টানব্রিজ ওয়েলসে যাই। মুহূর্তের জন্য একটি লোক আমার নজরে পড়ে। মুহূর্তের জন্য হলেও আমার চোখ চিনতে ভুল করেনি। আমার সব চেয়ে বড় বৈরী। শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুকে আমার পিছন নিয়েছে —তাড়িয়ে মেরে বেড়াচ্ছে, বিপদ দরজায় কড়া নাড়ছে অনুমান করে সোজা বাড়ি চলে এলাম। তাড়াতাড়ি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ে ফেললাম। পরের দিন অষ্টক্ষণ সজাগ দৃষ্টি নিয়ে কাটাতে হয়েছে। এমন কি বাগানের দিকেও যাই নি। সুযোগ পেলেই পাখীমারা বন্দুক দিয়ে আমার বুকে গুলি বসিয়ে দিত। সেতুটি তোলা হ'ল। সত্যি বলতে কি সেতুটি তোলা হলেই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম। বিরাট একটি বোঝা যেন আমার মাথা থেকে নেমে যেত।

আমার শত্রু যে আগেভাগেই বাড়ি ঢুকে ওৎ পেতে রয়েছে বুঝতেই পারিনি। নিত্যকার অভ্যাস মত রাত্রের পোষাক পরে বাড়িটি ঘুরে দেখতে গিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। বিপদের গন্ধ পেলাম। আমার সব কটি ইন্দ্রিয় সজাগ হ'য়ে উঠল। হঠাৎ দেখি জানালার পর্দার নিচে একটি জুতো। মুহূর্তেই ব্যাপারটি আঁচ করে নিলাম। আমার হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে থেকে আলো আসছিল। মোমটি ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে হাতুড়িটি নিতে চেষ্টা করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে সে ও আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। লকলকে একটি ছুরি চিকচিক করে উঠল। উপায়ান্ত

BanglaBook.org

না দেখে হাতের হাতুড়ি ছুঁড়ে দিলাম। হাতুড়ি কোথায় আঘাত করল বুঝতে পারিনি। তবে ছুরিটি হাত থেকে পড়ে গেল।'

লোকটি ক্ষিপ্র গতিতে ওভার কোটের ভেতর থেকে নলকাটা ছোট্ট বন্দুকটি বের করে ফেলল। ঘোড়া টানার চেষ্টা করল। তাকে সুযোগ না দিয়ে আমি মরিয়া হ'য়ে বন্দুকের নলটি ধরে ফেললাম। শুরু হ'ল ধস্তাধস্তি। এমন অবস্থা যার হাত ফস্কাবে তার নিশ্চিত মৃত্যু। আশ্চর্য এত চেষ্টা করে তার মুঠো ঢিলে করতে পারলাম না। এক সময় বন্দুকের ফুঁটোটা সে নীচ করে ফেলল। আমিই হয়ত ঘোড়টি টিপে ধরে ছিলাম। আবার এমনও হ'তে পারে ধস্তাধস্তিতে ঘোড়াটি আপনা থেকেই স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। যেভাবেই হোক আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। দু' দু'টো নল দিয়ে বেরিয়ে সব কটি গুলি ওর মুখে গিয়ে লাগল। আমার সবচেয়ে বড় শত্রুর কদাকার মুখের দিকে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম কয়েক মুহূর্ত। তখন আর তাকে চেনা যাচ্ছিল না। জীবনে অনেক নিষ্ঠুর কাজ করেছি, কিন্তু ওর বিভৎস কদাকার মুখের দিকে তাকিয়ে মনটি কেমন হয়ে গেল। আকস্মিক ভাবান্তরটুকু কাটাতে সময় লেগেছিল।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে বার্কার ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে আমার স্ত্রী ও নেমে এল—হন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করল। আমি বাধা দিলাম, স্ত্রীলোকের এ-রকম দৃশ্য দেখা ঠিক হ'বে না। তাকে ওপরে যেতে বললাম, কথা দিলাম আমি শীঘ্রই ওর কাছে যাব। বার্কারকে দু'এক কথায় ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলাম। বাড়ির অন্য সবার উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল—কারো দেখা নেই। অনুমান করলাম বন্দুকের শব্দ শুনতে পায়নি। ঘটনার সাক্ষী কেবল আমরা তিনজনই।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল তবুও কেউ এল না। হঠাৎ বুদ্ধিটি আমারই মাথায় খেলল। লোকটির জামার হাতাটি সরে

BanglaBook.org

যাওয়ায় তার হাতের প্রতীক চিহ্নটি নজরে পড়ল।'

কথা বলতে বলতে মিঃ ডগলাস কোটের হাতা সরিয়ে নিজের হাতেও বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভুজ আঁকা রয়েছে দেখাল।

প্রতীক চিহ্নটি এবং তার দৈহিক উচ্চতা, গঠন ও গায়ের রং প্রভৃতি প্রায় আমারই মত। তার মুখ দেখে তো কিছু বোঝার উপায় ছিলই না। পনের মিনিটের মধ্যে আমি মিঃ বার্কারের সহযোগিতায় আমার রাত্রের পোষাকটি লোকটির মৃত দেহে পরিয়ে দিলাম। ওই বিশেষ কার্ডটি সে আমার মৃত দেহের পাশে রাখবে বলে এনেছিল। তার নিশ্চল নিথর পাশে ওটিকে আমি রেখে দিলাম। আমার আংটিটি তার আঙলে পরিয়ে দিলাম। বিয়ের আংটিটি এই দেখুন আমার আঙুলে শক্ত হ'য়ে বসে গেছে, খোলা গেল না। কাজেই ওটি আমার হাতেই রয়ে গেছ। ওপরের ঘর থেকে এক টুকরো প্লাস্টার এনে তার আঙুলে লাগিয়ে দিলাম। আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়েও প্লাস্টারটুকুর কথা চিন্তা করলেন না? একটু খেয়াল করে প্লাস্টারটুকু তুললেই দেখতে পেতেন তার তলায় কোন ক্ষত নেই।'

কথা শেষ করে মিঃ ডগলাস কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব হ'ল। বার কয়েক আমাদের মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার বলতে শুরু করল—'ভেবেছিলাম কিছুদিন গাঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে আমি শয়তান গুলোর হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাব। ভেবেছিলাম তারপর অন্য কোথাও গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বাকী জীবনটুকু নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারব। দলের অন্য সবাই যখন খবরের কাগজে দেখত যে, বাল্ডুইন তার চরমতম শত্রুর দেখা পেয়েছে, তাকে নির্বিঘ্নে ঘায়েল করেছে, নিশ্চিন্ত হ'ত। আমিও স্বস্তি পেতাম। বার্কার ও আমার স্ত্রীকে ব্যাপারটি ভাল করে বোঝাবার সুযোগ পাইনি। ওরা যেটুকু বুঝেছে তাতেই আমার কাজে সাহায্য করেছে। এমেসও ব্যাপারটি জানত। আমি এই নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে পড়লাম। পরবর্তী

BanglaBook.org

করনীয় যা সবই বার্কারের ওপর বর্তাল।'

বার্কার আমাকে লুকিয়ে রেখে ওর কাজ শুরু করল। জানালার কাছের কাঠটিতে এমনভাবে রক্ত মাখিয়ে দিল যাতে সবাই মনে করে কেউ ও-পথে পালিয়েছে। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে বার্কার ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। পরের ঘটনাটুকু আশা করি আপনাদের অজানা নয়।'

মিঃ ডগলাস কথা শেষ করে ঘর ময় পায়চারি শুরু করে দিলেন। বেশ কয়েক বার চক্কর মেরে এক সময় হোমসের সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল—'মিঃ হোমস, আমার এই কাজের জন্য বৃটিশ আইনে কি বিধান রয়েছে, বলবেন কি?'

হোমস ওকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলল,—'দেখুন মিঃ ডগলাস, বৃটিশ আইন ন্যায়ের পথেই রায় দেয়। আপনি অবশ্যই ন্যায় বিচারই পাবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞেস করছি—আপনি যে এখানে থাকেন, বাড়িতে ঢোকার উপায়, এমন কি বাড়ির কোথায় নিরাপদে লুকিয়ে থাকা সম্ভব, লোকটি তা জানল কি করে?'

'—দেখুন, এটি আমার ধারণার বাইরে।'

হোমসের মুখে ভাবান্তর লক্ষ করলাম। হঠাৎ কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম কঠোর হ'তে দেখলাম। সে বলল,—'আমার বিশ্বাস গল্পটি পুরো বলেন নি, আরও বাকী আছে। ইংরেজ আইনের চেয়ে, এমন কি আমেরিকান শত্রুদের চেয়েও ভয়াবহ বিপদ আপনার ওপর ভর করতে পারে। আমার পরামর্শ যদি নেন বলছি, খুব সাবধানে থাকবেন। আপনার বিপদ কিন্তু কাটেনি, বরং ঘোরতর রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে।'

মিঃ ডগলাসের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। মিসেস ডগলাসকেও রীতিমত আতঙ্কিত হয়েছেন লক্ষ করলাম।

BanglaBook.org

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

আঠার শ'পঁচাত্তর খ্রীস্টাব্দ। সেটি ছিল চৌঠা ফেব্রুয়ারী। শীতকাল, অনবরত তুষারপাত হচ্ছে। গিলমার্টন পর্বত মালার সর্বত্র বরফের ছড়াছড়ি। গিরিপথগুলো বরফের পুরু আস্তরণে বন্ধ হয়ে গেছে। রেল পথের অবস্থাও তথৈবচ। তবে বাষ্প চালিত লাঙল ব্যবহার করে বরফ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, লাইন বরফ মুক্ত। একটি গাড়ী রাশিকৃত কাল ধোঁয়া ছেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এগিয়ে চলেছে। লোহার খনির কুলি-বস্তিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাই এই বিশেষ গাড়ীটির কাজ।

সমতলের স্ট্যাগভিল থেকে উৎরাই পথটি ভারসিমা উপত্যকার শীর্ষদেশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহর ভারসিমার দিকে এগিয়ে গেছে। খুবই ঢালু এ-পথটি।

একটি মাত্র লাইন হলেও অনেক সাইডিং আছে। প্রতিটি সাইডিং এ কয়লা ও লোহা বোঝাই করার জন্য সারিবদ্ধভাবে লরি দাঁড়িয়ে থাকে।

সত্যি খুবই শান্ত পরিবেশ। জন কোলাহল এর শান্তি ভঙ্গ করেনি। কে ভেবেছিল জঙ্গলাকীর্ণ জায়গাটি একদিন মূল্যবান সম্পদ দান করে মানুষের অভাব মেটাতে সাহায্য করবে। গাড়ীটি যেন এই উপত্যকা থেকেই বুকে হেঁটে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে উঠে আসতে দেখা।

একটি যাত্রীবাহী গাড়ীও হিঁস হিঁস শব্দ করে এগিয়ে আসছে। এত লম্বা গাড়ীটিতে মাত্র ত্রিশ বত্রিশটি যাত্রী আয়েশ করে বসে। দিনের শেষে ক্লান্ত দেহে মজুরের দল বাড়ি ফিরছে। খনি মজুর ওরা। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হাসাহাসি কথা কাটাকাটি করার সময় ওরা বার বার বিপরীত দিকের কোনে বসে থাকা খাঁকি পোষাক

BanglaBook.org

পরা লোক দু'টির দিকে তাকাচ্ছিল। পুলিশের লোক ওরা। গাড়ীর আর এক কোণে একটি যুবক বিমর্ষ মুখে বসে। যুবকটি নিবিষ্ট মনে আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছে। ওর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। বলিষ্ঠ চেহারা। চোখে-মুখে বুদ্ধি দীপ্তির ছাপ।

যুবকটি এত কি ভাবছে! কারো সঙ্গে কোন কথা নেই, নিজেকে নিয়ে অষ্টক্ষণ মেতে রয়েছে। কিন্তু ভাবে মনে হয় মিশুকে স্বভাব, কিন্তু যেন ইচ্ছে করেই নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে রাখছে।

যুবকটি মাঝে মধ্যে বাইরের খোলা জানালা দিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে। খনি অঞ্চলটিকে যেন কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে। মনে হচ্ছে যুবকটি এ-অঞ্চলে নতুন, কোন দিন এদিকে আসেনি। এসবের ফাঁকে ফাঁকে যুকটি একটি মোটা চিঠি বের করে পড়ছে। পরমুহূর্তেই পকেট থেকে ছোট্ট একটি নোট বই বের করে কি যেন টুকে রাখছে। নোট বইটি পকেটে ঢুকিয়ে পকেট থেকে একটি পিস্তল বের করে দেখে নিল। নৌবিভাগীয় পিস্তল ওটি। গুলি ভরাই রয়েছে। বার কয়েক উল্টেপাল্টে দেখে পিস্তলটি আবার যথাস্থানে গুঁজে রাখল। শ্রমিকদের লুকিয়ে কাজটি করতে চাইলেও একজনের চোখে পড়েগেল পিস্তলটি।

শ্রমিকটি কৌতূহল প্রকাশ করে বলল,—'কি ব্যাপার, পিস্তল কি কাজে লাগে? সঙ্গে করে নিয়ে—'

যুবকটি ম্লান হেসে বললে,—'আমি সেখান থেকে আসছি সেখানে প্রায়ই এগুলো ব্যবহার করতে হয়।'

'—সেটা কোথায় মশায়?'

'—আমি শিকাগো থেকে আসছি, যুক্ত মানব সংঘের লোক আমি। সব বড় সহরেই আমাদের শাখা রয়েছে।

পুলিশের লোক দু'টি বেঞ্চে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে। শ্রমিকটি কথা প্রসঙ্গে বলল,—'পিস্তলটি সঙ্গে রেখে ভালই করেছ ভাই, ওটি এখানেও সঙ্গে রাখা ভাল। কিন্তু এখানে কি করতে এসেছ?'

BanglaBook.org

'—কাজের খোঁজে। দেখি চেষ্টা করে যদি কিছু পাই।'

খনি শ্রমিকটি হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরে বলল,—'আমাকে বন্ধু বলে মনে করতে পার। আমি স্ক্যামলাম তিন শ' একচল্লিশ নম্বর আস্তানায় থাকি। ভারসিমা উপত্যকায় ওটি, তোমাকে আমাদের দেশে দেখে এবং বন্ধুত্ব করতে পেরে খুবই আনন্দ পেলাম।

'—আমার নাম ম্যাকমুর্ডো। আগেই তো বলেছি, শিকাগো থেকে আসছি।

'—কিন্তু শিকাগো ছেড়ে এখানে কাজের খোঁজে এলে কেন?'

'—বিপদের সম্ভাবনা দেখে পালিয়ে আসতে হয়েছে। আপাতত এটুকু শুনেই খুশি থাক। বেশী জানতে চেয়ো না।

'—ঠিক আছে···ঠিক আছে। এখন কি ভারসিমায়ই যাচ্ছো?'

'—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ ভাই।'

'—সেখানে কোথায় উঠবে?'

একটি চিরকুট পকেট থেকে বের করে শ্রমিকটি সামনে তুলে ধরে বলল—এই যে ঠিকানা। জ্যাকব শ্যাফটার, শেরিডান স্ট্রীট।'

'—জায়গাটি আমার ঠিক জানা নেই। তবে বলে রাখছি, সেখানে গিয়ে কোন রকম অসুবিধায় পড়লে সোজা ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে ম্যাকগিন্টি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। তিনি হচ্ছেন ভারসিমা হাউসের শারীর শিক্ষক। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। এখন আমাকে নামতে হ'বে—চলি। ম্যাকগিন্টির কথা মনে রেখো কিন্তু।'

গাড়ী আবার হিঁস হিঁস আওয়াজ করতে করতে জমাট বাধা অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলল।

আচমকা একটি শব্দ শুনে ম্যাকমুর্ডো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। একটি পুলিশ তন্দ্রাটুকু কাটিয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুলে আড়মোড়া ভাঙল। ওর দিকে চোখ পড়তেই ঘুম জড়ানো ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল,

BanglaBook.org

—'মনে হচ্ছে আপনি এ-অঞ্চলে নতুন।'

'—হ্যাঁ নতুন। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?'

'—একেবারে যে কিছু হয়নি তা নয়। বন্ধু বাঁছাই করার সময় একটু সতর্ক হতে পরামর্শ দিতে চাই, আর কি।'

'—দেখুন, ব্যাপারটি আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমি আপনার পরামর্শ প্রার্থনা করিনি। তাই বলছিলাম কি উপযাচক হ'য়ে উপকার করতে না এলেই হয়ত ভাল করতেন।

'—আপনি কিন্তু মশায় মিছেই রাগের অপব্যবহার করছেন। আপনার ভাবগতিক ও কথাবার্তায় মনে হ'ল এ-অঞ্চলে আপনি নতুন। তাই আপনার ভাল করতে গেলাম, হিতে বিপরীত হ'ল দেখছি।'

'আমিও আপনার ব্যবহারে খুব প্রীতি নই। এই অযাচিত উপদেশের ব্যাপারটায় দেখা যাচ্ছে আপনারা একই চরিত্রের ধারক। একটু সুযোগ বুঝলেই লোকের মাথায় উপদেশের বোঝা চাপিয়ে দিতে ছাড়েন না।

পুলিশদের মধ্যে কাটখোট্টা গলায় উচ্চারণ করল,—'কথা বড্ড বেশী হ'য়ে যাচ্ছে, না কি? চটাং চটাং কথা শুনে তো মনে হচ্ছে আপনি একজন ঝাঁনু চিজ। ঠিক আছে পরিচয়টুকু হ'য়ে থাকল, আশা করি শীঘ্রই আপনার চরিত্রের আরও অনেক অনেক দিক বেরিয়ে পড়বে।

সঙ্গের অপর পুলিশটি সহকর্মীর সমর্থন পেয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে মনের ঝাল মেটাল,—'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ ভায়া। ঘাগু মাল···যাকে বলে একেবারে পেতি শেয়াল! হ্যাঁ, এ-অঞ্চলে দু-চার দিন থাকলে মুখোমুখি দেখা হ'তে বাধ্য। তখন বুঝিয়ে ছাড়ব বাছাধন কত ধানে কত চাল।'

সাপের লেজে পা পড়ল। ম্যাকমুর্ডো বাজখাই গলায় ফোঁস করে

BanglaBook.org

উঠল,—'যদি ভেবে থাকেন আপনাদের ভয়ে আমি গর্তে লুকোবো, খুব ভুল করবেন। মোকাবেলা করতে হ'লে দয়া করে একবারটি জ্যাকব শ্যাফ্‌টারের বোর্ডিং, শেরিডান স্ট্রীট বা ভারসিমা আসবেন, আমাকে পেয়ে যাবেন। কোন কিছু গোপন করার সামান্যতম ইচ্ছাও আমার নেই। আর একটি কথা মনে রাখবেন যে কোন দিন, যে কোন সময় আপনাদের মোকাবেলা করার মনের বল আমার রয়েছে। আমার দিক থেকে নিমন্ত্রণ রইল কিন্তু।'

ম্যাকমুর্ডোর ইস্পাৎ-দৃঢ় মনোবল এবং পরিষ্কার কথায় খনি-মজুরদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুরু হ'য়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

পুলিশ দু'জনও কিন্তু মুখে কুলুপএঁটে বসে নেই। তারা অনাবশ্যক ভাবে শরীরও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাক্যালাপে ব্যস্ত।

গাড়ীটি অনেকটা পথ একটানা দৌড়ে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। এক সময় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে আধো-আলো আধো-অন্ধকার ময় একটি ঢিবির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কাছেই ভারসিমা শহর। এ-অঞ্চলের সব চেয়ে বড় শহর। ম্যাকমুর্ডোও নামার উদ্যোগ করল। সঙ্গের ছোট্ট থলেটি তুলে নিয়ে দরজার দিকে দু'পা এগোতেই খনি-মজুর'দের মধ্যে একজন ছোট্ট করে ম্যাকমুর্ডো'কে ডাক দিল,—'এই যে বন্ধু।' ম্যাকমুর্ডো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দু'পা এগিয়ে গিয়ে নবাগত বন্ধু'টি মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

খনি-মজুরটি ফিস-ফিস করে বলল,—'ঈশ্বরের দোহাই বন্ধু, পুলিশের লোকের সঙ্গে কিভাবে অর্থাৎ কি ধরে কথা বলতে হয় তা তোমার ভালই জানা আছে দেখে খুব খুশি হয়েছি। তোমার জবাব-গুলো আমার খুবই মনে ধরেছে বন্ধু। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি চল। আমার কোনই অসুবিধা হ'বে না। তাছাড়া আমি তো শ্যাফ্‌টরের পাশ দিয়েই যাতায়াত করতে হয়।

ম্যাকুমুর্ডো ভারসিমার পথে এগিয়ে চলল। শহরে পা দেবার

BanglaBook.org

আগেই সে খনি-শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ এক দখল করে নিয়েছে।

ভারসিমা পুরনো এক শহর। খনিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ-শহর। ইদানিং কালে শহরের এখানে ওখানে সন্ত্রাসের কালো ছায়া। সুপ্রশস্ত উপত্যকার কারখানার ধোঁয়ার মত জমাট বাঁধা আতঙ্ক স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে স্থায়ী আসন নিয়েছে। রাস্তার পাশেই একটি আস্তানা। মদ-ব্যবসায়ীর একচালা। মজুরদের সস্তা দামের মদ সরবরাহকারী। শ্রমিকদের কাছে খুবই আকর্ষনীয় এ-আস্তানাটি।

ম্যাকমুর্ডোর পথ প্রদর্শক আঙুল উঁচিয়ে নির্দেশ করে বলল,—'আপনি ইউনিয়ন অফিসে যাবেন বলছিলেন না? ওখানেই···ওই ছোট্ট বাড়িটিতেই অফিস। ওর মাতব্বর ম্যাকগিন্টি।

ম্যাকমুর্ডো উৎসাহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা ভাই, বলতে পারো উনি কেমন লোক?'

'—বলছ কি বন্ধু! তুমি কি ওঁর কথা শোন নি?'

'—আমি তো বলেছি, এদিকটায় আমি নতুন। ওঁর সম্বন্ধে কিছু জানার সুযোগই পাই নি। তাই অত দূরে থেকে·····'

'—শোন, আমার ধারণা ছিল ইউনিয়নের বাইরের লোকের কাছে উনি পরিচিত। কাগজে মাঝে মধ্যেই নামটি দেখা যায় যে।' গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে আবার বলল,—'কারন কি জান? বিশেষ ব্যাপারের জন্য।'

ম্যাকমুর্ডো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

'—বন্ধু, তুমি দেখছি নেহাৎই সোজা মানুষ! যাক, এ-কটা বললাম বলে তুমি কিন্তু আবার কিছু মনে করে বসো না যেন। এ-অঞ্চলে তুমি এ-ব্যাপারের কথা প্রায়ই শুনবে, এটি হ'ল স্কার্ডবারের ব্যাপার।

'—হ্যাঁ ঠিকই বলেছ তো। শিকাগোতে থাকার সময় কাগজে স্কার্ডবারদের কথা পড়তাম। আচ্ছা, স্কার্ডবার মানে তো খুনীর দল, ঠিক বলেছি তো?'

BanglaBook.org

ম্যাকমুর্ডো'র কথা শুনে মজুরটি যেন আচমকা হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্ময় সূচক শব্দ উচ্চারণ করে নীচু গলায় বলল,—'চুপ! চুপ কর বন্ধু। প্রাণে বাঁচতে চাও তো ও-কথা কারো কাছেই বলবে না কিন্তু। এ-তো দূরের কথা, এর চেয়ে অনেক সাধারণ কাথার জন্য এখানে লাশ ফেলে দিয়েছে। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে এত বড় কথা! ধড়ে মুণ্ডু থাকবে না বলে রাখছি।'

ম্যাকমুর্ডো মুখ কাচুমাচু করে বলে উঠল,—'আমি অতসব কি করে জানব ভাই? কাগজের পাতায় প্রায়ই পড়েছি, তাই বলে ফেললাম।

'—আমি বলছিনা যে, তুমি মিথ্যে কথা পড়েছ।'—মজুরটি চার দিকে দেখে নিয়ে এমন একটি ভাব করল যে ধারে কাছে কেউ লুকিয়ে রয়েছে। এক সময় প্রায় ওর কানের কাছে মুখ এনে সাধ্যমত গলা নামিয়ে বলল,—'শোন, লোক মারলেই যদি তাকে খুন করা বলে তবে বলব, এখানে শুধু খুন কেন, অনেক কিছুই হয়। কিন্তু মনে থাকে যেন, ওসবের সঙ্গে জাক ম্যাকিগন্টিকে জড়িও না যেন। গাছ থেকে একটি পাতা পড়লেও ওর কাছে খবর চলে যায়। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কাউকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন উনি। আর যেখানে তুমি যাচ্ছ···যে ওটি চালাক ওর মত ভাল মানুষ এ-তল্লাটে দ্বিতীয়টি চোখে পড়বে না।' কথা শেষ করে ম্যাকমুর্ডোর ঝোলাটি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল কিছুদূর এগিয়ে মজুরটি এক আধ-ভাঙা দরজায় টোকা দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজা খুলে এমন একটি মুখ উকি দিল যা ম্যাকমুর্ডো মোটেই আশা করে নি।

একটি জাগ্রত রূপের আকর। সারা বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্য যেন যুবতীটির সর্বাঙ্গে জড়ো করে দিয়েছে। চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম। ম্যাকমুর্ডো বার বার চোখের পাতা ফেলে ভাবতে লাগল আমি কি জেগে?···নাকি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি! পারিপার্শ্বিক কুৎসিত পারিবেশ ও সর্বত্র নোংরার ছাড়াছড়ির জন্যই হয়ত যুবতীটির রূপ

BanglaBook.org

আরও বেশী করে চোখে ধরা দিয়েছে। যুবতীটির সর্বাঙ্গে চোখের মণি দু'টো বার কয়েক বুলিয়ে নেয়ায় ওর সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল।

রূপের টুকরোটুকু ঝিলিক মেরে উঠল,—'আমি ভাবলাম, বুঝি বাবা এসেছেন। আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করবেন? শহরে গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন হয়ত।'

ম্যাক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আধভাঙা গলায় কোন রকমে উচ্চারণ করল—'না, আমার এমন কোন তাড়ানেই। দেখুন, আমাকে এখানে থাকার জন্যই বলে দিয়েছে। এখানে আসার আগে চিন্তা ছিল, কি জানি জায়াগাটি কেমন লাগবে। এখন দেখছি, খারাপ লাগবে না।'

মেয়েটি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বলল,—'তাই নাকি? আসুন, ভেতরে আসুন। বাবা এক্ষুণি চলে আসবেন হয়ত। আমার মা বেঁচে নেই। বোর্ডিংটি আমাকেই দেখাশোনা করতে হয়। আমার নাম মিস এ.টি. শ্যাফটার। যাক, বাবা এসে গেছেন, কথা বলুন।'

এক প্রবীণ থপ্‌থপ করতে করতে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল। মুখে ক্লান্তির ছাপ। অনেক খাটাখাটি করে ফিরলেন মনে হচ্ছে। ম্যাকমুর্ডো খুব অল্প কথায় তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল,—'দেখুন, আমি শিকাগো থেকে আসছি। মিঃ মারফি আপনার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়েছে। চেনেন কি? উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ম্যাকমুর্ডো আবার বলতে শুরু করল,—'নাও চিনতে পারেন। সে নাকি অন্য কার কাছ থেকে ঠিকানাটি সংগ্রহ করেছিল। যাক, এখানে ক'দিন থাকার ইচ্ছে। আশা করি আপত্তির কিছু নেই?'

'—না, আপত্তির কি আছে মশায়! টাকা দেবেন, থাকবেন। আর এটা তো আমার ব্যবসা।'

'—আমাকে কি দিতে হ'বে?'

'—আরে মশায় দরদস্তুরের কি আছে? এসেছেন যখন থাকবেন

BanglaBook.org

……আর টাকার জন্য ভাববেন না, যা হয় দেবেন।' বিদেশ বিভূঁইয়ে এসেছেন, আপনার সুবিধা অসুবিধা আমাদের দেখতে হ'বে। যাক আপনি থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে আমাকে সপ্তাহে বারো ডলার দেবেন।

ম্যাকমুর্ডো রাজি হয়ে গেল। টাকার পরিমান একটু বেশী হলেও উপায় তো নেই।

শ্যাফটার আইনের হাত থেকে একজন পলাতক আসামী। ম্যাকমুর্ডো এখানে আস্তানা গেড়েই একটু একটু করে জাল বিছিয়ে দেবে মনস্থির করল। জানি না তার জালের সুতো কত শক্ত। আর মাছগুলো শক্তি সম্বন্ধেও সঠিক কোন ধারণা নেই। তবে অনেক জলে নামতে হ'বে সন্দেহ নেই। গভীর জল থেকে ডাঙায় তোলা খুব একটা সোজা হ'বে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিঃ শ্যাফটারের বোর্ডিং-এ ম্যাকমুর্ডো রাজসিক আরামেই আছে। সকাল-সন্ধ্যায় মিস শ্যাফটার নিজে হাতে চা করে এনে অতিথি আপ্যায়ন করে। আর মিঃ শ্যাফটারের ব্যবহারের তুলনা হয় না। আন্তরিকতা দিয়ে সহজেই নবাগত এই অতিথিটিকে আপন করে নিল। আর হবে না-ই বা কেন? অতিথি ম্যাকমুর্ডোর ব্যবহারও তো মনে রাখার মত। মিশুকে ও অমায়িক। এই বিশেষ গুণাবলীর ধারক ম্যাকমুর্ডো সহজেই ধারে কাছের মানুষগুলোর সঙ্গে মিশে গেল…প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। হপ্তাখানেকের মধ্যেই সে সবার খুবই প্রিয় হয়ে উঠল।

ম্যাকমুর্ডোর চরিত্রের একটি বিশেষ হ'ল লোকটি হাস্য রসিক। জাঁকিয়ে আড্ডা জমাতে তার জুড়ি নেই। টুকরো টুকরো বৈঠকী গপ্‌পো ফেঁদে উপস্থিত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা

BanglaBook.org

রাখে সে। গানের গলাও মন্দ-নয়। গান ধরলে কারো সাধ্য নেই উঠে চলে যায়। তার চারিত্রের আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, হঠাৎ করে দারুন ভাবে চটে যাওয়া। ঠিক যেমনটি গাড়ীর কামরায় রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল। সব কিছু মিলিয়ে বোর্ডার ও ধারে কাছের সবাই তাকে সমীহ করতে লাগল।

ম্যাকমুর্ডো মিস শ্যাফটারের ব্যাপারেও সে খুব মন খোলা ভাব দেখাতে লাগল। সে ধরতে গেলে এক রকম সবার সামনেই তার রূপ লাবণ্যের প্রশংসা করত। সে সঙ্গে এমন ভাব দেখাল যে, প্রথম দর্শনেই তাকে ভালবেসে ফেলেছে। প্রেম নিবেদনের ব্যাপারেও সে পিছিয়ে থাকল না। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলে ফেলল—তোমার রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে……তোমাকে ভালবাসার অধিকার দিয়ে আমাকে ধন্য কর সুন্দরী।

মিস শ্যাফটার কিন্তু তাকে খুব আমল দিল না।

ম্যাকমুর্ডো শিক্ষিত, সে সঙ্গে মিশুকে…অমায়িক ব্যবহার। তার পক্ষে হিসাব রক্ষকের একটি কাজ জুটিয়ে নেয়া অসুবিধা হ'ল না। নতুন কাজ, দায়িত্বও যথেষ্ট। সারাটাদিন বোর্ডিং-এর বাইরেই কাটাতে হয়, অন্য কিছু ভাবার সুযোগ কোথায় ?'

স্ক্যানলান-এর সঙ্গে ম্যাকমুর্ডো-র গাড়ীর কামরায় পরিচয় হয়েছিল। সে তার দেয়া ঠিকানা খোঁজ করতে করতে বোর্ডিং-বাড়িতে এসে হাজির হ'ল। ম্যাকমুর্ডো তখন বাইরে। ফিরে এসে দেখে স্ক্যানলান তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ম্যাকমুর্ডো ফিরে এসে স্ক্যানলান'কে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে অতিথি—আপ্যায়ন করল।

হুইস্কির খালি গ্লাসটি টেবিলে রেখে বলল,—'দেখ, ম্যাকমুর্ডো, তোমার ঠিকানাটি বুকে গেঁথে রেখেছিলাম। খোঁজ করতে করতে চলেই এলাম। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয়, তুমি আজ পর্যন্ত ম্যাকগিন্টি'র সঙ্গে দেখা করনি ? তাছাড়া শারীর শিক্ষকের কাছেও

BanglaBook.org

যাওনি। কি ব্যাপার বল তো তোমার।'

'—দেখ ভাই, ব্যাপারটি আশ্চর্য মনে হলেও উপায় ছিল না। এখানে এসেই একটি অস্থায়ী চাকরি জুটে গেল, ঝুলে পড়লাম। একদম সময় হাতে নেই।'

সবই বুঝলাম। তবুও তোমার উচিত ছিল সব কিছু সত্বেও সময় করে নেয়া। তুমি আজ পর্যন্ত ইউনিয়নের অফিসে গিয়ে নাম লেখাও নি·····লোকে শুনলে তোমাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলবে না। তার কুনজরে পড়লে তোমার নসিবে কি জুটবে স্বয়ং ঈশ্বরও হয়ত জানেন না। ভাল কথা, শুনলাম আমি ট্রেন থেকে নেমে যাবার পর এক পুলিসের সঙ্গে তোমার হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। ব্যাপারটি কি হে?'

'—শুনেছ ঠিকই। নোংরা ছোটলোকগুলোকে বুঝিয়ে দিয়েছি, বাঘের গায়ে হাত দিয়েছে।'

স্ক্যানলান ওর হাত দু'টো ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—'তাই নাকি? সেও কি পুলিসকে দেখতে পারে না, নাকি?'

এক গাল হেসে স্ক্যানলান জবাব দিল,—'ভাইরে, একবারটি তার কাছে, গেলেই বুঝতে পারবে। তুমি আমার কথা শোন, এক্ষুণি তার সঙ্গে দেখা করে এসো—তোমার ভালই হ'বে।'

সন্ধ্যার দিকে একজনের সঙ্গে হঠাৎ ম্যাকমুর্ডোর দেখা হ'ল। লোকটি সে কথা পাড়ল—'মশায়, আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রাণেশ্বরী এটির সঙ্গে আপনি মাখামাখি শুরু করে দিয়েছেন। আমি ভুল বলিনি তো?'

'—না, ঠিকই বলেছেন।'

'—তাই যদি হয়, ভয়—'

'—ভয়? এতে ভয়ের তো কিছুই দেখছিনে, মশায়। কিন্তু ব্যাপারটি কি খুলে বলুন তো।'

'—লোকটি স্কাউরারদের একজন হোমরাচোমরা, ওকে ভালবাসে।'

BanglaBook.org

ম্যাকমুর্ডো আগ্রহ প্রকাশ করে জবাব দিল,—'স্কাউরার! কিন্তু এদের আপনারা জুজুর মত এত ভয় করেণ কেন বলতে পারেন? এরা কারা? কেন এত ভয়?'

খুবই নীচু গলায় জবাব দিল—'খুব সাবধান, কাউকে বলবেন না যেন স্কাউরাররা হচ্ছে প্রাচীন মুক্ত মানব সংখ।'

'—তাই নাকি মশায়। যাক ভালই হ'ল, আমি নিজেও তো ওই সংঘের সদস্য।'

'—আপনিও ওদের সদস্য! আগে জানালে আপনাকে কিছুতেই এখানে মাথা গুঁজতে দিলাম না।'

'—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু প্রাচীন মুক্ত মানব সংঘের দোষটা কি? তাদের সংঘের উদ্দেশ্য মহৎ……দান-ধ্যানের মধ্য দিয়ে মানুষ-সমাজকে আপন করে নেয়া।'

'—অন্যত্র এরকমটা হ'তে পারে, কিন্তু এখানের কথা সতন্ত্র মশায়। ঠিক তার বিপরীত ও বলতে পারেন। এখানে এদের কাজ হচ্ছে, খুন খারাপি করা। খুনটুন নিয়েই ওরা মেতে থাকে। একটি খুনী সমিতি।'

'—খুনী সমিতি? কিন্তু আপনি কি প্রমাণ করে দিতে পারবেন?'

'—এমন কি কঠিন কাজ? পঞ্চাশটি খুনেও কি প্রমাণ হয় না? এই উপত্যকার ছেলে বুড়ো কারোরই অজানা নয়—ম্যানশষ্ট এবং মিলম্যান, নিকসন পরিবারের কথা। তাছাড়া অতি বৃদ্ধ মিঃ হিয়াম, দুধের বাচ্চা বিলি জেমস ও এ-রকম আরও অনেক ভাগ্যাহতের ঘটনা। প্রমাণ? এ-রকম ভুয়ি ভুরি প্রমাণ রয়েছে মশায়, কত চান?'

ম্যাকমুর্ডো খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখল—'দেখুন, আমি বলতে চাই, হয় আপনার বক্তব্যের উপযুক্ত প্রমাণ দিন নতুবা বক্তব্য প্রত্যাহার করুণ। আমি এখানে থাকতে থাকতেই দু'টোর

BanglaBook.org

একটা আপনাকে করতে হবে প্রমাণ, না হয় প্রত্যাহার। আপনি আমার কথা চিন্তা করুন, নিজেকে আমার জায়গায় বসান। জানেন আমি এ-শহরে নতুন। আমি এমন একটি সমিতির সদস্য থাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করি। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে আপনি এ-সমিতি দেখতে পাবেন, যারা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক। আমি কিন্তু এখানকার সমিতিতে যোগ দেব মনস্থ করেছি কিন্তু আপনি হঠাৎ এ-রকম মন্তব্য করে বসলেন—স্কাউরাররা খুনী—খুনখারাবি করে বেড়ায়!'

'—শুধু আমি কেন? সারা পৃথিবী জানে তাদের এই বিশেষ গুণের কথা। দেখুন একটি পিঠের স্বাদ এ-কোণে যেমন অন্য কোণেও একই রকম।'

'—কথার মারপ্যাচের দ্বারা এড়িয়ে গেলে চলবে না মশায়। আমি চাই হাতে নাতে প্রমাণ। আপনাকে প্রমাণ করে দেখাতে হ'বে।'

'—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশায়! কয়েকদিন থাকুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। মশায় আমার অনুরোধ—আপনি অন্য কোথাও চলে যান, এ-জায়গা ছাড়ুন। এই দলেরই একজন আমার এটি'র সঙ্গে ভাব জমাতে আসে, কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দেবার মত বুকের পাটা আমার নেই। আবার আপনি এসে ভিড়েছেন, যে নাকি খুনীর দলেরই একজন বলে পরিচয় দিচ্ছে। স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে বোর্ডার হিসেবে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—ক্ষমা করবেন!

এখান থেকে তল্পি গোটাতে হ'বে শুনে ম্যাকমুর্ডোর তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। এমন সুন্দর ব্যবস্থা ছেড়ে কোথায় মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজতে যাবে! বিমর্ষভাবে সারাটা দিন কাটল। সন্ধ্যার দিকে মিস এটি'কে একা পেল। নিজের বিপদের কথা জানাতে গিয়ে সব খুলে বলল, 'দেখ এটি, আমার কাছে এটা

BanglaBook.org

শুধুমাত্র মাথা গোঁজার সমস্যা নয়। পুরুষ মানুষ যা হোক একটা হিল্লে হয়েই যাবে। আসল সমস্যা কোথায় জান? সমস্যা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে মনে হ'লে আমার বুকের পাঁজরগুলো কেমন ঝনঝনিয়ে ওঠে। এ কয়দিনেই তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন জন্ম জন্মান্তরেও তা সম্ভব নয়। একমাত্র তুমিই পার এর বিহিত করতে।'

মিস এটি-র চোখের কোণে বিষাদের ছায়া। মিঃ ম্যাকমুর্ডো আপনি ভুল পথে পা দিয়েছেন। আপনার জন্য আমি আন্তরিক অনুতপ্ত—মর্মাহত। আপনার প্রেমের মর্যাদা দিতে আমি অক্ষম। আমি তো আগেও বলেছি—আমার একজন রয়েছে। তাকে আমি মনেপ্রাণে ভালবাসি। একই মন তো দু'জনকে ভাগ করে দেয়া যায় না। ভুল বুঝবেন না, আমাকে ক্ষমা করুণ।'

ম্যাকমুর্ডো বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল,—'স্বীকার করছি বড্ড দেরী করে ফেলেছি। কিন্তু আমি যদি তোমার জীবনের প্রথম পুরুষ হতাম···তুমি কি কাছে টেনে নিতে?'

মিস এটি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বুকের ভেতরের উতলে ওঠা তুফানের বহিঃপ্রকাশ ঘটল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ম্যাকমুর্ডো বিদ্যুৎগতিতে তারদিকে এগিয়ে গিয়ে বাদামী রং-এর হাত দু'টো চেপে ধরল। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—'এটি তোমার মনে অবস্থা আমার অজানা নয়। সামান্য আবেগের বশে তোমার ও আমার দু'টো জীবনকে নষ্ট করে দিও না। তুমি একটি বার শুধু বল তুমি আমার তবেই আমরা অবস্থার মোকাবেলা করতে পারব।'

'—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এখানে নয়

BanglaBook.org

ম্যাক, অন্য কোথাও আমাকে নিয়ে চল।'

'—কেন? অন্য কোথাও কেন এটি? এখানে থেকেই আমরা সারা পৃথিবীর সঙ্গে মোকাবেলা করব, তোমাকে রক্ষা করব। এখান থেকে সরে যাওয়া আমার সম্ভব নয়। তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছ এটি। আমরা তো স্বাধীন দেশের নাগরিক। তোমার আমার ভালবাসার মাঝখানে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কার আছে? মিছে ভয় পেয়ো না, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

ফ্যাকসে বিবর্ণ মুখে এটি কাঁদো কাঁদো স্বরে উচ্চারণ করল,—'তুমি ওদের চেন না ম্যাক, কী নির্মম নিষ্ঠুর এদের ব্যবহার। বল্ড্-ইন'কে তুমি চেন না। তাছাড়া ম্যাকগিন্টি ও স্কার্ডরার'দের সম্বন্ধে যদি জানতে এ-কথা বলতে পারতে না।'

'—আমি ওদের চিনি না সত্য। চেনার দরকারও নেই। ওরা আর কত নিষ্ঠুর হ'বে···বহু হিংস্র প্রকৃতির মানুষের মুখোমুখি হয়েছি আমি। তোমার বাবা'র মুখে যা শুনেছি, যদি সত্য হয় এই বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে চলেছে খুনখারাবি আর অরাজকতা। আর তাই যদি সত্য হয় তবে তাদের ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারের বিচার হচ্ছে না কেন? কেন এদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান হচ্ছে না। আমি চাই অন্যায়ের প্রতিকার হোক।

'—প্রতিকার? হাসালে ম্যাক কি করে প্রতিকার হবে? এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার মত বুকের পাটা কার আছে। ধড় থেকে মুণ্ডুটি নামিয়ে ফেলবে না! যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি কাগজে এসব ছাপা হয় শুনেছি, তুমি পড়নি?'

'—পড়েছি। শুনেছি ও সব। কিন্তু এতদিন ধারণা ছিল এ-নিছক গল্পকথা, আজ দেখছি সত্য। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে ওদের এ-কাজের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। অতীতের কোন নৃশংস অত্যাচারের বদলা দিতে গিয়েই আজ ওরা পাশবিকতায় মেতেছে।'

'—তুমিও আমাকে এ-কথা শোনাচ্ছ! ওই···ওই যে যার কথা

BanglaBook.org

তোমাকে বলেছি···বল্ডুইনও একই কথা বলেছে, আর সেজন্যই আমি ওকে ঘৃণা করি। শুধু ঘৃণা নয়, ভয়ও করি খুবই। মুখ ফুটে বলতে পারি না। প্রাণের মায়ায় মনের কথা গোপন রাখতেই হয়। তুমি আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। বাবা'কেও ওদের সংসর্গ থেকে সরিয়ে নিতে পারতাম। আমাদের জীবন হ'ত সুখের আতঙ্কহীন।'

ম্যাকমুর্ডো হঠাৎ কেমন যেন মিইয়ে গেল। নীচু গলায় কেটে কেটে উচ্চারণ করল,—'তুমি মিছেই আতঙ্কিত হচ্ছ এটি। তোমার বা তোমার বাবার এতে কোন ক্ষতিই হ'বে না। তুমি হয়ত একদিন স্বচক্ষে দেখতে পাবে, ওদের পাণ্ডাটির চেয়ে আমি কোন অংশে কমতি নই। তোমার মন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। তুমি অত সব ভেবে কুল কিনারা পাবে না।···কে? কে? কে এল?'

আচমকা দরজাটি খুলে গেল। কপাঠ ঠেলে একটি যুবক এমন-ভাবে হেলে দুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল যেন তারই বাড়ি তারই ঘর। মাথায় জড়ানো একটি টুপি, তারই তলায় শক্ত চোয়াল, টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক। ঘরে ঢুকেই আঁড় চোখে যুবক-যুবতী'দের দেখে নিল।

ম্যাকমুর্ডো'কে অবাক করে দিয়ে এটি সোল্লাসে লাফিয়ে উঠল,—'মনে হচ্ছে আপনি একটু আগেই চলে এসেছেন। যাক ভালই হ'ল, বসুন।'

হাত দু'টো কোমরে তুলে মিঃ বল্ডুইন রোষদৃপ্ত দৃষ্টিতে ম্যাক-মুর্ডো'র দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে ভারি গলায় বলল,—'আমার সম্বন্ধে এটি'র মুখে আশা করি শুনে থাকবেন, আমাদের সম্পর্কের কথাও নিশ্চয়ই বলেছে হয়ত?'

'—আপনার শুনেছি বটে, কোন সম্পর্ক আছে বলে জানানেই।'

'—যাক, শোনেন নি যখন আমার মুখ থেকেই শুনুন, এই যুবতীটি আমার ইয়ে। তাই বলছিলাম কি একটু সমঝে—'

BanglaBook.org

'—সমঝে চলার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

'—মিস্টার, আপনার মনে হচ্ছে এক হাত লড়বার সাধ হয়েছে।'

ম্যাকমুর্ডো গর্জে উঠল,—'হ্যাঁ, সাধ হয়েছে।'

এটি আতঙ্কে শিউরে উঠল। ম্যাকমুর্ডো'র দিকে ডান হাতটি বাড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল,—'ম্যাক, এ তুমি কী করছ। ওকে চেন না তুমি! ও তোমার সর্বনাশ করে দেবে।'

বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় এটির দিকে তাকিয়ে বল্ডুইন বলল,—'বাঃ চমৎকার! অনেকটা এগিয়েছ দেখছি। আবেগে একেবারে গদগদ, তাই না?'

এটি বল্ডুইনের দিকে দু'পা এগিয়ে মিনতিভরা স্বরে বলল,—'বল্ডুইন, ওকে মাপ করে দাও—সদয় হও—দয়া কর।'

ম্যাকমুর্ডো ধীর স্থির ভাবেই কথাটি ছুঁড়ে দিল,—'এটি, তুমি একটু সরে যাও। ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করে ফেলি। নইলে মিঃ বল্ডুইন, সুন্দর সন্ধ্যা—রাস্তায় গিয়েও আমরা মোকাবেলা করতে পারি।'

বল্ডুইন তেমনি বিদ্রুপাত্মক স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—'না, তোমাকে টিট করতে আমার হাত ময়লা করার দরকার হ'বে না। এ-ঘর ছাড়ার আগেই তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব এখানকার মাটি খুবই শক্ত। এমুখো না হলেই ভাল করতে ছোকরা।'

'—আমিও তো তা-ই চাচ্ছি। আর মনে হয় এটাই উপযুক্ত সময়।'

'—আমার উপযুক্ত সময় আমিই বেছে নিতে পারব, তোমার উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। এদিকে দেখে নাও।'—জামার হাতাটি তুলে অদ্ভুত একটি চিহ্নের দিকে ম্যাকমুর্ডো'র দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইল। একটি বৃত্তের মাঝে একটি ত্রিভুজ আঁকা। হাতাটি নামিয়ে দিয়ে আড় চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,—'মানে জান?'

'—জানার দরকার আছে বলে মনে করি না।'

BanglaBook.org

'—জানবে। সময়ে সবই জানতে পারবে।'—এটি'র দিকে ফিরে —'আর মিস এটি তোমাকেও ফণা নামিয়ে আমার পায়ে এসে পড়তে হ'বে, জেনে রেখ। তখনই তোমার প্রাপ্য শাস্তি বলে দেব। নিজে হাতে বিষবৃক্ষ লাগিয়েছ, ফল তোমাকেই ভোগ করতে হ'বে।'—কথা বলতে বলতে সে রাগে গজগজ করতে করতে চৌকাঠ ডিঙিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বল্ডুইন বিদায় নিলে ম্যাকমুর্ডো ও এটি কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এক সময় এটি ছুটে গিয়ে ম্যাকমুর্ডো'র বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল,—'ম্যাক তোমার সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে! তবুও তোমাকে বলছি, তোমাকে ওরা এখানে থাকতে দেবে না—পালাতেই হ'বে। আজ রাত্রেই—। ম্যাক, এতগুলোর বিরুদ্ধে তুমি একা কি করবে। তার ওপর ম্যাকগিন্টি ওদের সর্দার। পুরো দল ওরই কথায় বসে ওঠে।'

'—তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন, বল দেখি? আমি নিজেও একজন 'ফ্রীম্যান।'

ওদের চেয়ে বড় একটা ভাল নই। তোমার বাবা'কেও একথা জানিয়ে দেব। আমাকে ভালমানুষ ভাবলে ভুল করবে। আমার ওপর ঘৃণা হচ্ছে, তাই না?'

'—আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোমাকে ঘৃণা করতে পারব না ম্যাক। শোন, তুমি যখন 'ফ্রীম্যান' ম্যাকগিন্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব করছ না কেন? তোমার ভাল হ'বে, আমার কথা শোন। সব কথা তাকে বল। বিচ্ছুগুলো তোমাকে ছাড়বে না বলে দিচ্ছি।'

'—ভাবছি তা-ই করব। তোমার বাবা'কে বলে দিও, আজ রাত্রিটুকু আছি, কাল সকালেই তল্পিগুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।'

দেখতে দেখতে মদোমাতাল'দের ভিড় জমে উঠল। সারা শহরে এই একটাই ভাঁটিখানা। সারাদিন খনিতে হাড়ভাঙা খাটুনির পর আনন্দ-স্ফূর্তি করার মত এইটিই একমাত্র সম্বল।

BanglaBook.org

সবারই বিশ্বাস ম্যাকগিন্টিই গুপ্ত সমিতির কর্ণধারা। ওরই অঙ্গুলি হেলনে সমিতির যাবতীয় কর্মপন্থা স্থির হয়। সবাই সমীহও করে খুবই। সমীহ করার কারনও রয়েছে খুবই। একে উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার ওপর পৌর সভার সদস্য। সে সঙ্গে পথ-দপ্তরের কনিশনারও বটে। গুণ্ডা বদমায়েশ'দের ভোটেই লোকটি বলীয়ান। ওঁরাও ওর কাছে সুযোগ-সুবিধা পাবে বলেই একটু তেলিয়ে চলে। ম্যাকগিন্টি কিন্তু সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্র নয়। নিরীহ নাগরিকদের চোখ রাঙিয়ে মোটা টাকা আদায় করতে ইতস্তত করে না। প্রাণের মায়ায় নাগরিকরা মুখ বুজে সব সহ্য করে।

দরজা ঠেলে ম্যাকমুর্ডো ঘরটায় ঢুকল। চৌকাঠ ডিঙোতেই জমাট বাঁধা তামাকের উগ্রগন্ধ, আর সস্তা দামের মদের গন্ধে ঘরটির বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে। এক পাশের দেয়ালে হেলায় দিয়ে উঁচালম্বা পেশীবহুল একজন দাঁড়িয়ে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। লোমশ চেহারা, গলা পর্যন্ত দাড়ি নেমে এসেছে। ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে একগোছা কোঁকড়ানো চুল। চোখের মণি দু'টো রক্তাভ। ভাঙা চোয়াল-দু'টো দাঁড়িতে ঢেকে দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই মনে হয় লোকটি সুবিধের নয়—নিষ্ঠুরতার ছাপ মুখের প্রতিটি শিরায় উপশিরায় শয়তানের মূর্ত প্রতীক। হ্যাঁ, এ-ই—এ-ই হচ্ছে সর্বজনপরিচিত ম্যাকগিন্টি।

ম্যাকমার্ডো দু'হাতে মাতালগুলোকে ঠেলে রাস্তা করে নিয়ে লোকটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল।

কয়েক হাত দূরে দু'টি যুবক চশমার ফাঁক দিয়ে অপরিচিত এই লোকটির গতিবিধি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করছিল।

ম্যাকগিন্টি ছোট্ট করে প্রশ্ন করল—'নতুন মনে হচ্ছে? কই, আগে কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!'

ম্যাকমুর্ডো সংযত ও মার্জিত ভঙ্গিমায় নিবেদন করল,—'আমি

BanglaBook.org

ধরেই নিয়েছি আপনিই ম্যাকগিন্টি। এখানকার আদবকায়দা আমার জানা নেই। আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এলাম।'

ম্যাকগিন্টি সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তাচ্ছিলের সঙ্গে জবাব দিলেন,—'ভালই তো, ইচ্ছে যখন দেখা কর। আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছ। দেখে কি মনে হচ্ছে আমাকে?'

ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল,—'দেখা মাত্রই কোন একজন সম্বন্ধে ধারণা করা শক্ত। জানি না আপনার চেহারার সঙ্গে আপনার ভেতরের কি মিল আছে।'

'—তুমি কি নিজের ইচ্ছাতেই এসেছ, নাকি কেউ পাঠিয়েছে?'

'—নিজের ইচ্ছেতে নয়, পাঠিয়েছে।'

'—পাঠিয়েছে? কে পাঠিয়েছে?'

'—ভারসিমার তিন শ' এক চল্লিশ আস্তানার ভাই স্ক্যামলানের কাছ থেকে এসেছি।'

'—তাই নাকি? তবে তো তোমাকে ভাল করেই দেখতে হয় হে। আরও কাছে সরে এসো। ওই দিকটায়, আবডালে একটু বল তো।'

ম্যাকগিন্টি ওকে নিয়ে পাশের ছোট্ট একটি ঘরে ঢুকল। একটি কেরোসিনের পিপের ওপর বসে ম্যাকমার্ডো'র মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

ম্যাকমার্ডো একটি হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পরীক্ষাটাকে গায়ে না মেকে মেনে নিল। ম্যাকগিন্টি আচমকা একটি পিস্তল বের করে ক্রুর হাসি হেসে বলল,—'এদিকে তাকাও হে ছোকরা। কোন রকম চাতুর্যের সাহায্য নিলে ফল পেতে দেরী হ'বে না।'

ম্যাকমুর্ডো নির্বিকার। ছোট্ট করে হেসে বলল,—'ফ্রিম্যান'দের আস্তানার শারীর-শিক্ষকের উপযুক্ত কাজই করেছেন। নবাগতকে সম্ভাষণ জানাবার অভিনব উপায় দেখছি।'

ম্যাকগিন্টি ওর কথাটি এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—'তুমি কোন

BanglaBook.org

আস্তানায় আছে ?'

'—উনত্রিশ নম্বর শিকাগোতে। আঠার শ' বাহাত্তরের চব্বিশে জুন দলে ঢুকি। জেমস্ এইচ স্কট হচ্ছেন শারীর-শিক্ষক, আর জেলার শাসনকর্তা হচ্ছেন, বার্থোলোমিউ উইলসন।'

'—বেশ ভাল কথা। তুমি কথায় যেমন পটু কাজেও তেমন চটপটে তো ? নাকি মুখেই মারিতং জগত ? যাক, এ-অঞ্চলের আস্তানার কামকাজ সম্বন্ধে কিছু জানা আছে ?'

'—জানি। শুনেছি এখানে ভাই হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।'

'—ভুল শোননি। কিন্তু শিকাগো ছেড়ে চলে এলে কেন ?'

'—সে-কথা ফাঁস করার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।'

ম্যাকমুর্ডোর কথায় সে বেশ অবাক হ'ল। এ-রকম উক্তি শুনতে অভ্যস্থ নয়। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল—'আমার কাছে কারণ বলার বাধা কোথায় ?

'—আছে। অবশ্যই আছে। কোন ভাইয়ের উচিত নয় অন্য ভাইয়ের কাছে মিথ্যে বলা।

'—তবে তোমার শিকাগো ছাড়ার পিছনে এমন কারণ জড়িয়ে রয়েছে যা লোকের কাছে প্রকাশ করা যায় না, তাই নয় কি ? শোন, যে লোক তার অতীতের কথা বলতে পারে না, তাকে তো আমাদের দলে জায়গা দেয়া যায় না।

ম্যাকগিন্টি'র কথায় ম্যাকমুর্ডো কেমন যেন অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পকেট থেকে এক টুকরো জীর্ণ কাগজ বের করে বলল,—'একজন সহকর্মীর ওপর তড়পাবেন না আশা করছি।

কথাটি কানে যেতেই ম্যাকগিন্টি বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল—শুনে রাখ, আর একবার এ-ধরণের কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। খুব হুঁসিয়ার বলে দিচ্ছি।'

ম্যাকমুর্ডো নরম সুরে বলল,—'কিছু মনে করবেন না কাউন্সিলার

BanglaBook.org

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। যাক, এই চিরকুটটি পড়ে দেখুন।

চুয়াত্তর সালে শিকাগো মার্কেট ষ্ট্রীটের লেক সেলুন-এ জোনাস পিন্টো নামক একটি লোকের গুলিবিদ্ধ হবার বিবরণ লেখা রয়েছে চিরকুটটিতে।

ম্যাকগিন্টি চিরকুট থেকে চোখ তুলে প্রশ্ন করল,—'কেন তাকে গুলিবিদ্ধ করেছিলে?'

'—আমি অন্য একজনের সহায়তায় জাল ডলার তৈরী করতাম। জোনাস পিন্টো ওগুলো বাজারে চালাত। একদিন সে কাজ ছেড়ে ভেগে পড়তে চাইল। আমি বিপদের আশঙ্কায় তাকে গুলি করে কয়লা-খনি অঞ্চলে চম্পট দেই। শুনেছিলাম সেখানে পুলিশের উৎপাত খুব কম।'

ম্যাকগিন্টি চোখ দু'টো কপালে তুলে বিদ্রুপাত্মক সুরে বলল,—'দেখা যাচ্ছে তুমি ডলার জাল করতে, খুনের কাজেও হাত পাকা। যাক তোমার উন্নতি আটকায় কে হে। চেষ্টা করলে এখনও কি ডলার তৈরী করতে পারবে?'

পকেট থেকে কয়েকটি ডলার বের করে ম্যাকগিন্টির সামনে তুলে ধরে বলল,—'এই দেখুন সেই ডলার, এগুলো কিন্তু ওয়াশিংটন টাকশালে তৈরী নয়।'

ম্যাকগিন্টি ডলারগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে বলল,—'তাজ্জব ব্যাপার দেখছি। পরিচয় হয়ে ভালই হ'ল, তোমাকে দিয়ে আখেড়ে কাজ হ'বে। তাছাড়া দু'-একজন খারাপ লোকও দলে রাখা দরকার। মাঝে মধ্যেই আমাদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে হয়। কয়েকজন ইদানিংকালে আমাদের পিছন নিয়েছে। সময় মত রগড়ে দিতে না পারলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।'

মুচকি হেসে ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল,—'কোন চিন্তা করবেন না। ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। তাছাড়া আমি পিস্তল

BanglaBook.org

বের করার সময়ও তোমাকে এতটুকু বিচলিত হ'তে দেখিনি।

'—বিচলিত হবার তো কিছু ছিল না। এই দেখুন আমার পকেটেও গুলিভর্তি পিস্তল রয়েছে। অষ্টক্ষণই আপনার ওপর কড়া নজর রাখছিলাম, আমার লক্ষ খুবই অব্যর্থ বলে আমি মনে করি।'

ম্যাকগিন্টি ওকে জড়িয়ে ধরে বলল,—'তোমার মতই একজন লোক আমার দরকার ভাই। তোমার কলজে খুবই শক্ত দেখছি, উপকারে আসবে।

হঠাৎ বল্ড্ুইন ঘরে ঢুকল। ম্যাকগিন্টির সামনে ম্যাকমুর্ডো'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ কেমন মুষড়ে পড়ল। এক সময় মুখ খুলল,—'কাউন্সিলার, এই লোকটির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

'—তুমি কি বলবে আমি জানি না। তোমাকে বলে রাখছি আমাদের এক নতুন ভাই। তোমার সঙ্গে কোন তিক্ততা হ'য়ে থাকলে মিটিয়ে নাও। সব ভুলে গিয়ে হাত মিলিয়ে নাও।'

'—না, অসম্ভব।'

ম্যাকমুর্ডো বেশ গম্ভীর স্বরে বলল,—'দেখুন, উনি যদি মনে করেন আমি কোন অন্যায় করেছি আমি লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত। উনি যেখানে যেভাবে লড়াইয়ে নামতে চান তাতেই আমি তৈরী। কাউন্সিলার ও শারীর-শিক্ষক হিসেবে বিচারকের ভূমিকায় আপনিই থাকুন।'—ম্যাকগিন্টির দিকে দু'পা এগিয়ে আবার বলল,—দেখুন, ব্যাপারটি হচ্ছে একটি মেয়েকে নিয়ে। আমার মনে হয় মনের মানুষ বেছে নেবার অধিকার ওর রয়েছে।'

ম্যাকগিন্টি বলল,—'ঠিকই তো। ওর ইচ্ছের মূল্য দিতেই হ'বে।

বল্ড্ুইন গর্জে উঠল—'এটাই কি আপনার মত কাউন্সিলার?'

'—হ্যাঁ—আমার এ-ই মত। তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'—না, কিছুই বলার নেই। তবে একেবারে একজন নবাগত ও অজ্ঞাত কুলশীলের জন্য সতের বছরের সহকর্মীকে এভাবে ঠেলে না

BanglaBook.org

ফেললেই হয়ত ভাল করতেন। আমাদের ভোটেই তো—'

'—আমার ভাল মন্দের চিন্তা আমাকেই করতে দাও।'—উত্তেজিত ম্যাকগিন্টি বল্ডুইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর টুটি চেপে ধরল।'

ম্যাকমুর্ডো ছুটে গিয়ে ম্যাকগিন্টি'র হাত ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে বলল,—'কাউন্সিলার, করছেন কি? সংযত হোন···ছেড়ে দিন।'

ভীত-সন্ত্রস্ত বল্ডুইন ছাড়া পেয়ে কয়েক হাত দূরে ছিঁটকে পড়ে রীতিমত থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

ম্যাকগিন্টি গর্জন করে উঠল—'হারামজাদা, তুমি ভেবেছ আগামী ভোটে আমাকে ডিঙিয়ে তুমিই শারীর-শিক্ষক নির্বাচিত হ'বে। দলের লোকেরা তা ঠিক করবে। যতদিন আমি রয়েছি আমার কথায় ওঠাবসা করতে হ'বে বেয়াদপি করলে জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব। ওসব চিন্তা ছেড়ে এসো হাতে হাত মিলিয়ে দলের কাজ করি।'

'—তবে তো আমাদের বিবাদ মিটেই গেল। ব্যাপারটি তবে এখানেই নিষ্পত্তি হয়ে যাক। আমরা কেউ কিছু মনে রাখব না, কি বলুন?

'—হ্যাঁ, আমারও তা-ই মত। ম্যাকমুর্ডো'কেও বলে রাখছি, নিজেদের মধ্যে আবার তিক্ততা সৃষ্টি করলে ছেড়ে কথা বলব না! আর একটা কথা, তুমি কাল থেকে আমাদের আস্তানায় যোগ দেবে। আমাদের এখানকার নিয়ম-কানুনগুলো ভাল করে জেনে নেবে। আমাদের রীতিনীতির শিকাগোর সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই, সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতিটি নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হ'বে, নতুবা কঠিন শাস্তি, মনে থাকে যেন।'

BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

ম্যাকমুর্ডো বুড়ো জ্যাকফ স্যাফটারের বাড়ি ছেড়ে দিল। তল্পিতল্পা নিয়ে সে শহরের একান্তে নিরালায় অবস্থিত বিধবা ম্যাকনামারা'র বাড়িতে গিয়ে উঠল। তার সঙ্গে এসে যোগ দিল গাড়ীর সেই বন্ধুটি। সে-ও ঘুরতে ঘুরতে ভারসিমায় এসে আস্তানা গেড়েছে। বিধবা বুড়ির বাড়িতে ওরা বাদশাহী মেজাজেই দিন কাটাতে লাগল। বুড়ি একা থাকে, তিন কুলে কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা নিরালা পেয়ে তাদের গোপন কাজগুলো করতে ও নির্বিবাদে পরিকল্পনা করার পক্ষে এটি উপযুক্ত স্থানই বটে।

বুড়ো শ্যাফটারের আস্তানা ছেড়ে দিলেও ম্যাকমুর্ডো'র সঙ্গে তার সদ্ভাব আগের মতই রইল। সময়-সুযোগ পেলেই ম্যাকমুর্ডো সোজা এখানে চলে আসে। বুড়োর মেয়ে এটিও ওর সঙ্গে মেলামেশা অক্ষুন্ন রাখতে পেরে খুবই খুশি।

ম্যাকমুর্ডো তার জাল ডলার তৈরীর ছবিগুলো তার দলের ভাইদের ডেকে ডেকে দেখাতে লাগল। তবে প্রত্যেক'কে দিয়ে ব্যাপারটা গোপন রাখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে তবে ছাঁচের কাছে নিয়ে যেত। ছাঁচগুলো এমন সতর্কতার সঙ্গে নিখুঁতভাবে তৈরী যে, ওগুলোর সাহায্যে যে মুদ্রা তৈরী হ'ত তা সাধারণের ধ্যান-ধারণার বাইরে।

ম্যাকমুর্ডোর বন্ধুরা তো অবাক, এমন বিদ্যা যার রপ্ত রয়েছে, সে কেন সামান্য মাইনের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি করতে যায়! তার চাকরির দরকার কি?

চাকরি করার যুক্তির সমর্থনে ম্যাকমুর্ডো জবাব দেয়,—অর্থাগমের কোন পথ যদি লোককে দেখানো হয় তবে দু'দিনেই পুলিসের লোক গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তার আস্তানায় এসে হাজির হ'বে।

BanglaBook.org

একদিন তো পুলিসের কাছে ম্যাকমুর্ডো প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিল। সেদিন মদের আড্ডায় খুবই ভিড়। সন্ধ্যায় মজুররা ক্লান্ত দেহে এখানে এসে হাজির। কয়েক পেগ সস্তা দামের মদগলার ছিদ্র পথে পেটের মধ্যে চালান দিয়ে দিতে পারলে ব্যস। শরীর চাঙা হয়ে ওঠে। 'কোল এণ্ড আয়রণ পুলিস।' পুলিসের লোকটি ঘরে পা দিতেই সবাই হৈ হট্টগোল থামিয়ে কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। অনেকে আবার আড় চোখে তাকে দেখতে লাগল। আবাক কাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের পুলিস ও দুস্কৃত কারীদের মধ্যে অদ্ভূত একটা সম্পর্ক। হঠাৎ দেখা গেল পুলিসের লোকটি সুঁড়িখানার ক্রেতাদের দলে ভিড়ে গিয়ে বোতল নিয়ে মেতে উঠল। ম্যাকগিন্টির চোখে-মুখে তখনও কোন রকম বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা যায় নি।

স্বাভাবিক সুরেই ম্যাকগিন্টি জিজ্ঞেস করল,—'আচ্ছা, আপনি তো নতুন ক্যাপ্টেন, তাই না?'

'—আপনার অনুমান অভ্রান্ত। একটি কথা কি জানেন, শহরের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে আমরা কিন্তু আপনার ওপরে অনেকাংশে আস্থা রাখি। আমার নামটি হয়ত আপনার জানা নেই,—ক্যাপ্টেন মারভিন।'

'—বাইরে থেকে আপনাদের নিয়ে আমার কোন দরকারই ছিল না। আমরা নিজেরাই সামলে উঠতে পারতাম। আপনার ধনিক শ্রেণীর পেটুয়া, নিরীহ শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালাতেই তো প্রচুর টাকা দিয়ে আপনাদের পোষা হচ্ছে।

হাতের গ্লাসটি টেবিলে রাখতে গিয়ে পুলিশ অফিসার ব্যস্ত হ'য়ে বললেন,—'ভাবছেন কেন মশায়, আমরা তো আর আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করছিনে। বরং মিলেমিশেই কাজ করা যাবে। যে যার নিজের নিজের কতব্য করে গেলেই হ'ল—কোন দ্বন্দ্বই দেখা দেবে না, তাই না? কথা শেষ করে দরজার দিকে পা বাড়াতেই

BanglaBook.org

ম্যাকমুর্ডো'র মুখোমুখি হ'তেই সোল্লাসে বলে উঠল—'কী ব্যাপার, এ যে চেনা মুখ মনে হচ্ছে।'

ম্যাকমুর্ডো তীব্র প্রতিবাদের সুরে গর্জে উঠল,—'বাজে কথা বললেন না, মশায়। মোটেই পরিচিত নয়। কোন দিন আপনার বা আপনার দলের কারো পরিচিত ছিলাম না।'

'—তুমি এড়িয়ে গেলে কি হ'বে। আমি হলপ করে বলতে পারি তুমি শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমুর্ডো, মিথ্যে বলেছি? আশা করি তোমার জানা আছে এই কয়লা-খনি-অঞ্চলে আসার আগে আমি শিকাগোতে ছিলাম। সেখানকার কোন দাগী আসামীকে এক নজর দেখলেই চিনতে পারব।'

'—ও, আপনি তবে শিকাগো সেণ্ট্রালের মারভিন? ভুল করিনি তো?'

'—না। জোনাস পিণ্টো হত্যাকাণ্ডের—'

'—না, আমি তাকে মারিনি।'

'—স্বীকার করছি, করনি। মৃত্যুটি কিন্তু অসাধারণ ছিল। তা না হ'লে তোমাকে কাবু করা কোন ব্যাপারেই ছিল না। যাক, পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার ইচ্ছে নেই, লাভই বা কি? একটি কথা বলে যাচ্ছি, তোমার বিপক্ষে কোন প্রমাণ মেলেনি, তোমাকেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করাও সম্ভব হয়নি। ইচ্ছে করলে নির্ভয়ে সেখানে ফিরে যেতে পার।'

'—তেমন কোন ইচ্ছে নেই।'

'—যাক, যাবার আগে একটি কথা বলে যাচ্ছি। আমি তোমাকে ঘাঁটাব না, কিন্তু বেলাইনে পা বাড়ালে কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না।' কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন চৌকাঠ ডিঙিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

ম্যাকমুর্ডো আস্তানায় গিয়ে হাজির হ'ল। সেটা ছিল এক শনিবার। ম্যাকগিন্টি অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে

BanglaBook.org

দিল। ম্যাকমুর্ডোতো সকলের চোখে হিরো। কদিন আগে ক্যাপ্টেন রেস্তোরায় তার খুনের কথা ফলাও করে প্রচার করায় স্থানীয় মস্তানরা তাকে প্রচার করায় সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছে। অতএব তাকে নতুন সদস্য হিসাবে বরণ করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন ভালই হয়েছে। ইউনিয়ন হাউসের প্রশস্ত হল ঘরে তার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হ'ল। উপস্থিত সদস্য জনা ষাটেক। এরাই কিন্তু সব নয়। উপত্যকায় আরও কতগুলো গোপন আস্তানা রয়েছে। মারাত্মক কোন ব্যাপার ঘটলে আস্তানাগুলোর সদস্য বিনিময় করা হয়। এর উদ্দেশ্য স্থানীয় সদস্যদের পুলিস থেকে শুরু করে সবাই চেনে। নবাগতকে দিয়ে কুকাজগুলো সহজেই ও নির্বিঘ্নে হাসিল করানো সম্ভব।

শ' পাঁচেক সদস্যের মধ্যে মাত্র জনা ষাটেককে এখানে উৎসবে যোগ দিতে দেখা যাচ্ছে। হল ঘরে সারিবদ্ধভাবে চেয়ার-টেবিল পাতা। প্রত্যেক টেবিলেই মদের বোতল ও বিচিত্র রং-এর গ্লাস। সুদৃশ্য একটি চেয়ারের ম্যাকগিন্টি বসলেন তারই দু'পাশে চেয়ারের সারি। পদস্থ অফিসারদের জন্য এগুলো রক্ষিত। অফিসারদের মধ্যে বল্ডুইনকেও দেখা যাচ্ছে। এদের প্রত্যেকেই বয়সে প্রবীন। এছাড়া সাধারণ সদস্য যারা উপস্থিত রয়েছে অধিকাংশই যুবক। বয়স আঠার থেকে পঁচিশের মধ্যে। মুখের দিকে তাকালে বিশ্বাস করা কঠিন যে এরা প্রত্যেকেই খুনীর দলের সদস্য। খুন ও রাহাজানি এদের একমাত্র পেশা। যে কোন নৃশংস কাজ করে তারা গর্ববোধ করতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। কাউকে খুন করার পর গর্বের সঙ্গে খুনের ব্যাপারটি প্রচার করে থাকে। কাজ হাসিল করে উল্লাস করতেও এতটুকু বিবেকে বাঁধে না। আসলে ন্যায়-অন্যায় বোধ ও বিবেক বিসর্জন দিয়েই আস্তানায় ঢুকতে হয়। সাধারণ মানুষগুলো তাঁদের সংসর্গ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে। চোখের ওপর খুন হলেও কেউ এগিয়ে এসে বাধা দেয় না

BanglaBook.org

বা বিচারের সময় সাক্ষ্য দিতেও যায় না।

আনন্দ ফুর্তি ও হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে পানাহার-পর্ব চলছে। ম্যাকমুর্ডো সদ্য পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে পরিচয়ের পাটটুকু মিটিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ কাঠের পার্টিশনের ওপিঠ থেকে কাদের ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে আসছে। ম্যাকমুর্ডো উৎকর্ণ হয়ে ওদের আলাপ-আলোচনা শুনতে চেষ্টা করল। হ্যাঁ, অনুমান ঠিকই। ওর প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছে। ম্যাকমুর্ডোকে তো আগেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। তাকে নাকি এক কঠিন পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হ'বে। কথাটি শোনার পর সে সর্বদা চোখ-কান খুলেই রাখে। পার্টিশনের দিকে হেলে নিঃসন্দেহ হ'তে চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ঠিকই তো ওর সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে।

ম্যাকমুর্ডো ব্যাপারটি অনুমান করার চেষ্টা করল। এমন সময় একজন রক্ষী ঘরে ঢুকল। চোখের মনি দু'টো পানাহাররত লোকগুলোর ওপর বুলিয়ে নিয়ে সে বলল,—'আমার ওপর নির্দেশ রয়েছে একে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার।

চোখ বেঁধে ম্যাকমুর্ডোকে নিয়ে চলল রক্ষীটি। ম্যাকমুর্ডো লোকের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা সবই শুনতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। দূর থেকে ম্যাকগিন্টির গলা শুনতে পেল।

ম্যাকগিন্টির সামনে ওকে হাজির করা হ'ল। ম্যাকগিন্টি বলল,—'তুমি কি শিকাগোর উনত্রিশ নম্বর আস্তানার সদস্য ছিলে?'

ম্যাকমুর্ডো নীরবে মাথা নাড়ল।

দেখ আমাদের নতুন সদস্যকে সর্ব প্রথমে কতগুলো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তোমাকেও যে পরীক্ষা দিতে হ'বে, রাজী তো?'

'—হ্যাঁ, অবশ্যই রাজী।'

'—তুমি মনের দিক থেকে যদি শক্ত হও তবে এক পা এগিয়ে তার পরীক্ষা দাও।'

ম্যাকমুর্ডো এগোবার জন্য সবে পা বাড়ানোর চিন্তা করল। অমনি দু'টো বিন্দু এমনভাবে ওর চোখ দু'টোর ওপর এসে পড়ল যে,

BanglaBook.org

সামান্য এগিয়ে গেলেই চোখের মণি দু'টো নির্ঘাৎ গলে যাবে। কিন্তু ম্যাকমুর্ডো বিচলিত হওয়ার পাত্র নয়। পা বাড়িয়ে যেই এগোতে যাবে অমনি অদৃশ্য চাপটি মিলিয়ে গেল। প্রমাণীত হ'ল ম্যাকমুর্ডোর মনোবল খুবই দৃঢ়—কর্তব্যে অবিচল।

ম্যাকগিন্টি এবার প্রশ্ন করল,—'যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা আছে তোমার?'

ম্যাকমুর্ডো'র নির্ভিক কণ্ঠ শোনা গেল,—'পরীক্ষা করে দেখলেই দ্বিধা দূর হ'বে। পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত।'

মুহূর্তের মধ্যে সে হাতে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করল। কিন্তু সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল। কোন রকম চীৎকার চেঁচামেচি করল না। দম বন্ধ করে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণার মোকাবেলা করে গেল। এক সময় স্বাভাবিক সুরেই উচ্চারণ করল—'এর চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা রাখি, পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

ম্যাকমুর্ডো'কে উপস্থিত সবাই বাহাবা দিয়ে উঠল। আস্তানার অন্য কেউই পরীক্ষায় এমনতর কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। ম্যাকগিন্টি ওর পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর চোখের বাধন খুলে দিল।

চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে ম্যাকগিন্টি বলল,'—দেখ ভাই, আগেই বলে রাখছি, গোপনিয়তা ও বিশ্বস্ততার শপথ নিয়েছ, ভঙ্গ করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দলপতির নির্দেশ যে কোন অবস্থায়, যে কোন পরিস্থিতিতে পালন করতে তৈরী থাকতে হ'বে।'

ম্যাকমুর্ডো মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'—ঠিক আছে ভারসিমার তিনশ' একচল্লিশ নম্বর আস্তানা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করল।

ম্যাকমুর্ডো এবার নিজের দিকে নজর দেবার সুযোগ পেল। আচমকা হাতে কেমন যন্ত্রণা বোধ করায় চোখ ঘুরিয়ে দেখল—একটি রক্তবর্ণ বৃত্ত আঁকা রয়েছে, তার মধ্যে একটি ত্রিভুজ। লোহা গরম

BanglaBook.org

করে চেপে ধরা হয়েছে।

ম্যাকমুর্ডো'কে চিহ্নটির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সদস্য বলল,—'এ কষ্ট আমাদেরও সইতে হয়েছে, এই দেখ চিহ্ন। তবে তোমার মত মুখ বুঝে থাকতে পারিনি। রীতিমত কান্নাকাটি করতে হয়েছে আমাদের।

আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হ'ল। এবার শুরু হ'ল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কাজ। শুরুতেই ম্যাকগিন্টি বলল,—'এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে দু'শ' উনপঞ্চাশ নম্বর আস্তানার কর্মকর্তার পাঠানো চিঠিটি পড়ে দেখা। আমি পড়ছি, সবাই মন দিয়ে শোন,—

"সুপ্রিয়,

এ-অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী'রে অ্যাণ্ড ষ্টু মার্সের এণ্ড্রে'কে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে। আশা করি বিস্মৃত হননি পাহরাওয়ালাকে খুন করার ব্যাপারে আমাদের দু'জন ভাই আপনাদের খুবই সাহায্য করেছে। এ-কাজের সকৃতজ্ঞ প্রতিদান আপনাদের আস্তানার কাছে আমাদের পাওনা আছে! আপনি লোক পাঠালে এই আস্তানারই সদস্য হিগিন্স তাদের দায়িত্ব নেবে। তার ঠিকানা তো আপনার জানাই আছে। সে সঙ্গে করে নিয়ে কোথায়, কবে এবং কাজটি সারতে হ'বে তাও ভালভাবে বুঝিয়ে দেবে।

ইতি

আপনার শুভানুধ্যায়ী

জে, ডব্লু, উইণ্ড ডি. এম. এ, ও, এফ।

ম্যাকগিন্টি হাতের চিঠিটি ভাঁজ করতে করতে বলল,—'দেখ, ওদের কাছে আমরা সত্যি ঋণী! যখন যে কোন ব্যাপারে আমরা ওদের লোক চেয়ে পাঠালে বিমুখ করেনি। তাই আমাদের চোখ বুজে থাকা উচিত হ'বে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্বেচ্ছায় কে এ-কাজের দায়িত্ব নিতে চাচ্ছ বল

যুবকদের মধ্যে কয়েক'জন সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে সম্মতি জানাল।

ম্যাকগিন্টি বলল—'ঠিক আছে, বাঘা করম্যাক তোমার ওপর আমার আস্থা রয়েছে। গতবার তুমি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলে। আর উইলসন্, তুমিও রাজী আছ।'

'—হ্যাঁ, রাজী। কিন্তু আমার পিস্তল নেই, ব্যবস্থা করে দিতে হ'বে।'

'—পিস্তলের জন্য চিন্তা নেই, সময় মত পেয়ে যাবে। আর একটি কথা. আগামী সোমবার সেখানে পৌঁছোলেই চলবে। মনে রেখ, কাজ হাসিল করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।'

উইলসন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,—'আমরা রাজী, কিন্তু লোকটির অপরাধ কি জানতে পারি কি?'

'—নিষ্প্রয়োজন। ওর কাজের বিচার করেই ওখানকার আস্তানার কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে নিয়েছেন। ওদের ওপর বিশ্বাস রেখেই আমাদের কাজ করতে হ'বে। আমাদের দায়িত্ব নির্বিঘ্নে কাজ সেরে ফিরে আসা, ওরাও তা-ই করে থাকে। আগামী সপ্তাহেও ওদের দলের দু'জন ভাই এখানে আসছে।

'—দু'জন এখানে আসছে? কারা আসছে?'

'—এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাক। এর পরেরটুকু জানার চেষ্টা করো না।' টেড বল্ডুইন প্রথম মুখ খুলল,—'আজ জানার দরকার দেখা দিয়েছে। এখানকার মানুষগুলো বড্ড বেড়ে গেছে লক্ষ করছি। গত সপ্তাহেই তো ফোরম্যান ব্লেকার আমাদের তিনজনকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ওর পাওনা এবার ওকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে।'

ম্যাকমুর্ডো হঠাৎ বলে উঠল,—'স্যার, লোকের দরকার হলে আমাকে কাজে লাগাতে পারেন, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।'

ম্যাকগিন্টি'র পাশে বসে থাকা অতিবৃদ্ধ সেক্রেটারি হ্যারাওয়ে

BanglaBook.org

বলল,—আমি সাফ কথা বলছি, আস্তান নিজে থাকতে ওকে কাজে না লাগানো পর্যন্ত ওর উচিত মুখ বুজে থাকা। অতি উৎসাহ দেখানো ঠিক হ'বে না।'

সভাপতি ম্যাকমুর্ডো'র পিঠ চাপড়ে বলল,—'ব্যস্ত হয়ো না ভাই, তোমারও পালা আসবে। আমাদের বিশ্বাস, তুমি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবে। আজ রাত্রে একটি কাজ আছে, তুমি চাইলে করতে পার।'

'—সুযোগ দিন। আমি তো সুযোগের অপেক্ষায়ই রয়েছি।'

'—ঠিক আছে। ঠিক আছে, রাত্রে এসো, বলব সব। আমাদের অবস্থা সবই জানতে পারবে। এখন সব চেয়ে আমাকে জানতে হবে ব্যাংকে আমাদের টাকার পরিমাণ কি আছে। এর কারণ জিম কার্ণয়্যাওয়ের বিধবার পেন্সনের ব্যাপারটির চিন্তা করতে হ'বে। আমাদের দলের জন্যই তো তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাই বিধবার একটি উপযুক্ত গতি করে দেয়া আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।'

একজন ম্যাকমুর্ডো'র পাশেই বসেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'গত মাসে আমরা যখন মার্লে ক্রীক-এর চেষ্টার উইলকক্স'কে খুন করার চেষ্টা করি তখনই জিম গুলিবিদ্ধ হ'য়ে মারা যায়।'

ব্যাঙ্কের পাস বই খুলে খাজাঞ্চি জানাল—'ব্যাঙ্কে টাকার পরিমাণ ভালই আছে। কোন রকম উৎপাত না করার জন্ত ম্যাক্স লিণ্ডার এণ্ড কোম্পানী পাঁচশ' টাকা দিয়েছে। ওয়াকার ব্রাদার্স একশ' টাকা পাঠিয়েছিল, পাঁচ টাকা ফেরৎ পাঠিয়েছি। জানিয়েছি বুধবারের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা না পেলে তাদের মেশিন গরবর করতে পারে। গত বছর আগুন লাগিয়ে দিয়েই তাদের পথে আনতে হয়েছিল। ওয়েষ্ট সেকশন কোলিং কোম্পানী ইতিমধ্যেই তাদের দেয় মিটিয়ে দিয়েছে। অতএব আমাদের জমা টাকা দিয়ে যে কোন দায় মিটিয়ে দেয়া সম্ভব।

সদস্যদের একজন জিজ্ঞেস করল,—'আচ্ছা, আর্চিসুইণ্ডনের খবর

BanglaBook.org

বলতে পারেন কি ?'

'—তল্পিতল্পা গুটিয়ে জেলা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে। সবই বেচে দিয়ে গেছে। চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে একদল ব্ল্যাকমেলারে উমেদার হয়ে বিরাট একটি খনির মালিক না হয়ে, বরং নিউইয়কে ঝাড়ুদারের কাজ করা অনেক শান্তির। ভাগ্য সুপ্রসন্ন চিঠিটি আমাদের হাতে পড়ার আগেই কেটে পড়েছে। আশা করি এ-উপত্যকা মুখি আর হবে না।'

ভাইদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করল—'ওর সম্পত্তি কে কিনেছে জানতে পারি কি ?'

'—স্টেট এ্যাণ্ড মার্টিন কাউন্টি রেলরোড কোম্পানী কিনে নিয়েছে।'

'—গর্ত বছর একই ভাবে টডম্যান এবং লী-এর কয়লা খনি বিক্রি হয়। কে কিনেছে সেগুলো ?'

'—একই কোম্পানী কিনেছিল।'

—আর ইদানিং কালে শুমান, ভ্যান ডেহের চুম্যানসন আর এ্যাটউড প্রভৃতির লোহার কারখানা কিনে নিয়েছে কারা, জানতে পারি কি ?

'—ওয়েস্ট গিলমারটন জেনারেল মাইনিং কোম্পানী সবই কিনে নিয়েছে।'

'মালিকদের কাছ থেকে কে কিনে নিয়েছে তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার কি আছে ?'

—স্যার, নিশ্চয়ই আছে। দশ দশটি বছর ধরে এ-কাজ চলে আসছে। ফলে ছোট ছোট কার না আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। যা পাচ্ছি তা হচ্ছে, 'রেলরোড' অথবা জেনারেল আয়রণ-এর মত তাবড় তাবড় কোম্পানীকে পাচ্ছি। তাদের ডিরেকটররা ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে থাকে বলে আমার পাত্তাই দেয় না। ফলে আমাদের ক্ষতির অঙ্কবেড়েই চলেছে। ছোট ব্যবসায়ীরা

BanglaBook.org

আমাদের ওপর কথা বলার সাহস পেত না। টাকা ও ক্ষমতার অভাবই ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক। এ-সব বড় বড় কোম্পানী যদি বোঝে তাদের লভ্যাংশে আমরা ভাগ বসাচ্ছি তবে আদালতের শরণাপন্ন হ'তে ইতস্তত করবে না। স্বাভাবিকভাকেই আমাদের সমূহ ক্ষতি সম্ভাবনা।'

যুক্তি পূর্ণ ও নিজেদের ভাগ্য বিপযয়ের কথাগুলো শুনে সবাই বিষণ্ণ মুখে বসে থাকল।

মুহূর্তকাল নীরব থেকে বক্তা আবার বলতে শুরু করল,—'আমার বিচার-বুদ্ধিতে যা বলে তা হচ্ছে ছোটছোট কোম্পানীগুলোর ওপর থেকে আমাদের চাপ লাঘব করা দরকার। ওরা নিশ্চিহ্ন হ'লে আমাদের শক্তিও স্তিমিত হ'তে বাধ্য।'

ওর তেমন মনঃপূত না হওয়ায় সদস্যদের মধ্যে চাপাগুজ্ঞন শুরু হ'ল।

দলপতি ম্যাকগিন্টি আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। লোকটিকে থামিয়ে দিতে গিয়ে বলল,—'বাজে কথা। আস্তানার সদস্য'দের মধ্যে যতদিন একতা থাকবে ততদিন কেউ আমাদের ক্ষমতা খর্ব করতে পারবে না। আদালতে এটা আমি বার বার প্রমাণ দিইনি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস বড় বড় কোম্পানীগুলিও ছোট ছোট কোম্পানীর মতই ঝামেলা না করে টাকা দেয়াই শ্রেয় মনে করবে। যাক, আজকের মত এখানেই সভার কাজ শেষ করছি। তবে নিজ নিজ ঘরে ফেরার আগে একটু আমোদ-অহ্লাদ করে নেয়া থাক।

অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এরা। একজন মানুষের বুকে ছুরি চালিয়ে দেয়া এদের কাছে যেন কোন ব্যাপারই না। লুঠতরাজ তো হামেশা করেই চলেছে, ক্লান্তি নেই এতটুকুও। অনুশোচনার ধার ধারে না এরা। দিনের শেষে হাসিমুখে মদের আসরেও যোগ দেয়। আনন্দ-ফূর্তি হৈহল্লোড়ে মেতে ওঠে।

একের পর এক মদের বোতল শূন্য করে সদস্যরা যখন রীতিমত

BanglaBook.org

মৌজে রয়েছে তখন ম্যাকগিন্টি বলে উঠল—'ভাই সব এ-শহরের এক-জন লোককে কমিয়ে দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে। লোকটিকে আশা করি বুঝতে পারছ? হেরাল্ড পত্রিকার জেমর স্টেঙ্গার। বিচ্ছুটি আমাদের বিরুদ্ধে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছে।

সদস্যদের মধ্য থেকে সম্মতি সূচক গুঞ্জন শোনা গেল। পকেট হাতড়ে এক চিলতে কাগজ বের করল ম্যাকগিন্টি। ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল—'আইন-শৃঙ্খলা। খনি-অঞ্চলে আতঙ্ক। আমাদের এই অপরাধ জগতের কথা তো বারো বছর আগেই লোকের চোখে ধরা পড়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচার আজ তাদের সভ্য মানুষের চোখে কলঙ্কিত করে তুলেছে। ইওরোপের সৈরাচারী শাসনের হাত থেকে পালিয়ে আসা মুক্তিকামী মানুষেদের নিয়েই এ-দল গড়ে উঠেছে। আজ তারা সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব গড়ে তুলেছে। আমরা কি এদের এমনি ভাবে এড়িয়ে চলে প্রশ্রয় দিয়েই যাব?' পড়া বন্ধ করে ম্যাকগিন্টি গর্জে উঠল—'ভাই সব। আমাদের বিরুদ্ধে এ-সব কথা লিখেছে হেরল্ড পত্রিকার সম্পাদক জেমস স্টেঙ্গার। এখন তোমরাই বল—ওকে কি করা উচিত?'

সমবেত কণ্ঠ ভেসে উঠল—'খুন। কোন ক্ষমা নয়—খুনই এক-মাত্র পথ।

মরিম নামে একজন সদস্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলল,—আমরা কি বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছি না? এমন একদিন হয়ত আসবে এই উপত্যকায় আমাদের শত্রুর সংখ্যা চরমে উঠবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবে। জেমস স্টেঙ্গার বৃদ্ধ এবং এ-শহরের সর্বজন শ্রদ্ধেয়। ওর কাগজেরও যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তাকে খুন করলে সারা যুক্তরাষ্ট্রে আগুণ জ্বলে উঠবে। সে আগুণে আমরা স্বাভাবিকভাবেই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাব।

'—অসম্ভব! কাকে দিয়ে আমাদের ধ্বংস করাবে? পুলিসের সাহায্যে? ওদের একটি বড় ভগ্নাংশই তো আমাদের কেনা গোলাম।

BanglaBook.org

আদালতের শরণাপন্ন হ'য়ে? তাও পেরে উঠবে না। অতীতে বহু ভাবে চেষ্টা করেছে—ব্যর্থ হয়েছে।

মরিস বলল,—'বিচারের দায়িত্ব বিচারক লিঙ্কের ওপর বর্তাতে পারে।'

ম্যাকগিন্টি পূর্বস্বর অনুসরণ করে বলল,—'আমার একটি মাত্র অঙ্গুলি হেলনে দু' শ' লোক ব্যাপারটিকে বাঞ্চাল করতে ছুটে আসবে। মুহূর্তের মধ্যেই সব সাফ সুতরা হ'য়ে যাবে।'—কণ্ঠস্বরে অধিকতর গাম্ভীর্য এনে গর্জে উঠল—'ভাই মরিস, এদিকে শোন—অনেকদিন ধরেই তোমার গতিবিধির ওপর আমি নজর রাখছি। তোমার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, অন্যকেও তোমার দলে টানতে চাইছ। আমাদের তালিকায় তোমার নাম উঠলে তা তোমার পক্ষে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হ'বে। মনে হচ্ছে, শীঘ্রই তালিকায় নামটি তুলে দেয়া দরকার।'

মুহূর্তের মধ্যে মরিসের মুখটি ফ্যাকাসে-বিবর্ণ হয়ে গেল। মদের গ্লাসটি নামিয়ে রেখে হাত কচলে বলল,—'মহামান্য দলপতি, বেফাঁস কিছু বলে থাকলে আমি অনুতপ্ত। উপস্থিত সদস্যদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশাকরি আমার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আপনাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। আসল কথা হচ্ছে আস্তানার কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হ'য়ে উঠি। প্রভু, আমার চেয়ে অনেক বেশী বিচার-বুদ্ধি ধারণ করেন আপনি। আমার মধ্যে কোন অন্যায় দেখলে আশাকরি নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।'

ম্যাক-গিন্টি ম্লান হেসে বলল,—'উত্তম। তোমাকে শাস্তি দিতে আমি কম আঘাত পেতাম না। আমার একই কথা যতদিন আমি ক্ষমতায় রয়েছি, আস্তানার ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখবই। সম্পাদক স্ট্যাঙ্গার'কে খুন করা হ'বে না। এ-রকম কিছু করে বসলে দেশের পত্রিকাগুলো এক সঙ্গে হৈ হৈ জুড়ে দেব। তবে ওকে একটু শিক্ষাও দেয়া দরকার।—বেশ করে রগড়ে দিতে হ'বে।'

কথা শেষ করে ম্যাকগিন্টি ঘরের সদস্যদের মুখের ওপর চোখের

BanglaBook.org

মণি দু'টো ঘুরিয়ে এক জায়গায় স্থির করে বলল,—'ভাই বল্ডুইন, এ-কাজের দায়িত্ব তোমার ওপরই দিতে চাচ্ছি, রাজি ?

'—হ্যাঁ, রাজি। ছ' জন'কে সঙ্গে নিতে চাই। ছ'জন ছাড়াও দরজায় পাহারা দেবার জন্য দু'জন দরকার। স্ক্যানলান, গাউয়ার, উইলাবিরা দু'জন এবং ম্যানসেন।'

'—কিন্তু নতুন সদস্য-ভাইকে আমি কথা দিয়েছি। ওকে যে সঙ্গে নিতে হ'বে, নিয়ে যাও।'

'—ভালই তো, যাক।'

সভাভঙ্গ হ'ল। মাতালদের কেউ কেউ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল, আবার কেউ বা মদের বোতল কোলে নিয়ে টেবিলে আঁকড়ে পড়েই থাকল। যাদের ওপর কাজের দায়িত্ব বর্তেছে ওরা পথে নেমে এল।

কনকনে শীত পড়েছে। হাড় পর্যন্ত জমে যাওয়াব উপক্রম। হাঁটতে হাঁটতে বল্ডুইনের দলটি একটি বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সদর দরজায় বড় বড় হরফে লেখা। ভারসিমা হেরাল্ড'। ছাপাখানার কাজ চলছে, মেশিন চলছে, বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ম্যাকমুর্ডো'কে লক্ষ্য করে বল্ডুইন বলল,—'তুমি ভাই দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখবে। আর্থার উইলবি তোমার কাছেই থাক। বাকী সবাই আমার সঙ্গে যাবে। ভয়ের কিছুই নেই ভাই সব। এই মুহূর্তে আমরা যে পানশালায় রয়েছি তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

ম্যাকমুর্ডো ও অন্য দু'জন নীচে রইল। বল্ডুইন তার দলবল নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তড়িৎ গতিতে ওপরে উঠে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওপরের ঘর থেকে চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ শোনা গেল। ঠিক অমনি সময়ে একজন অতিবৃদ্ধ লোক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে চেষ্টা করল। পারল না, ধরা পড়ে গেল। চোখের পলকে লোকটি

BanglaBook.org

বিকট চীৎকার করে উপুড় হ'য়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি লাঠির ঠকঠক আওয়াজ উঠল।

ভাগ্যাহত বৃদ্ধ যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। বল্ড্ইন ওর ওপর ঝুকে রয়েছে। সুযোগ পেলেই আঘাত করছে। প্রাণে মারবে না তবুও যাতে উচিত শিক্ষা হয় তারই চেষ্টা চালাচ্ছে লোকটির ওপর।

ম্যাকমুর্ডো ছুটে গিয়ে বলল,—'এবার রেহাই দাও। লোকটি মরে যাবে যে।

বল্ড্ইনের মাথায় যেন খুন চড়ে গেছে। সে গর্জে উঠল,—নতুন লোক তুমি, মেলা তড়পিও না।'

ম্যাকমুর্ডো চোখের পলকে পিস্তল বের করে ওর দিকে উঁচিয়ে ধরে বলল,—'দলপতির নির্দেশ ছিল প্রাণে না মারা। তুমি খুশি মাফিক কাজ করলে ছেড়ে কথা বলব না। দু'জনেই মারমুখি। পরিস্থিতি মোড় ঘুরল যখন ওদেরই একজন দৌড়ে এসে খবর দিল ওপরের ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে; লোকজনের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। পরিস্থিতি সুবিধার নয় দেখে বল্ড্ইন তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পালাল। বৃদ্ধ সম্পাদক জেমসের ট্যাঙ্গার আহত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল।

চতুর্থ অধ্যায়

পাখীর ডাকে সকাল হ'ল। গত রাত্রে ম্যাকমুর্ডো'র শুতে একটু দেরীই হয়েছিল তাই সকালে ঘুম ভাঙতে একটু দেরীই হয়েছে। গত রাত্রে লোহা গরম করে হাতের যে জায়গায় ছাপ মারা হয়েছে ওটা কেমন টন টন করছে। বার কয়েক লাল হ'য়ে ওঠা জায়গাটায় আঙুল বুলিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে এল।

প্রাতকৃত্যাদি সেরে আবার বিছানায় উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ডেইলি হেরাল্ড পত্রিকাটি নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল।

BanglaBook.org

আচমকা একটি বিশেষ কলমের ওপর চোখের মণি দু'টো স্থির হ'ল। বড় বড় হরফে লেখা—'হেরাল্ড পত্রিকার অফিসে হামলা। সম্পাদক'কে আক্রমণ ও আহত অবস্থায় ফেলে দুষ্কৃত কারীদের পলায়ণ।

হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক'কে নিগ্রহ করার ব্যাপারটি নিয়ে কাগজে সংক্ষেপে বিবরণী দেয়া হয়েছে। বিববণীর শেষে আলাদা একটি অনুচ্ছেদে মন্তব্য করা হয়েছে,—ব্যাপারটি পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। পুলিশের লোকের এর কতটা কি করবে তা আগেই বোঝা যাচ্ছেঃ। অতীতেও তাদের তৎপরতা নির্দশন তো কম নেই। এক কথায় হতাশব্যঞ্জক। তবে আশা করা যেতে পারে কয়েকজনের শাস্তি হ'তে পারে, কারণ কাউকে কাউকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তবে সৌভাগ্যকে হেরাল্ডের সম্পাদক মিঃ স্ট্যাঙ্গারের চোট তেমন মারাত্মক নয়। জীবন সংশয় হবার কোন আশঙ্কা নেই।'

'পত্রিকা অফিসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বরূপ একজন রাইফেলধারী সিপাহী সদর দরজায় বহাল করা হয়েছে।'—মন্তব্যের শেষ লাইনটি পড়া শেষ হ'লে ম্যাকমুর্ডো কাগজটি পাশে রেখে সবে উঠতে যাবে অমনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনল।

ব্যস্ত হ'য়ে দরজা খুলতেই সে দেখল গৃহকর্তী দাঁড়িয়ে। হাতে একটি চিঠি। চিঠিটি নিয়ে চোখ বোলাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। চিঠিটি স্বাক্ষরহীন। একটি ছেলে নাকি এসে দিয়ে গেছে। চিঠিতে লেখা—'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে ইচ্ছুক। তবে যোগাযোগটি আপনার বাড়িতে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গিলারী পাহাড়ের ওপর সেখানে পতাকাদণ্ডটি রয়েছে সেখানে আমি অপেক্ষা করব। আপনি এলে আশা করি উপকৃতই হ'বেন। কারণ ব্যাপারটি আপনার খুবই উপকারে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ম্যাকমুর্ডো বার বার চিঠির ছত্র ক'টি পড়ে কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ছাপ এঁকে মুখ তুলল। ভাবছে কে এই পত্র-লেখক?

BanglaBook.org

কোন মহিলার হাতের লেখা অবশ্যই নয়, অবশ্যই পুরুষের লেখা। কে এমন থাকতে পারে যে এমনিভাবে অযাচিত উপকার করার জন্য এগিয়ে আসবে! অনেক ভেবেও কূলকিনারা করতে পারল না।

একটি অনুচ্চ পাহাড় এই মিলার। গ্রীষ্মে দু'চারজন গায়ে হাওয়া লাগাতে যায় বটে। কিন্তু শীতকালে ভুলেও কেউ ও-পথ মাড়ায় না।

ম্যাকমুর্ডো পাহাড়ের শীর্ষদেশে কাছাকাছি পৌঁছেই একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেল। মিঃ মরিস তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ম্যাকমুর্ডো কাছে যেতেই মরিস ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠল, —'ভাই, ম্যাকমুর্ডো তোমার সঙ্গে দেখা করা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। তাই তো তোমাকে কষ্ট দিয়ে এখানে টেনে এনেছি।'

'—সে তো বুঝলাম কিন্তু চিঠিতে নাম দেননি কেন? আমাদের দলের লোকদের তো অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পারেন।'

মরিস আৎকে উঠল—'না, সব ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না। জান, আমরা যা কিছু নিজেদের আলোচনা করি সবই মিঃ ম্যাক-গিন্টির কানে পৌঁছে যায়। এখানে চুখলি খোরের অভাব নেই।'

'—আপনার তো অজানা নয় গত রাত্রেই আমি সবার সামনে দলপতির কাছে বিশ্বস্ততার শপথবাক্য পাঠ করেছি। আমাকে কি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে প্রলুব্ধ করতে চাইছেন?'

'—তবে একবারটি ভেবে দেখুন, এমন পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি যেখানে কেউ কারো কাছে মনের কথা বলতেও অক্ষম। যাক, আপনাকে এতটা পথ টেনে আনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত— ক্ষমা করবেন।'

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ম্যাকমুর্ডো বলল,—'কিছু মনে করবেন না। আমি এখানে একেবারেই নতুন। আঁটঘাট কিছুই জানা নেই। তাই বলছিলাম—কি আমার পক্ষে কোন ব্যাপারে হঠাৎ করে কিছু বলা উচিত হ'বে না। আপনি কিছু বললে অবশ্যই

BanglaBook.org

মনযোগ দিয়ে শুনব।'

'—বা। চমৎকার কথা। আমার মুখ থেকে শুনে পর মুহূর্তেই ম্যাকগিন্টি'কে বলে দেবে,—এই তো?'

'—আমাকে কিন্তু আপনি ভুল বুঝলেন মিঃ মরিস। আস্তানার প্রতি আমি অনুগত ও বিশ্বস্ত সত্য। কিন্তু কেউ গোপনে কিছু বললে ম্যাকগিন্টি'কে কেন বলতে যাব। তবে আমার সাহায্য ও সহানুভূতি যে পাবেনই এমন কোন কথা কিন্তু দিতে পারি না।'

'—দরকার নেই। তবে এটাও ঠিক যা বলব তার ফলে আমার জীবনা যে বন্ধক রাখার সামিল হ'বে। সবে মাত্র আপনার অভিষেক হয়েছে। এ-পথে এক্কেবারেই নতুন আপনি, তাই ভেবেছিলাম অন্য সবার মত আপনার ভেতরটা এখনও পাথর হ'য়ে যায় নি। তবে ভুলে যাবেন না আমার জীবন সংশয় করে দিলে আপনাকেও গাড্ডায় পরতে হ'বে।

'—আমি তো কথা দিলাম, সে-রকম কিছু হ'বে না।'

'—শুনুন তবে, শিকাগোর ফ্রিম্যান সোসাইটিতে নাম লিখিয়ে যখন সেবা ও আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ করেছিলেন, ক্ষুণাক্ষরেও কি তখন অনুমান করেছিলেন আজ পাপের বেসাতি করতে হ'বে? কাল রাত্রে আপনার বাবা'র বয়সী একটি লোককে পিটিয়ে আধমরা করে দিয়ে এলেন। ভাবতে পারেন কতবড় অন্যায় ও পাপ কাজ করে এসেছেন! শিকাগোর ফ্রিম্যান সোসাইতে যোগ দেবার সময় অবশ্যই ভাবেন নি জীবনে এ-ধরণের কাজ করতে হ'বে। ফিলাডেল ফিয়াতে যোগ দেবার সময় আমিও ভাবতে পারিনি আজকের এই জীবন যাত্রার কথা। ওই রকম একটি জনকল্যান মূলক সংঘ ছেড়ে জীবনে উন্নতি করার এখানে এসেছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র। মার্কেট স্কোয়ারে একটি দোকান পেতে বসলাম। ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল যে, আমি একজন মুক্ত মানব। অনান্যাপায় হয়েই স্থানীয় আস্তানায় আপনার মতই মাথা গলাতে হ'ল। সহজেই বুঝে নিলাম নরকের

BanglaBook.org

দরজায় পৌঁছে গেছি আমি। ছেড়ে ছুড়ে পালানোও সম্ভব নয়। কারন সমিতি ছেড়ে পালানোর অর্থ নির্ঘাৎ মৃত্যু। আমার স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাবার সুযোগ পর্যন্ত আজ আমার নেই।'—কথা বলতে বলতে তার দু'গালে জলের ছোপ দেখা দিল।

'—দেখুন, আপনার মন খুবই নরম। এ-কাজ আপনার জন্য নয়। ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন আপনি।

'—হ্যাঁ। একদিন আমার বিবেক ছিল, স্নেহ-মায়া-মমতা সবই আমার ছিল। ওদের দলে ঢুকে নিজেকে অপরাধী করতে হয়েছে। আপত্তি করার পরিণাম ও আমার অজানা ছিল না। স্ত্রী-পুত্রের ভাবনাই আমাকে কাপুরুষ করে তুলেছে। ঠিক যেমনটি কাল আপনার ওপর ব্যবহার করেছিল, তেমনি আমার ওপরও আস্থা রাখতে পারেনি। ওরাই ভেতরে ঢুকল। বেরিয়ে আসার সময় দেখি ওদের হাতে জবজবে রক্ত। একটি ছোট্ট শিশু চীৎকার করতে করতে আমার পিছন পিছন ছুটছে। ছোট্ট শিশু চোখের ওপর বাবাকে খুন হ'তে দেখেছে। আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তবুও মনকে শক্ত করতেই হ'ল, নইলে হয়ত আমার রক্তেই হয়ত ওরা হাত রাঙাত। একটি খুনের সরিক হ'য়ে আমি নিজেকে অপরাধী করলাম। পৃথিবীর সর্বস্ব খোয়ালাম। ধর্মযাজক যখন শুনল আমি খুনের সরিক তিনি মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন। গীর্জার ঢোকা চিরদিনের মত বন্ধ হ'য়ে গেল। আজ আপনিও দেখছি একই পথে পা বাড়িয়েছেন। আমার একটিই জিজ্ঞাসা, আপনি কি পাকা খুনী হবেন? নাকি এ-সব অন্যায়—অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন?'

'—আপনি কি তবে পুলিশে খবর দিতে চাইছেন?'

'—রাম কহো, এ-কথা ভাবলেও যে গর্দান যাবে।'

'—তবে বুঝলাম, মনের দুর্বলতার জন্যই আপনি এ-সব বলছেন।'

'—সবে তো হাতে খড়ি মশায়। আরও কয়েকদিন থাকুন

BanglaBook.org

আতঙ্কের উপত্যকায় সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আতঙ্কের উপত্যকা, —এটা মৃত্যুর উপত্যকা। তাচ্ছিল্যের স্বরে ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল, —ঠিক আছে কয়েকদিন পরেই না হয় আপনাকে জানাব। সত্যি এখানকার উপযুক্ত লোক আপনি নন। আপনি একজন গুপ্তচর আগে জানলে—

'—ছিঃ ছিঃ ওকথা বলবেন না, মশায়!'

'—ঠিক আছে, প্রসঙ্গটি এখানেই চাপা দিন। আমাকে এখন যেতে হচ্ছে, কাজ আছে।

—ঠিক আছে। একটি কথা, আমাদের সাক্ষাতের ব্যাপারটি অনেকে দেখে ফেলেছে। প্রশ্ন করলে বলবেন, আমার দোকানে কেরানির প্রস্তাব দিয়েছি আপনাকে।'

'—আমি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছি, এই তো? ঠিক আছে —তাই বলব। এখন তবে চলি।'

এক বিকেলে ম্যাকমুর্ডোর ঘরে আচমকা ম্যাকগিন্টি এসে হাজির হ'ল। মুচকি হেসে বলল—'ভাই ম্যাকমুর্ডো, আমি কারো সঙ্গে এমনিভাবে দেখা করিনে। একটি জরুরী ব্যাপারে—

'—আপনাকে এখানে পেয়ে গর্ববোধ করছি।'

'তোমার হাতটি কেমন আছে?—ভাল কথা, আজ সকালে মরিসের সঙ্গে কি কথা হ'ল?'

ম্যাকমুর্ডো মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল,—তেমন কিছুই নয়। আসলে তিনি জানতেন না যে আমি ঘরে বসে কাড়িকাড়ি টাকা রোজগার করতে পারি। জানবার কথাও তো নয়। আমি বিপাকে পড়ে রয়েছি অনুমান করে শুকনো মালের দোকানে কেরানীর চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বৃদ্ধের উদার মানবিকতার জন্যই ছুটে এসেছিলেন, এই আর কি।'

'—তুমি বুঝি প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছ?'

'—সে তো অবশ্যই।

BanglaBook.org

'—মরিস'কে দিয়ে বেশীদিন কাজ চালানো যাবে না। কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাব পাবে না।'

'—আমি কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না। কিছু অন্ততঃ খুলে বলুন।'

'তুমি নেহাৎই শুনতে চাচ্ছ বলছি—সত্যি তুমি অবাক করলে হে। আচ্ছা মরিস তোমার কাছে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি? আস্তানার বিরুদ্ধে কিছু?

'না আপনার বিরুদ্ধে তো নয়ই, আস্তানার বিরুদ্ধেও নয়।

'—দেখ, তোমাকে সে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে নি। কিন্তু একটি কথা অত্যন্ত সত্য যে, সে মনে-প্রাণে দলকে গ্রহণ করতে পারে নি। সর্বদা নজর রাখছি। দরকার হ'লে সতর্ক করে দেব। বেশী দেরী নেই হয়ত। অবিশ্বাসী লোকের সঙ্গে তুমি যদি মেলামেশা কর, তবে তোমাকে সে-দলে ফেলতে বাধ্য হ'ব।'

'—সে রকম কোন সম্ভবনাই নেই। কারণ তার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কোথায় আমার? লোকটিকে আমিও বড় একটা পছন্দ করি না। আর অবিশ্বাসের কথা যদি বলেন, এ-কথা আপনি ছাড়া অন্য কেউ দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করতে পারত না।'

'—ঠিক আছে তোমাকে একটু সাবধান করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।'

কথা শেষ করে ম্যাকগিল্টি সবে উঠতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজাটি সশব্দে খুলে গেল। চোখের ওপর ভেসে উঠল তিনটি পুলিসের টুপি। ম্যাকগিল্টি বিদ্যুৎ গতিতে পকেট থেকে পিস্তল বের করতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। কারণ দেখতে পেল ছুটো রাইফেল তার দিকে। রাইফেল উঁচিয়ে ধরা ছঘরা পিস্তল হাতে একজন পুলিসী পোষাক পরা লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। মুচকি হেসে সে বলল, 'শিকাগোর মান্যবর মিঃ ম্যাকমুর্ডো, আমার জানা ছিল তুমি আবার জালে জড়িয়ে পড়বে। সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। চল, দেরী করো না।'

BanglaBook.org

ম্যাকগিন্টি বলল,—'ক্যাপ্টেন মারভিন, এর অর্থ কি? একজন সৎ নাগরিককে এভাবে হায়রানি করছেন কেন? কোন অধিকারে?

'—মিঃ ম্যাকগিন্টি, আপনি এ প্রসঙ্গের বহির্ভূত। আশা করি বাধা দেবার পরিবর্তে সাহায্যই পাব।'

'—আমার বন্ধু ম্যাকমুর্ডো। কাজের কৈফিয়ৎ—'

'—হ্যাঁ, শুধু ওরই নয়, আপনার কাজের জন্যও শীঘ্রই কৈফিয়ৎ দিতে হবে। ম্যাকমুর্ডো অতীত ও বর্তমান একই ছাঁচে ঢালা। পাহারাওয়ালা ওর দিকে লক্ষ্য রাখবে, ওর অস্ত্রটি আমি ছিনিয়ে নিচ্ছি।'

'—এই আমার অস্ত্র। ক্যাপ্টেন মারভিন আপনি ও আমি মুখোমুখি হলে ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজে নিষ্পত্তি হত না।

ম্যাকগিন্টি প্রশ্ন করল,—'আপনার পরোয়না কোথায়?

'—মিঃ ম্যাকগিন্টি আশা করি আপনি কর্তব্যচ্যুত হবেন না।

'—আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, জানতে পারি কি?'

'—নিশ্চয়ই। হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদককে নিগ্রহ করার ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগেই তোমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

ম্যাকগিন্টি বলল,—'গ্রেপ্তারের কারণ একমাত্র যদি এ-ই হয়, আমি বলব ও নির্দোষ। কারণ ও মাঝরাত্রি পর্যন্ত পানশালায় বসে পোকার খেলেছে। অনেকেই সাক্ষ্য দেবে।

'—সাক্ষীদের কাল আদালতেই হাজির করবেন। আমি আশা করি আপনি দূরে থাকবেন, কর্তব্য পালনে আমাদের বাধা দেবেন না।'

দলপতির কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে ম্যাকমুর্ডো চোখে ইশারা করে জাল মুদ্রার ছাঁচটির যে নিরাপদ স্থানেই আছে তা বুঝিয়ে দিল।

পুলিশ অফিসার মিঃ মারভিন সঙ্গে পুলিসদের বলল,—তোমরা বন্দী'র দিকে নজর রাখ, আমি বাড়িটি একবার সার্চ করে নিচ্ছি।'

BanglaBook.org

—মারভিন সাধ্যমত বাড়ির সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। জাল টাকা তৈরীর ছাঁচটি চোখে পড়ে নি।

থানার বারান্দায় পা দিয়েই ম্যাকমুর্ডোর কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল। হাজতের দিকে চোখ যেতেই বল্ডুইন এবং অন্য তিনজন সঙ্গী যারা গত রাত্রে দুষ্কর্মের সঙ্গী ছিল তাদের দেখতে পেল। ম্যাকমুর্ডোকেও হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

পরদিন সকাল দশটায় আসামীদের আদালতে হাজির করা হল। উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে বিচারককে হতাশ হতে হল। প্রেসের কর্মীরা কাউকে চিনতে পেরেছে বলে সাক্ষী দিল না। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সাক্ষী দিয়ে গেলেন যে, তিনি মধ্য রাত্রি পর্যন্ত আসামীদের সঙ্গে পানশালায় বসে তাস খেলেছেন। শেষপর্যন্ত বিচারক দুঃখ প্রকাশ করে আসামীদের বেকসুর খালাস দিতে বাধ্য হলেন।

ম্যাকমুর্ডো মুক্তি পেয়ে বিচারালয়ের বাইরে বেরিয়ে আসতেই আস্তানার বহু ভাই তাদের সাদর অভিনন্দন জানিয়ে করমর্দন করল।

পঞ্চম অধ্যায়

ম্যাকমুর্ডো বাড়ি ফিরে এল। মনে তার গভীর চিন্তার জট। আস্তানার কাজে মনটি কেমন বিষয় উঠল। অভিষেকের প্রথম রাত্রের কাজেই বিঘ্ন ঘটল, আদালতে হাজির হতে হল। আস্তানার ভাইরা কিন্তু ম্যাকমুর্ডোকে মাথায় তুলে নিয়েছে। অভিষেকের রাত্রেই কাজের দায়িত্ব ওকে দেয়া হয়েছিল। নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করে ফিরে এসেছে। উপরন্তু আদালতও নির্দোষ বলে বেকসুর খালাস করে দিয়েছেন?

আস্তানার সঙ্গীদের কাছ থেকে খুবই খাতির পাচ্ছে সত্য কিন্তু তার প্রাণেশ্বরী এটিকে হারাতে হয়েছে। কারণ তার বাবা একজন আদালত ফেরৎ লোকের হাতে কিছুতেই মেয়েকে তুলে দিতে রাজী

BanglaBook.org

নয়। এমন কি মিঃ শ্যাফটার ম্যাকমুর্ডোকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয় না।

এটি অনন্যোপায় হয়ে ম্যাকমুর্ডোর বাড়ি হাজির হল।

এটিকে নিজের ঘরে দেখে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দুটো তুলে প্রশ্ন করল—কী ব্যাপার, তুমি। একি সত্য, না কি আমি স্বপ্ন দেখছি?

'—না, স্বপ্ন নয়। একটা কথা কি জান জ্যাক? মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না আসে, পর্বতকেই তো মহম্মদের কাছে ছুটে আসতে হবে।'

'—তুমি একথা বলছ কেন এটি! তোমার বাবা আমার ওপর খুবই চটে গেছেন, তোমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় পর্যন্ত যেতে দেন না। কি করব, আমি অসহায়। তোমাকে এখানে দেখে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, চোখের আড়াল হলেও মনের আড়াল হয় না।'

'—তা-ও যে স্বীকার করলে। একটি কথা শুনে রাখ জ্যাক, বাবা যা-ই বলুন, তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে আমি চিন্তাই করতে পারিনে। তুমি যেখানেই থাক, যা-ই কর, তুমি আমারই।'

'—আমার মনের কথা আর মুখ ফুটে না-ই বা বললাম এটি। তোমার বাবা তোমাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলেও তোমাকে আমার মন থেকে তুলে নিতে পারেননি, পারবেনও না কোনদিন।

'এটি কথা দিল ওর বাবা যতই বাধা দিক না কেন ওদের প্রেম অব্যাহত থাকবে। পুনরায় মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে ম্যাকমুর্ডোর কাছ থেকে বিদায় নিল।

ম্যাকমুর্ডো আস্তানার একজন বিশ্বস্ত সদস্য। অতএব আশা করা যাচ্ছে যে আস্তানার সব কিছু তার নখদর্পনে থাকবে। আসলে সে তা হবার নয়। প্রতিষ্ঠানটি যে বহুধা বিভক্ত। মাকড়শার জালের মত তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কিএই আস্তানার দলপতি স্বয়ং ম্যাকগিন্টিও সব কিছু ভালভাবে জানে না। জেলা প্রতিনিধি নামে একজন কর্মকর্তা এক এক অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছে।

BanglaBook.org

অন্য কেউ তো দূরের কথা, এমন কি ম্যাকগিন্টিও তাকে একবার মাত্রই দেখেছে। লোকটির চেহারা ছবিই বলে দেয় খুবই ধূর্ত। নাম তার ইভান্সপট। ভারসীমার বড় কর্তাও নাকি তাকে রীতিমত খাতির করে।

ম্যাকমুর্ডোর সহবাসিন্দা স্ক্যানলান ম্যাকগিন্টির কাছ থেকে একটি চিঠি পেল, সে সঙ্গে ইভান্স পটেরও একটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য ললার এণ্ড্রুস নামে দু'জন ভাল লোককে এ-অঞ্চলের কাজের জন্য পাঠান হচ্ছে। কি কাজ বলা নেই। জানতে চেয়েছে ম্যাকগিন্টি তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন, কিনা। ম্যকগিন্টি জানতে চেয়েছে ম্যাকমুর্ডো তাদের আত্মগোপন করে থাকার মত নির্জন জায়গার ব্যবস্থা করতে পারবে কি, না ?

এক সন্ধ্যায় ঝোলা কাঁধে করে দুজন লোক হাজির হল। লালা বয়সে প্রবীণ আর এণ্ড্রুস বালক না হলেও বয়স খুবই কম। তবে দুজনই সমিতির মূলধন। বেশ কয়েকটি খুনের ব্যাপারে সাহস ও বুদ্ধিব পরিচয় দিয়েছে ' লালা চৌদ্দটি কাজ সেরে হাত পাকিয়েছে এণ্ড্রুস তিনটি ঘটনার নায়ক।

ম্যাকমুর্ডো অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য জানতে পারে নি। আসল প্রশ্নটিকে বার বার এড়িয়ে গিয়ে শুধু বলে আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা জেলা প্রতিনিধির আদেশ পালন করছি এই যা।'

ম্যাকমুর্ডোর কৌতূহল বেড়েই চলল। খাবার টেবিলে বসে গল্পচ্ছলে বলল—'আমার মনে হচ্ছে আপনারা আয়রন হিলের জ্যাক নক্সের খোঁজে এসেছেন—ঠিক বলিনি ? ওকে একটু চিট করা হোক আমারও ইচ্ছা। তা যদি না-ও হয় তবে হেরম্যান স্ট্রস—সে কি ?'

'—না। ওদের মধ্যে কেউ-ই নয়। বললাম তো কাজ হাসিল হবার আগে আমাদের পক্ষে মুখ খোলা সম্ভব নয়।

একদিন শেষ রাত্রে ম্যাকমুর্ডো দরজা খোলার শব্দে চোখ মেলে

BanglaBook.org

তাকাল। দেখে ওরা চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ম্যাক-মুর্ডো স্ক্যানলানকে চুপি চুপি ঘুম থেকে তুলল। নিঃশব্দে ওরা দরজার বাইরে এসে দেখে অতিথি দুজন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। ওরাও পা টিপে টিপে ওদের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। শহর পেরিয়ে এক সময় ওরা চৌরাস্তায় এল। সেখানে তিনজন অপেক্ষা করছিল। এণ্ড্রুস হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলল। কথা শেষ করে ওরা আবার সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। ওরা ক্রোহিলের রাস্তা ধরল।

আয়রণ ডাইক কোম্পানীর চিফ ফোরম্যান চেস্টার উইলক্সকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ম্যাকমুর্ডোর ওপরই এই গুরু দায়িত্ব বর্তাল। সঙ্গে থাকবে ম্যাণ্ডার্স এবং রীলি। লোকটিকে হত্যা করার জন্য আরও দু-দুবার হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হয়েছে। লোকটির অপরাধ ওদেরই আস্তানার জিম কার্ণয়্যাওয়েকে গুলি করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল।

কথা প্রসঙ্গে ম্যাকমুর্ডো অনুরোধের সুরে ম্যাগিন্টিকে বলল'—'স্যার' এই গুরু দায়িত্বকে বাস্তব রূপ দিতে নিখুঁত পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই দুটো দিন সময় চাচ্ছিলাম। যদি দয়া করে—'

ম্যাকগিন্টি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে জবাব দিল,—'ঠিক আছে·····ঠিক আছে। তোমার সুবিধামত দিনে কাজ সমাধা করবে। তবে মনে রেখো, তোমার মুখ থেকে শুভ সংবাদটি শোনার জন্য আমি অধীর অপেক্ষায় থাকব।

কাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ম্যাকমুর্ডো গভীর ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়ে কাজের ছক কষতে লাগল।

পরিকল্পনাটিকে সার্থক রূপ দেওয়ার চিন্তায় মাকমুর্ডো দুটো রাত্রি জেগেই কাটাল।

দু'দুটো রাত্রি ধরে বহু চিন্তা-ভাবনার পর মাকমুর্ডো শিকারের খোঁজে বেরুলো। ওরা তিনজন শহরের বাইরে এক নির্জন স্থানে

BanglaBook.org

মিলিত হল। তিনজনই রীতিমত সশস্ত্র। ওদের একজনের হাতে পাহাড় ফাটানো পাউডার বোঝাই একটি বড় ব্যাগ।

তখন রাত্রি প্রায় দুটো। চারদিক নিঃঝুম নিস্তব্ধ। ওরা তিনজন বিরাট একটি পুরনো বাড়িতে দরজায় হাজির হল।

মাকমুর্ডো শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজায় কান পেতে নিঃসন্দেহ হল বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। অহেতুক সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দিল। পাউডারের বস্তাটিকে দরজায় হেলান দিয়ে রেখে ছুরি দিয়ে ফুটো করে একটি লম্বা সলতে ঢুকিয়ে দিল। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে পলতেটিতে অগ্নি সংযোগ করে মাকমুর্ডো সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে দূরে পালিয়ে গেল।

মাকমুর্ডো সঙ্গীদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে না যেতেই বিস্ফোরণের গর্জন কানে এল। তুমুল শব্দ শুনে বুঝতে পারল কাজ হাসিল হয়েছে, বাড়িটি ধ্বসে পড়েছে। সমিতির রক্তঝরা কলঙ্কের ইতিহাসের মধে এটি একটি পরিচ্ছন্ন কাজ। মাকমুর্ডো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিন্তু হায়! যাকে হতা করার জন্য এত পরিকল্পনা, এত তোড়জোড় সবই বৃথা গেল। চেষ্টার উইলস্ক এই পরিকল্পনার কথা আগেভাগেই জানতে পেরে সপরিবারে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। ওদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ পাহারারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটি জনমানব শূন্য পুরণো বাড়ি বিস্ফোরণে ধ্বংস হল।

ম্যাকমুর্ডো এত সহজে হালছাড়ার পাত্র নয়। সে দলপতি ম্যাকগিন্টি'কে বলল,—'ওকে আমার হাতেই ছেড়ে দিন। যেখানে থাক, পাতালের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও খুঁজে বের করবই। কয়েক বছর ওর জন্য অপেক্ষা করতে হ'লেও আমি হাল ছাড়ব না।

আস্তানার পূর্ণ সভা ম্যাকমুর্ডো'র প্রস্তাব সানন্দে সম্মতি জানাল।

কয়েক সপ্তাহ পরে সংবাদ পত্রের শিরোনামায় দেখা গেল চেস্টার

BanglaBook.org

উইলক্স'কে পাহাড়ের ওপর থেকে টেনে নামিয়ে নিষ্ঠুরভাবে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। আস্তানার প্রতিটি সদস্য এক বাক্যে স্বীকার করল ম্যাকমুর্ডো কর্তব্য পালনে সিদ্ধহস্ত। নিষ্ঠার ফলেই সে অসমাপ্ত কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পেরেছে।

লোকটিকে কেউই চিনত না। হঠাৎ একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। ওরা যখন তার নিঃসার দেহটিকে লক্ষ করে অনবরত গুলি করে চলেছে ঠিক সেই সময়ে একটি লোক সস্ত্রীক সেখানে হাজির হ'ল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেয়া হ'ল নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে যেতে নতুবা গুলিবিদ্ধ করে মারা হ'বে। কাজ হাসিল করে তিন তিনটি প্রাণী চোখের পলকে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে গাঢাকা দিল।

উপত্যকার খুনীদের কাছে সেটা ছিল এক মহা আনন্দের দিন। বহু প্রতীক্ষিত ব্যাপারটি নির্বিঘ্নে সমাধা করা সম্ভব হয়েছে—শত্রু নিধন করে খুনীরা নিরাপদে চম্পট দিতে পেরেছে।

উপত্যকার বুকে নেমে এল জমাট বাধা আতঙ্কের কালো ছায়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ম্যাকমুর্ডো'র বাহাদুরী আছে স্বীকার করতেই হ'বে। উপত্যকার বুকে রীতিমত আতঙ্ক সৃষ্টি করে তুলেছে। ম্যাকগিন্টিও তার ওপর অবিচার করেনি। এরই মধ্যে তাকে আভ্যন্তরীন ডিয়েকন পদে বসিয়ে দিয়ে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। দলের কাজে তার পরামর্শ এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ভারসীমা বাসীর কাছে সে হ'য়ে উঠেছে একজন মূর্তিমান আতঙ্ক। তারা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে গোপনে সভা করে অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। আস্তানায় খবরও এসেছে যে, 'হেরাল্ড' পত্রিকার কার্যালয়ে গোপন সভা বসছে। ম্যাক-গিন্টি কিন্তু কোন খবরকেই আমল দিল না, তার মতে ওদের পাগলা

BanglaBook.org

কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা চলে, ঘেউ ঘেউ ভিন্ন ওদের কিছুই করার নেই।

সেটা ছিল এক শনিবার সন্ধ্যা। ম্যাকমুর্ডো মদের আসরে যোগ দেবার জন্য তৈরী হয়ে বেরোচ্ছিল। এমন সময় আস্তানার দুর্বলতর সদস্য মরিস, তার দরজায় হাজির হ'ল।

ম্যাকমুর্ডো দরজা খুলে দিতেই মরিস প্রশ্ন করল,—'মিঃ ম্যাকমুর্ডো যদি অনুমতি করেন তবে কয়েকটি কথা বলি। দেখুন বন্ধু একবার মনের কথা আপনার কাছে বলেছিলাম, আপনি অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, আমার গোপন কথা কারো কাছেই ফাঁস করেন নি। আর একটি মন্ত্রণার কথা বলতেই আজ আবার ছুটে এসেছি। ছোট্ট করে বলছি—শুনে রাখুন, আমাদের পিছনে গোয়েন্দা বিচ্ছুর মত ঘুর ঘুর করছে। পিংকারটনদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন কি? এরা পিছন নিলে আর নিস্তার নেই মশায়। এরা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নয় যে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে মাসে মাসে মাইনে নেবে বে সরকারী প্রতিষ্ঠান। আমাদের একেবারে নির্বংশ করে ছাড়বে। আমার শেষ কথা শুনে রাখুন এর নিষ্পত্তি হ'বে খুনোখুনির মধ্য দিয়ে। রক্তনেয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে, এবার কিন্তু দেবার পালা। কথা শেষ করে মরিস ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

ম্যাকমুর্ডো তাকে সজোরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—'মশায়, মেয়ে মানুষের মত কাঁদলে কি আর পিতৃদত্ত প্রাণটুকু রক্ষা করতে পারবেন?

'—কিন্তু আমি এখন করিটা কি? ওরা যাকে খুঁজছে তাকে তো আর দেখিয়ে দিতে পারিনে। বিশ্বাসঘাতকতা—

'—ঘ্যানঘ্যানানি রেখে আসল কথা বলুন মশায়। কে? লোকটি কে? আমার কাছেই বা ছুটে এলেন কেন?

'—উদ্দেশ্য পরামর্শ নিতে। আপনাকে তো বলেছিলাম এখানে আমার আগে একটি দোকান ছিল। সেখানকার এক বন্ধু গতকাল

BanglaBook.org

টেলিগ্রাম করেছে। এই যে পড়ে দেখুন।

ম্যাকমুর্ডো কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল,—আপনাদের ওদিকে স্কাউবারদের অবস্থা কেমন? খবরের কাগজে তো ওদের সম্বন্ধে অনেক কথাই দেখি। আপনার কাছ থেকে খবর পাব আশা রাখছি। পাঁচটি সুপ্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন এবং দুটি রেলরোড রীতিমত আগ্রহ সহকারে কাজে নেমেছে। ওরা করিতকর্মা, কাজ হাসিল করবেই। অনেকটা কাজ এগিয়েছেও। ওদের আদেশেই পিকারটন কর্মভার গ্রহণ করেছে। আর ওদের পরামর্শানুসারে কার্ডি এডোয়ার্ড অনেকটা এগিয়েও গেছেন। ওদের কাজ বন্ধ করে শীঘ্র গা ঢাকা দিতেই হবে। তবে এ-কথা মিথ্যে নয়, বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি রোজ সাংকেতিক চিহ্নের বেশ কয়েকটি করে চিঠি আসে। তার মর্ম উদ্ধার করার সাধ্য আমার নেই।

পড়া শেষ করে ম্যাকমুর্ডো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বলল,—'আচ্ছা, এ-চিঠির কথা আর কেউ জানে কি? আর একটি কথা, কার্ডি এডোয়ার্ডসের কোন বিবরণ হয়ত-লোকটি লিখে জানাতে পারে। বিবরণ জানতে পারলে আর কিছু না হোক তার খোঁজ অন্ততঃ করতে পারতাম আমরা।

'—তা হয়ত সম্ভব হত। কিন্তু মনে হয় না সে লোকটিকে চেনে। কাজের সূত্রে যেটুকু জানতে পেরেছে লিখে জানিয়েছে। লিংকারটনকে তো আর তার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

ম্যাকমুর্ডো হঠাৎ লাফিয়ে চীৎকার করে উঠল,—'আর দরকার নেই, আমিই ছিনতে পেরেছি মনে হচ্ছে। যে আমাদের কোন ক্ষতি করার আগেই তাকে একটু রগড়ে দেওয়া দরকার। আপনি টেলিগ্রামটি আমার কাছে রেখে গেলে ভাল হয়। আপনার নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হবে কেমন?

'—উত্তম প্রস্তাব। আপনি তবে চুপচাপ থাকুন গিয়ে যা করার আমিই করছি।'

BanglaBook.org

'সে কী মশায় লোকটিকে খুন করবেন না তো?'

'—কেন ভেবে মিছে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন মশায়? বাড়ি গিয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে সময় কাটান। আপসে সব মিটমাট হয়ে যাবে। ব্যাপারটি আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে।

একগাল হেসে ম্যাকমুর্ডো আবার বলল—'খুন তো করতেই হবে। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে আমাদের নির্মূল করে ছাড়বে।'

ম্যাকমুর্ডোর মুখে বিষাদের ছায়া সুপষ্ট। নবাগতকে নিয়ে সে খুবই ভাবিত মনে হল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে চরমতম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিপদের আশংকা তার মনে গভীর ছায়াপাত করেছে।

মরিস বিদায় নিলে ম্যাকমুর্ডো বুড়ো শ্যাকটারের বাড়ির দিকে রওনা হল।

অসময়ে ম্যাকমুর্ডোকে দেখেই এটি অনিশ্চিত বিপদাশংকায় হঠাৎ কেমন কুঁকড়ে গেল। সে চীৎকার করে উঠল,—'জ্যাক হঠাৎ তুমি—কোন বিপদ ঘটে নি তো?'

'—তোমাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম এটি আমি এখান থেকে চলে যাব। আজই খবর পেলাম, খুবই বিপদ। পিংকারটন আমাদের পিছু নিয়েছে। কোন প্রশ্ন না করে আমাদের এখান থেকে সরে পড়া দরকার। তুমি কথা দিয়েছিলে, প্রয়োজনবোধে আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। সে সময় আসন্ন, চল আমরা পালিয়ে যাই। আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে অনেক সৎ মেয়ে মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। আমাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাদেরই কারো কাছে তোমাকে রেখে দেব।'

'—জ্যাক কথা দিচ্ছি তোমার সঙ্গে আমি যাব। তুমি ব্যবস্থা করে জানালেই আমি তৈরী হয়ে তোমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব।'

ম্যাকমুর্ডো প্রিয়তমার কাছ থেকে পালাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রসন্ন মনে আস্তানার পথে পা বাড়াল। আস্থানায় তখন আসর বেশ

BanglaBook.org

জমে উঠেছে। মদের গ্লাসের ছড়াছড়ি। ঘরে ঢুকেই ম্যাকমুর্ডো দলপতি ম্যাকগিন্টি'কে বলল,—এক জরুরী খবর নিয়ে আমি ছুটে এসেছি।'

ম্যাকগিন্টি বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল।

ম্যাকমুর্ডো পকেট হাতড়ে টেলিগ্রামের কাগজটি বের করে বলল, —'পূজনীয় প্রভু, এ কাগজটিতে দুঃসংবাদের কথা লেখা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী দলগুলো আমাদের পিছু নিয়েছে। কার্ডি এডোয়ার্ড স নামধারী কোন এক গোয়েন্দা আমাদের কাজের বিবরণ ও উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত রয়েছেন। আমার বিশ্বাস আমাদের ঘোর দুর্দিন আসছে। মনে হয় আমাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। আমার হাতের এই কাগজটিই এর প্রমাণ বহন করছে।

একজন প্রবীণ বলল,—'হ্যাঁ, বার্ডি এডোয়াসের নাম শুনেছি। পিংকারটন সার্ভিসের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা, খুবই ঝানু লোক।,

'—আমাদের ভয়ের কি আছে বুঝতে পারছিনে, আমাদের কার্য-কলাপের কতটুকুই বা সে জানতে পেরেছে?'

'—দেখুন, এই লোকটির পিছনে রয়েছে পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ ইন্ধন। কোটি কোটি ডলার ঢালছে। আপনি কি জোর দিয়ে বলতে পারেন আমাদের দলে এমন কেউ কি নেই যাকে ডলার দিয়ে কিনে নেয়া যায়?

'—ঠিক আছে, সে কোথায় আছে? কি করেই বা চিনব?'

'—মহামান্য প্রভু, একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি এই পরিস্থিতিতে এবং সবার সামনে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা সমীচীন হবে না। কথা প্রসঙ্গে যদি আমি কারো ওপর সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করি এবং এ-কথা যদি ফাঁসহয়ে যায় তবে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আর সে লোকটিকে নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে রাখা আর সম্ভব হবে না। সব দিক চিন্তা করে আমি আস্তানার

BanglaBook.org

কাছে আবেদন রাখছি ব্যাপারটিকে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আর যদি আমার মতামত জানতে চান তবে বলব একটি ট্রাষ্টি কমিটি গঠন করা হোক।

'—ট্রাষ্টি কমিটি? কাদের নিয়ে কমিটি গঠন করার কথা বলছ তুমি?'

'—কমিটি গঠিত হবে সভাপতি মহাশয় নিজে, বল্ডুইন এবং অন্য পাঁচজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সদস্য নিয়ে।'

'—এদের কাজ কি হবে?'

'—কাজ হবে দলের কার্যবিবরণীর গোপনীয়তা রক্ষা করে পরিকল্পনা করা।

'—আর?'

'—আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোপনীয়তা রক্ষা করা না হলে দলের সমূহ বিপদ। গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে দলের নিরাপত্তা রক্ষিত হবে।'

'—অতি উত্তম প্রস্তাব।'

'—কমিটি গঠিত হলেই আমি যা জানি ব্যক্ত করব।'

'—আর?'

'—আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে খোলা-খুলিভাবে কথাও বলতে পারব।'

ম্যাকমুর্ডোর প্রস্তাবকে দলপতি ম্যাকগিন্টি সাদরে গ্রহণ করলেন। কমিটি তৈরী হল।

সভাপতি নিজে কমিটিতে রইলেন। এছাড়া বল্ডুইনও থাকল। বাকী পাঁচজনের মধ্যে ম্যাকগিন্টি সেক্রেটারী হারিয়্যাওয়েকে রাখলেন, পাশবিক যুবক ও খুনের কাজে সিদ্ধহস্ত দুর্ধর্ষ করম্যাক, কার্টার এবং অকুতোভয় যুবক উইলাবি ভাই দুইটি।'

আসরে অনেক হৈ চৈ হল। টেবিলময় মদের গ্লাস ছড়িয়ে রেখে সদস্যরা এক এক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ম্যাকমুর্ডোর ইঙ্গিতে আস্তানার সবার মনে এক গভীর আতঙ্ক

BanglaBook.org

নেমে এল।

সদস্যরা এই প্রথম বুঝতে পারল এতদিন ওরা যে নির্বিবাদে কাজ চালিয়ে এসেছে, এবার পরিস্থিতি মোড় ঘুরতে চলেছে। প্রতিশোধের মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে! প্রতিশোধের মধ্য দিয়েই সব কিছুর সমাধা হবে।'

এতকাল সদস্যরা সন্ত্রাসকে উপত্যকা বাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে এসেছে। কিন্তু পাল্টা আঘাত আসতে পারে এ-কথা কোনদিনই ভাবতে পারেনি। আজ মাথার ওপরে উদ্যত খাঁড়া ঝুলছে। যে কোন সময় নির্মমভাবে সে-খাঁড়া অতর্কিত আঘাত হানতে পারে। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় সদস্যরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওরা আতঙ্কিত-ভীত-সন্ত্রস্ত মনে সভাকক্ষ ত্যাগ করল।

সাধারণ সদস্যরা বিদায় নিল। কিন্তু নেতারা? না, নেতাদের হৈ চৈ করে ঘরে ফিরে গেলে চলবে কেন? আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

ম্যাকমুর্ডো একটি চেয়ার দখল করে বসল। ওর চোখেমুখে বিষণ্ণতার ছাপ। মনের কোনে হতাশার কালোছায়া।

ম্যাকগিন্টি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকাল।

ম্যাকমুর্ডো মুখ খুলল,—'আমি তো একটু আগেই বলেছি—'

'—কি? কিসের কথা বলতে চাচ্ছ?'

'—একটু আগে তো বলেছি সেই বার্ডিএডোয়ার্ড'কে আমি চিনি।'

'—হ্যাঁ, এটা বলেছ সত্য।'

'—তবে সে কিন্তু ও নামে এখানে ঘোরাফেরা করে না। অন্য নাম ব্যবহার করছে।

'—অন্য নাম?'

'হ্যাঁ, অন্য নামে ঘোরাফেরা করছে। লোকটি যে সাহসী এতে কোন সন্দেহই নেই। তবে এটাও মনে রাখতে হবে সে পাগলও নয়।

'—আচ্ছা, এখানে সে কি নাম ব্যবহার করছে জান কি?'

BanglaBook.org

'—হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'—কি? কি নাম?'

'—এখানে ওর নাম স্টিভ উইলসন।'

'—তাই নাকি?'

'—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর পরিচয় দেয় ওর বাড়ি হবসন'স্ প্যাচ-এ।'

"—হবসন'স্ প্যাচ? কি করে জানলে তুমি?'

—হবসন'স্ প্যাচ? কি করে জানলে তুমি?'

'—জানার সুযোগ হয়েছে।'

'—সুযোগ? কি সে সুযোগ?'

'—দু' দিন আগে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল।'

'—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

'—হ্যাঁ। আলাপও হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছি। তখন কিন্তু আমার কোন রকম সন্দেহ হয়নি।'

'—এখন তবে কেন সন্দেহ করছ?'

—কারণ তো অবশ্যই রয়েছে। কারণ হচ্ছে এ-চিঠিটি। চিঠি না পেলে সন্দেহের কোনই কারণ থাকত না।'

'—তুমি কি নিঃসন্দেহ যে, এ-ই সে-ই লোক?'

'—অবশ্যই। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বুধবার কাজে যাবার সময় ওর সঙ্গে গাড়ীতে দেখা হয়।

'—গাড়ীতে দেখা হয়?'

'—হ্যাঁ, গাড়ীতে। কথা প্রসঙ্গে বলল সে একজন সাংবাদিক।

'—সাংবাদিক?'

'—হ্যাঁ। আমি সেই মুহূর্তে ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। অবিশ্বাসই বা করি কি করে বলুন?'

'—কোন কাগজে কাজ করে বলেছিল কি?'

'—হ্যাঁ, তাও বলেছিল। নিউইয়র্ক প্রেসে কাজ করে বলেছিল।'

BanglaBook.org

'—এখানে আর কারণ কিছু বলেছিল কি ?'

ম্যাকমুর্ডো রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল,—'আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়নি। নিজে থাকতেই বলল, স্কাউরারদের সম্পর্কে খবরা-খবর সংগ্রহ করতে এসেছে।

'—তোমার কাছে কিছু জানতে চাইল ?

'—চেয়েছিল। তথাকথিত আক্রমণ সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল। বলল, কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছে, আমি যদি কিছু তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করলে নাকি ওর খুবই উপকার হয়।'

ম্যাকগিন্টি চেয়ারটি সামনের দিকে টেনে বসল।

ম্যাকমুর্ডো বলেই চলল—আশা করি সহজেই অনুমান করতে পারছেন আমি মুখ খুলিনি। অনেক চেষ্টা করেও আমার কাছ থেকে কোন কথা বের করতে পারেনি।

'—কোন রকম লোভ—'

'লোভ তো অবশ্যই দেখিয়েছিল। কথার ফাঁকে বলেই ফেলল, ভাববেন না মশায়, টাকা পাবেন। উপযুক্ত প্রমাণসহ খবর দিতে পারলে মোটা টাকা দেব কথা দিচ্ছি।'

'—তুমি কি বললে ?'—ম্যাকগিন্টি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'—আমি চালাকির দ্বারা বাজীমাৎ করলাম। সেই মুহূর্তে ওকে খুশি করার জন্য অনেক কিছুই বলতে হল। আমার কথায় খুবই সন্তুষ্ট হল। একগাল হেসে আমার হাতে একটি কুড়ি ডলারের বিল তুলে দিল। শুধু কি তাই ? বলল—আমি যা চাই যদি জানাতে পার এর দশগুণ উপহার পাবে।'

'—লোভ তো দেখাল, তুমি কি বললে ?'

'—কি আর বলব, আজেবাজে কথা যা মনে এসেছে অনর্গল বকে গেলাম।'

BanglaBook.org

'—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সে যে খবরের কাগজের লোক নয়, তুমি নিঃসন্দেহ হলে কিভাবে ?'

'—বলব—সবই বলব। যাক, সে হবসন'স প্যাচ-এ নেমে গেল। আমিও সেখানেই নামলাম। সে টেলিগ্রাফ ব্যুরো থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমিও সেখানে ঢুকলাম।

লোকটি বেরিয়ে গেলে অপারেটর ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—'দেখুন, দেখুন—আমার তো মনে হয় এর জন্য দ্বিগুন মাশুল দাবী করা উচিৎ।

আমি কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে ঘাড় ঝাঁকালাম—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন মশায়, আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোকটি এমনভাবে ফর্মটি লিখেছে যে হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে চীনা ভাষা ব্যবহার হয়েছে।

কেরানীটি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—'হতচ্ছাড়ার' কাজই এরকম। রোজ একবার করে এসে ঠিক এমনি ভাবে একটি করে ফর্ম পূরণ করে দিয়ে যায়।

আমি মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বললাম,—এটা সংবাদপত্রের জন্য পাঠানো খবর। লেখার সময় একটু সতর্ক হয়েই লিখতে হয়, নইলে খবর আগেভাগেই ফাঁস হয়ে যাবে যে মশায়। প্রয়োজনীয় তথ্য মনে করে খবরটি চুরি যাওয়ার সম্ভবনাও তো কম নয়।'

ম্যাকমুর্ডো একটু নড়েচড়ে বসে বলল—'তখন কিন্তু আমি এটাই মনে করেছিলাম, অপারেটরও আমার কথাই বিশ্বাস করে নিয়েছিল।

'—তারপর ?'

'—এখন কিন্তু আমি এ-কথা বলছি না, বলতে চাচ্ছি সংবাদপত্রের সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগই নেই।'

ম্যাকগিন্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'আমারও বিশ্বাস তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার অনুমান সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। যাক, এমন বল এ-ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি ?'

সদস্যদের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ বলে উঠল—'এক কাজ করলে কেমন হয়। এখনই গিয়ে ওকে শেষ করে ফেলি।'

BanglaBook.org

'—ঠিকই বলেছ। কাজটি যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

ম্যাকমুর্ডো অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলল—'কোথাও পাওয়া যাবে জানতে পারলে আমিই ছুট্টে গিয়ে ওর ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দিতাম। সে হবসন-স প্যাচে থাকে জানি, কিন্তু বাড়িটা যে চিনি না। তবে আপনারা যদি ধৈর্য ধরে শোনেন তবে আমি একটা বুদ্ধি বাৎলাতে পারি।

'—ভালই তো, বল না তুমি কি বলতে চাচ্ছ?'

'—কাল খুব ভোরে আমি প্যাচ-এ যেতে চাই। অপারেটরের সাহায্য নিয়ে ওকে খুঁজে বের করব। আশা করছি ও খোঁজ দিতে পারবে। ওর দেখা পেলে বলব যে, আমি নিজেই একজন ফ্রীম্যান।

'—তারপর?'

'—তারপর দলের কুৎসা গাইব। বলব দলের সঙ্গে আমার মত-বিরোধ চলছে। টাকা নিয়ে সব খবর দেবার প্রতিশ্রুতি দেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-বুদ্ধিতেই বাজীমাৎ করতে পারব। আমার কথা বিশ্বাস করে বাছাধন কুঁপোকাত হয়ে যাবে। ওকে আরও বলব জরুরী কিছু কাগজ আমার বাড়ীতে রয়েছে—তা থেকে অনেক মূল্যবান খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু লোকজন থাকাকালীন আমার বাড়িতে গেলে সন্দেহ করবে···বিপদেরও সন্দেহ রয়েছে। রাত্রি দশটায় গেলে আমি নির্বিবাদে সব নথিপত্র ওর হাতে তুলে দিতে পারব।

'—এতে কোন কাজ হবে বলে মনে কর? কোন কাজ হবে না। জরুরী তথ্য সংগ্রহের লোভে যত রাত্রেই হোক ও অবশ্যই আমার বাড়ি এসে হাজির হবে।'

'—ভাল কথা। তারপর, তারপর কি করবে?'

'—তারপরের দায়িত্ব তো আমার নয়, আপনাদের। পরের ব্যবস্থা যা হয় আপনারা করবেন। দেখুন বিধবা ম্যাকনাসারার বাড়িটি নির্জন-নিরালা। মহিলাটি খুবই সৎ, খুবই তালকানা। বাড়িতে আমি ও স্ক্যানলান ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণীই থাকে না।

BanglaBook.org

'—সে তো জানি।'

'—দেখুন লোকটি যদি আমার কথা বিশ্বাস করে আমার বাড়ি আসতে রাজী হয় আমি আপনাদের আগেই তা জানিয়ে দেব। আপনারা রাত্রি ন'টার মধ্যেই আমার বাড়ি হাজির হবেন—সাতজনই যাবেন। আশা করি সে কাঠগড়ায় মাথা গলিয়ে দেবেই। কাজ হাসিল হবেই। তার পরেও যদি নেহাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় পিতৃদত্ত প্রাণটুকু নিয়ে ফিরে যায়—তবে সারা জীবন সে বার্ডি এডোয়ার্ডস এর ভাগ্যের কথা ফলাও করে প্রচার করে বেড়াতে পারবে।

ম্যাকগিন্টি ম্লান হেসে বলল—'পিংকারটনদের একটি সদস্য দেখছি খোয়া যাবেই। তা যদি না-ই হয় তবে মনে করতে হবে সবই ভুল। ভুলের জোয়ারেই আমাদের সবকিছু ভেসে চলেছে। মিথ্যার স্বর্গে বাস করছি আমরা আমাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত···বিপদাশঙ্কায় পূর্ণ অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা সবাই।'

ম্যাকমুডো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দলপতির দিকে তাকাল।

ম্যাকগিন্টি চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ এঁকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে বলল—'ঠিক আছে, ম্যাকমুর্ডো, একথাই তবে রইল, কি বল? কাল রাত্রি ন'টা আমরা তোমার বাড়ি যাচ্ছি।

'—ঠিক আছে।,

'—ভাল কথা, এক কাজ করবে, তুমি ওর পিছনে একবার দরজাটি বন্ধ করে দিও। তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না, পরের দায়িত্ব আমাদের। তুমি শুধুমাত্র ছলে বলে কৌশলে লোকটিকে এনে হাজির কর। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সব রকম চেষ্টা—'

'—আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন, চেষ্টার ত্রুটি করব না।

ম্যাকগিন্টি একগাল হেসে ওর পিঠ চাপড়ে বলল—'তোমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলেই তো গুরুদায়িত্বগুলো তোমার কাঁধে চাপাই

BanglaBook.org

ভাই। ঠিক আছে আজ তবে চলি, কাল ঠিক নটায় দেখা হচ্ছে

সপ্তম অধ্যায়

বাড়িটি সত্যি খুবই নির্জন।

ম্যাকমুর্ডো মিথ্যে বলেনি। গোপনে কাজ হাসিল করার মত উপযুক্ত স্থানই বটে। আশেপাশে কোন বাড়ি নেই। সদর রাস্তাও খুব কাছে নয়। কয়েকটি উইলো গাছ সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে বাড়িটি নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করছে। চীৎকার করে কাঁদলেও কেউ ছুটে আসবো না। গোপনে কাজ হাসিল করে অনায়াসে গা ঢাকা দেয়া যায়।

অন্য কারো ব্যাপার হলে ষড়যন্ত্রকারী খুনীরা কিন্তু এতটা সতর্কত অবলম্বন করত না। লোকটিকে ডেকে এনে দুটো মাত্র পিস্তলের গুলি উপহার দিয়ে নির্ভয়ে সরে পড়ত। এমন কাজ ওরা তো আক-ছাড়ই করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। তাছাড়া এটা নিছক খুনের ব্যাপারই নয়, লোকটিকে খুঁচিয়ে কথা বের করতে হবে। লোকটি এখানে আসার পর থেকে কতদূর কি খবরাখবর সংগ্রহ করছে, কোন কোন সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করেছে, ওর প্রভুদের কাছে কি কি খবর পাঠিয়েছে সবই খুটে খুটে জেনে নিতে হবে। এমনও তো হওয়া বিচিত্র নয় যে এর মধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গেছে, লোকটি অনেকদূর অগ্রসর হয়ে পড়েছে।

ম্যাকগিন্টির মনে দুশ্চিন্তা ও হতাশার ছাপ। ভাবছে লোকটি যদি খবরাখবর লেনদেনের ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে থাকে তবেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত। এখন ওকে খুন করার অর্থ হবে লোক-টিকে নিছক প্রাণে মারা।

আস্তানার সদস্যদের মারফৎ যেটুকু জানা গেছে লোকটি নাকি এখনও তেমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই যদি সত্যি হয় তবেই মঙ্গল। তা না হলে ম্যাকমুর্ডো ওকে এভাবে বিব্রত করত না।

BanglaBook.org

ম্যাকগিন্টি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবল—লোকটিকে কোন রকমে বাগে আনতে পারলেই হয়, যেন তেন প্রকারেন কাজ হাসিল করবেই। বাছাধন মুখ না খুলে যাবে কোথায়। সবচেয়ে বড় কথা এ-ধরণের শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা ওর এই প্রথম নয়। এর আগেও এ-রকম বহু ঘুঘুর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছে। সোজা পথে না হোক বাঁকা পথে হলেও কাজ ঠিকই হাসিল করেছে।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ম্যাকমুর্ডো হবসন'স প্যাচ-এ হাজির হল।

ম্যাকমুর্ডোর ওপর পুলিপ কড়া নজর রাখছে। ক্যাপ্টেন মার ভিন শিকাগোতে থাকাকালীন যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে নাকি ওকে ডিপো থেকে ডেকেও ছিল। ম্যাকমুর্ডো মোটেই আমল দেয় নি। হেঁটে চলে গেছে।

ম্যাকমুর্ডো হবসনস' প্যাচ-এর কাজ সেরে ম্যাকগিন্টির কাছে ফিরে এল।

ম্যাকগিন্টি ওকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্যস্ততার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার? কতদূর কি করে এলে?

'—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে?'

'—ঠিক বলছ?

'—হ্যাঁ, রাত্রি দশটার পরে লোকটি আমার বাড়ি আসবে কথা দিয়েছে।

'—যাক কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কথা রাখে কিনা। ধড়িবাজ লোক কিনা, সব কথা বিশ্বাস করা যায় না।

ম্যাকগিন্টির ফ্যাকাসে মুখ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মনের কোণে আশার আলো দেখা দিয়েছে। কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। ম্যাকমুর্ডোর দিকে মুখ তুলে বলল—'আচ্ছা, তোমার কি মনে হল। লোকটি কি আমাদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছে?'

BanglaBook.org

'—অনেকদিন ধরেই সে এ-অঞ্চলে আছে, চরকির মত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের কুকর্মের তথ্য সংগ্রহের জন্য। দু'সপ্তাহ এখানে কাটিয়ে কতদূর কি জানতে পেরেছে নিশ্চিত করে অনুমান করা খুবই কঠিন। রেলবোর্ডের টাকা খরচ করে আমাদের মধ্যে এতদিন কাটিয়ে সে যে নিছক গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছে এ রকমটা ভাবাও কিন্তু ঠিক হবে না। আর যদি কিছু সংগ্রহ করে থাকে তবে অবশ্যই সেগুলো ওপরওয়ালাদের কাছে পাঠিয়েছে।'

ম্যাকগিন্টি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে গর্জন করে উঠল,—না, হতে পারে না। মিথ্যা·····সব মিথ্যা।

'—কি,. কি হতে পারে না ?

'—আমার দলে একটিও বিশ্বাসঘাতক নেই, এতটুকুও দুর্বলতা কারো মধ্যে রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবে হ্যাঁ, মরিস সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই, ওকে কিছুদিন যাবৎ একটু নড়াচড়া করতে লক্ষ্য করছি। আমাদের বিপদের মুখে কেউ যদি ঠেলে দিয়ে থাকে তবে সে মরিস ছাড়া আর কেউই নয়। আমি ঠিক করেছি আজ সন্ধ্যার আগেই কয়েকজনকে পাঠাব ওর কাছে। ওরা একটু রগড়ে দিয়ে ওর কাছ থেকে কথা বের করতে চেষ্টা করবে। মরিস বেফাঁস কিছু করে থাকলে স্বীকার ওকে করতেই হবে। কয়েক ঘা পড়লেই পেটের কথা গলগল করে বেরিয়ে আসবে, বাছাধন যাবে কোথায় ?'

ম্যাকমুর্ডো বলল—তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। তবে একটা কথা কি মরিসের কোন ক্ষতি হলে আমি দুঃখিত হব। সে আমাদের আস্তানার ব্যাপার নিয়ে দু একবার কথাবার্তাও বলেছে। আপনি বা আমি যেমন গুরুত্ব দিয়ে যে কোন ব্যাপার নিয়ে ভাবি ও তা করে না, এই আর কি। যাক ওটা সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যাপার, আমি নাক গলাতে চাইনে।

ম্যাকগিন্টি হাত মুঠো করে রাগ চেপে রেখে বলল,—'তুমি ঠিকই

BanglaBook.org

বলেছ ভাই। তবে ওর কলজেটা বের করে নেবার আগে আমি বার্ডি এডোয়াসের কাছ থেকে সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিতে পারব সে কিছু জেনে থাকলে কোত্থেকে জানতে পেরেছে।

ম্যাকমুর্ডো হেসে বলল,—'ঠিক প্যাচে ওকে ফেলেছি বলে মনে মনে হয়। লোকটি ঘরের জন্য এমন পাগল হয়ে উঠেছে যে মনে হল স্কাউরারদের সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নরকে যেতেও রাজী আছে।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে ম্যাকমুর্ডো একগাল হেসে আবার বলল —'আমি ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। আমাকে অবিশ্বাস করবে কি করে?'—কথা বলতে বলতে ম্যাকমুর্ডো মুচকি হেসে এক তাড়া ডলারের নোট বের করে দেখাল। নোটগুলো টেবিলে রেখে আবার বলল,—'এগুলো আগাম হিসেবে দিয়েছে। বলেছে কাগজপত্র দেখালে আরও দেবে।'

'—কাগজপত্র? কিসের কাগজপত্র?'

'—কাগজপত্র আবার কিসের! যার লোভ দেখিয়ে ওকে এখানে আনা হচ্ছে, সে-সব কাগজপত্র। ধাপ্পা দিয়ে কাজ হাসিল করতে হচ্ছে যে।'

'—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

'—ওকে লোভ দেখিয়েছি আমাদের গঠনতন্ত্র, আমাদের নিয়মাবলী, এবং কর্মপদ্ধতির বহু মূল্যবান ছক ওর হাতে তুলে দেব।'

'—তাই নাকি?'

'—না হলে লোকটি কিসের লোভে এত রাত্রে আমার কাছে ছুটে আসবে? সব কিছু জেনে নেবার লোভেই তো—'

'—জব্বর লোভ দেখিয়েছ হে! তবে লোকটি নিশ্চয়ই সেখানে হাজির হবে ধরে নেয়া যাচ্ছে, কি বল?'

'—আমি তো বিশ্বাস করি যাবেই।'

'—ভাল কথা, কোন প্রশ্ন করে নি?'

BanglaBook.org

'—কি ? কিসের প্রশ্ন ?'

'—তুমি যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই কাগজপত্র সঙ্গে করে নিয়ে পৌঁছে দিলে না কেন, জিজ্ঞেস করেনি ?'

'—এটা কি করে জিজ্ঞেস করবে। সে তো জানেই আমি একজন সন্দেহজনক লোক। পুলিসের লোক আমার পিছন পিছন অষ্টক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাগজপত্র নিয়ে চলাফেরা করলে যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে এটা তো ওর জানাই আছে। ক্যাপ্টেন মারভি তো আজও ডিপোতে আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

'—ঠিকই বলেছ। মনে হচ্ছে ঝুঁকিটা তোমার ঘাড়েই চাপবে। লোকটিকে খুন করে একটি পুরনো খাদের মধ্যে ফেলে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা হয়ত নিরাপদ ব্যবস্থা হবে না।

ম্যাকমুর্ডো বলল—'একটু সাবধান হয়ে কাজটি সারতে পারলে আশা করি কাকপক্ষীতেও ঠিক পাবে না। কোন রকম প্রমাণ না রাখলে খুন হয়েছে প্রমাণ করবে কি করে ? সে তো অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকবে। তার ওপর নির্জন-নিরালা জায়গা। ঢুকতে না দেখলে ফিরছে কি না কে নজর রাখবে।'

ম্যাকমুর্ডো চেয়ারটি পিছন দিকে ঠেলে একটু নড়েচড়ে বসে আবার বলল,—'দেখুন, আমার কৌশলটি আপনাকে খুলে বলেছি, এবার যা কিছু করার করবেন।

'—সে তো নিশ্চয়ই।'

'—হ্যাঁ, ভুলে যাবেন না, লোকটি ঠিক দশটায়ই আসবে।

'—না ভুলের প্রশ্নই ওঠে না।'

'—আপনারা অন্তত এক ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ ন'টায় আমার বাড়ি হাজির হবেন।'

'—ঠিক নটায়ই আমরা পৌঁছে যাব।

'—লোকটি দরজায় পর পর তিনবার টোকা মারবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি দরজা খুলে নীচু গলায় অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে

BanglaBook.org

যাব। ওকে বসতে দিয়ে পিছনের দরজাটি বন্ধ করে দেব। তখন আর কোন চিন্তা থাকবে না, শিকার জালে আটকা পড়ে যাবে।'

'—খুবই সহজ কাজ মনে হচ্ছে।'

'—হ্যাঁ, সহজই তো। তার পরের কথাটি কিন্তু ভাববার ব্যাপার। লোকটি খুবই ঝানু। সর্বদা সশস্ত্র থাকে।

'—তা-ই নাকি?'

'—হ্যাঁ, সে তো তৈরী হয়েই আসবে। আমি তাকে ধাপ্পা দিয়ে নিয়ে এলে কি হবে, তৈরী হয়েই আসবে।'

'—আচ্ছা।'

'—একবারটি পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখুন, পরিষ্কার মন নিয়ে লোকটি ঘরে ঢুকবে! মনে ওর যুদ্ধ জয়ের আকাঙ্খা। ঘরে ঢুকেই চমকে উঠবে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে স'ত সাতটি লোক। ও কিন্তু কেবল মাত্র আমাকে আশা করেই ছুটে এসেছে। বিপদ আসন্ন অনুমান করে লোকটি চোখের পলকে পিস্তল বের করে গুলি করবে। আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ গুলিবদ্ধ হবে।

'—এটা অস্বাভাবিক নয়।'

'—পিস্তলের গুলির আওয়াজ রাত্রির নিস্তব্ধতায় অনেক দূর যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

'—তা তো নয়ই।'

'—আমার ফন্দিটি বলছি। আপনারা ভেবে দেখুন, আপনারা সবাই থাকবেন বড় ঘরটিতে—যেখানে বসে আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল।

'—হ্যাঁ, বলে যাও বুঝতে পেরেছি।'

'—আমি দরজা খুলে পাশের ঘরে ওকে বসাব। কাগজপত্র আমার কথা বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব। তখন আপনাদের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতিটি আপনাদের জানিয়ে দেব। মিনিট দু-তিনের মধ্যেই কিছু নকল কাগজপত্র নিয়ে ওর হাতে তুলে দেব। ঈপ্সিত

BanglaBook.org

বস্তু হাতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই ও ব্যস্ত হয়ে ওগুলো পড়তে চেষ্টা করবে।

'—বাঃ দারুণ ফন্দি এঁটেছো তো।'

'—লোকটি একটু অন্যমনস্ক হলেই আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। যে কোন ভাবে ওর হাত চেপে ধরব যাতে অন্ততঃ পিস্তল বের করতে না পারে। ঠিক সেই মুহূর্তে—

'—ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ঘরে ঢুকে যাব।'

'—হ্যাঁ, আপনার যত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ততই মঙ্গল। দেরী হলে কিন্তু সব ভেস্তে যাবে। কারণ সে-ও আমার চেয়ে কোন অংশে কম শক্তিশালী নয়। বলা যায় না, একটু সুযোগ পেলেই আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে।'

'—না, আমরা মোটেই দেরী করব না।'

'—তবে এ-ও ঠিক যত ধস্তাধস্তিই করুক না কেন আমি ওকে জাপ্টে ধরে থাকবই।

'—তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছিনা ভাই। তোমার কাজের জন্য আমাদের আস্তানা ঋণী থাকবে। আমি যখন দলপতির পদ ত্যাগ করব আশা করছি আমার পরবর্তী নাম আমি বলে যেতে পারব।

ম্যাকমুর্ডো সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে একটু নড়েচড়ে বসল।

ম্যাকমুর্ডো বাড়ি ফিরে এল। আর দেরী নেই। সবকিছু গোছ-গাছ করে তৈরী হয়ে থাকতে হবে। ঠিক দশটায় দরজার কড়া নড়ে উঠবে। তখনই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আলমারি খুলে 'স্মিথ এণ্ড ওয়েসন' কোম্পানীর পিস্তলটি বের করল। কয়েকদিন ওটার ব্যবহার হয় নি। ঝেড়ে মুছে কয়েক ফোঁটা তেল দিয়ে গুলি ভরে ফেলল। হাঁটতে হাঁটতে বড় হল ঘরে গেল। ঘরের মাঝখানে লম্বা একটি টেবিল। দু'দিকে বেশ বড় বড় জানালা। ম্যাকমুর্ডো ঘুরে ঘুরে ঘরটিকে পর্যবেক্ষণ করল। ভাবল এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয়

BanglaBook.org

কাজের পক্ষে ঘরটি খুবই উপযুক্ত।

ম্যাকমুর্ডো ঘর থেকে বেরিয়ে স্ক্যানলানের কাছে গেল। দুর্বল প্রকৃতির এই লোকটি স্কাউরারদের একজন হলেও সহজে কোন ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না। তবে একটি লক্ষণীয় গুণও রয়েছে, কোন কাজের প্রতিবাদও করে না।

ম্যাকমুর্ডো কথা প্রসঙ্গে বলল—'স্ক্যানলান, তুমি রাত্রে এখানে থাকবে! আশ্চর্য ব্যাপার তো দেখছি! যদি আমি তুমি হতাম যে দিকে চোখ যায় সোজা চলে যেতাম। সকালের আগেই এখানে খুনখারাপি শুরু হয়ে যাচ্ছে জেনেও এখানে থাকবে?'

স্ক্যানলান কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল,—ঠিকই বলেছ ভাই, আমার মনের জোরের নিতান্তই অভাব।

ম্যাকমুর্ডো হাসল।

'—সত্যি বলছি ভাই, কয়লাখনির ম্যানেজার ডান'কে যখন চোখের সামনে খুন হ'তে দেখেছিলাম তখন সে দৃশ্য আমি সইতে পারি নি। আমি ম্যাকগিন্টি বা তোমার মত এসব কাজের উপযুক্ত নই। আস্তানার সবাই যদি অন্য রকম কিছু না ভাবে তবে আজ রাত্রিটুকুর জন্য আমি এবাড়ি ছেড়ে সরে পড়ব।'

পূর্ব ব্যবস্থা মত কাজ হ'ল। রাত্রি ন'টায় ম্যাকগিন্টি সহকর্মীদের নিয়ে হাজির হল। ওপর থেকে রীতিমত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। কিন্তু ভেতরটা ওদের কত কুৎসিৎ বোঝার উপায় নেই। ওদের চোখের চাহনি, মুখের হিংস্রতা দেখলে বোঝে কার সাধ্য যে, বার্ডি এর্ডোবার্ডসের জীবনের কোন আশাই নেই। এদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার হাত বেশ কয়েকজনের রক্তে রাঙা হয় নি। পাপকর্মের নায়ক ম্যাকগিন্টিও সঙ্গেই রয়েছে। সেক্রেটারি হ্যারয়্যাওয়ে কম জান না। মাঝ বয়সী কার্টার একটু উদাসীন প্রকৃতির। সংগঠক হিসাবে লোকটির দক্ষতার অভাব নেই। প্রায় প্রতিটি আক্রণের পরিকল্পনা ওরই মাথা দিয়েই

BanglaBook.org

বেরোয়। নিখুঁত পরিকল্পনা। অনায়াসে কার্যসিদ্ধি করে গা ঢাকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতেও কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি।

অতিথিদের আপ্যায়ণের ত্রুটি করেনি ম্যাকমুর্ডো। তাড়াতাড়ি হুইস্কির বোতল এনে টেবিলে রাখল। পাশেই বিরাট একটি স্টোভ জ্বলছে, ঘর উষ্ণ রাখার জন্যই এ-ব্যবস্থা।

বল্ডুইন গ্লাসের অবশিষ্ট মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে স্টোভটি দেখিয়ে বলল,—'কোন চিন্তা নেই, এটাতেই কাজসেরে ফেলব।'

ম্যাকমুর্ডো ওকে সমর্থন করতে গিয়ে বলল,—'ঠিকই বলেছ, কোন চিন্তা নেই। বাছাধনের কাছ থেকে ঠিকই কথা বের করা যাবে।

ম্যাকমুর্ডোর কঠিন-কঠোর মনের প্রশংসা করতে গিয়ে বল্ডুইন বলল,—ওকে টিট করতে তুমি একাই যথেষ্ট। তবে লক্ষ রাখবে তুমি যতক্ষণ ওর হাত চেপে না ধরছ যেন কিছুতেই আমাদের দুর ভিসন্ধির কথা বুঝতে না পারে।'

'—চেষ্টা করব। যাক, সময় বেশী নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আকাঙ্খিত লোকটি হাজির হ'বে। সবাই প্রস্তুত হ'য়ে বসে পড়ুন।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজায় পর পর কয়েকটি টোকা শোনা গেল।

ম্যাকমুর্ডো সতর্কতার ভঙ্গিতে ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে দরজাটি ভাল করে টেনে দিয়ে গেল।

খুনীরা রুদ্ধশ্বাসে চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বাইরের ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। কানে এল জুতোর শব্দ। অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ওরা সোজা হয়ে বসল।

কাজ হয়েছে, শিকার জালে আটকা পড়েছে। করম্যাক বিশ্রি শব্দ করে হেসে উঠল। ম্যাকগিন্টি প্রমাদ গুনল। মুহূর্তের মধ্যে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। ফিসফিস

BanglaBook.org

স্বরে ধমক দিয়ে উঠল—বোকা হাঁদা কোথাকার। এত চেষ্টা সবে ভন্ডুল করে দিবি নাকি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ম্যাকমুর্ডো ঘরে ঢুকল। ঠোঁটের ওপর আঙুল তুলে সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছে। ওর চোখের তারা জ্বলছে, মুখে হিংস্রতার সুস্পষ্ট ছাপ। শিকারী বিড়ালের মত চোখ দিয়ে ওদের প্রত্যেককে দেখছে।

ম্যাকগিন্টি হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেল। ম্যাকমুর্ডো'র মধ্যে কেমন যেন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করল। সে চিৎকার করে উঠল—তুমি আমাদের মধ্যে কি খুঁজছ! বার্ডি এডোয়ার্ডস কি এখানে আছে নাকি?'

'—হ্যাঁ, এখানেই আছে। আমিই বার্ডি এডোয়ার্ডস।'

ম্যাকমুর্ডো'র মুখ নিঃসৃত কথায় ঘরে এক অভাবনীয় স্তব্ধতা নেমে এল। যে লোকটি ওদের সকলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে ওর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সবাই। মুখে নেমে এল আতঙ্কের ছাপ, চোখের তারার হতাশা।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেল। জানালার কাচগুলো ঝনঝন শব্দ তুলে ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো রাইফেলের নল জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

পরিস্থিতি সঙ্গীন অনুমান করে দলপতি ম্যাকগিন্টি আহত জানোয়ারের মত দরজার দিকে ছুটে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। তার মোকাবিলা করল একটি গুলিভরা পিস্তল। তার ঠিক পিছনে জ্বলছে কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশের ক্যাপ্টেন মারভিনের সতর্ক চোখজোড়া। দলপতি অনন্যোপায় হয়ে লাফিয়ে নিজের চেয়ার আশ্রয় করল।

'—ওখানেই তুমি নিরাপদ দলপতি।' ম্যাকমুর্ডো নামে পরিচিত লোকটি মুচকি হেসে বলল।—আর বল্ডুইন তুমি বন্দুকের ওপর থেকে যদি হাতটি না তুলে নাও তবে ফাঁসির দড়িকে ফাঁকি দিতে পারবে।

BanglaBook.org

হাত সরিয়ে নাও, নইলে—'

ভীত-সন্ত্রস্ত বল্ড্ুইন তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে সোজা হয়ে বসল।'

'—শোন, ছটফট করে কোন ফায়দা হবে না। চল্লিশটি সশস্ত্র লোক বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছে। অতএব আশা করি পরিস্থিতি অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না। মারভিন ওদের বন্দুকগুলো নিয়ে নাও। একটু বেগতিক দেখলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।'

অসহায় লোকগুলো কাঠের পুতুলের মত নির্বাক নিস্পন্দভাবে বসে রইল।

'—আশা করি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। এই অবসরে ভাল করে ভেবে দেখবার জন্য তোমাদের কিছু বলতে চাই। এখন অবশ্যই বুঝতে পারছ আমি কে? আমিই পিংকারটন দলের বার্ডি এডোয়ার্ডস। তোমাদের দলটিকে ভাঙার জন্য এক বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়ে ছিলাম আমি। একমাত্র মারভিন এবং আমার নিয়োগকর্তারা ছাড়া আমার আত্মজনেরা ওজানত না, আমি মরণ-খেলায় নেমেছি। আমার প্রচেষ্টা আজ সার্থক, আমি সফল হয়েছি।—ম্যাকমুর্ডো নামে পরিচিত লোকটি বলল।

মুহূর্তকাল নীরবে ওদের দেখে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল,—'হয়ত তোমরা ভেবে থাকবে খেলা এখনও শেষ হয় নি। হতে পারে, সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। তোমাদের আরও ষাটজন আজ রাত্রেই গরোদে ঢুকছে। এ-কাজে হাত দেবার আগে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এ-রকম কোন সমিতি থাকা সম্ভব। আমি ভেবেছিলাম সবই খবরের কাগজওয়ালাদের বানানো গল্প, আমার ইচ্ছা ছিল ওদের গল্প যে মিথ্যা আমি তা প্রমাণ করে দেব। ওদের মুখ থেকেই শুনেছিলাম আমাকে ফ্রীম্যানদের মোকাবিলা করতে হবে। শিকাগো গিয়ে ফ্রী-ম্যান সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করি। শিকাগোর সমিতিতে তেমন খারাপ কিছুই নজরে পড়ে নি। নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম সত্যি সবই কাগজের

BanglaBook.org

গল্পকথা। মাঝপথে থেমে গেলে চলবে কেন? ভাবলাম কয়লাখনি অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার ফ্রীম্যানদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সোজা ওখানে চলে গেলাম। শিকাগোতে আমি কাউকেই খুন করিনি। এমন কি জাল মুদ্রাও তৈরী করিনি। তোমাদের যেগুলো দিয়েছি সবই আসল। প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে সত্য, কিন্তু সার্থক হয়েছে। তোমাদের বিশ্বাসভাজন হবার জন্যই আমাকে ছল চাতুরির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

আমি একটু একটু করে তোমাদের নরককুণ্ডে মাথা গলালাম। কারো কারো ধারণা হয়ত হয়ে থাকবে আমিও তোমাদের মতই লোচ্চার। তোমাদের দলে ঢোকার দিনই তোমরা বুড়ো স্ট্যাঙ্গারকে নির্মমভাবে প্রহার করলে। কিন্তু বল্ড্ইন যখন ওকে খুন করার জন্য উদ্যত হয়েছিলে আমি তোমাকে বাঁধা দিয়েছিলাম। আমি দুঃখিত যে, ডান ও মেক্সিসকে বাঁচাতে পারলাম না, তখন আমি কিছুই জানতে পারিনি। তবে এটা সত্য যে তার খুনীদের ফাঁসির ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব। চেষ্টার উইলকক্সকে আমিই বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে ওর পুরনো বাড়িটি ধ্বংস করে দিই। অনেককেই আমি ইচ্ছা থাকলেও বাঁচাতে পারিনি। তবে একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে তোমাদের বিপথে চালিয়ে কতজনকেই না বাঁচিয়ে দিয়েছি। আর ম্যাকগিন্টি তুমি ও তোমার পার্শ্বচরেরা মনুষ্য-সমাজের চরমতম শত্রু। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক ভাব, দুঃখ নেই। তিন তিনটি মাস আমাকে নরকের কীটের মত কাটাতে হয়েছে। ওয়াশিংটনের রাজ-কোষ শূন্য করে সব অর্থও যদি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয় তবুও আমি এই নরকে কাটাতে আগ্রহী নই। আজ আমার এই টুকুই শান্ত্বনা যে উপত্যকার শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে আমি সার্থক হয়েছি। মারভিন তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে, এদের হাতকড়া পরিয়ে দাও।

আরও দুটো কথা বলার রয়ে গেল। মিস এটি শ্যাফটারের কাছে

BanglaBook.org

পৌঁছে দেবার জন্য ক্যানলানের হাতে সিল করা একটি চিঠি দিলাম। রেলরোড কোম্পানীর একটি বিশেষ ট্রেনে আপাদমস্তক ঢাকা একটি নারী ও পুরুষ বসল। আতঙ্কের উপত্যকা ছেড়ে এটি ও তার প্রেমিকা বিদায় নিল। শিকাগোতে বুড়ো শ্যাফটারের সামনে দশদিন পরে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।'

বিচার হবে। স্কাউরারদের বিচার হবে। স্কাউরারদের অনুগামীরা যাতে বিচারকদের ভীতি প্রদর্শন করতে না পারে সে জন্য সেখান থেকে দূরে বহুদূরে বিচারসভা বসল।

ম্যাকগিন্টির অদৃষ্টে ফাঁসির দড়ি জুটল। তার প্রধান আটজন পার্শ্বচরের ভাগ্যেও ফাঁসির নির্দেশই হল। সময়কালের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল জনা পঞ্চাশেক স্কাউরার।

স্কাউরাররা কিন্তু তবুও দমল না। আঘাত পাওয়া কালনাগিনীর মত ভেতরে ভেতরে গর্জাতে লাগল। বল্ড্উইন ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে গিয়েছিল। দলের কয়েকজন নিষ্ঠুর সদস্যও ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল ম্যাকমুর্ডোর রক্তে হাত ধোবেই। দ্বিতীয় বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তৃতীয় বারও মৃত্যু হাতের নাগালে এসেও ছেড়ে দিল। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় এডোয়াডস শিকাগো ছাড়তে বাধ্য হল। এলো ক্যালিফোনিয়ায়। সেখানে এটি এডোয়াডসের মৃত্যু হলে বিচলিত হয়ে পড়ল। এবার ডগলাস নাম নিয়ে একটি খাদে কাজে লাগল। বার্কার নামধারী কোন এক অংশীদারের অনুগ্রহে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হল। আবার বিপদের ইঙ্গিত। ইংলণ্ডের দিকে ছুটে গেল। দ্বিতীয় পক্ষের এক মহিলাকে বিয়ে করে সাসেক্সের গ্রাম্য জীবন-যাপন করতে লাগল।

ডগলাসের মামলা পুলিস-কোর্ট থেকে উচ্চ বিচারলয়ে পাঠান হ'ল। আত্মরক্ষার জন্য লোকটিকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে বলে দায়রা আদালত ওকে বৈকসুর খালাস দিল। হোম ওর স্ত্রীকে চিঠি লিখে সতর্ক করে দিল—'যে কোন উপায়ে ওকে ইংলণ্ড থেকে

BanglaBook.org

অন্যত্র নিয়ে যান। উনি যাদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এসেছেন ওদের থেকে অনেক বিপদজনক ফাঁড়া এখানে অপেক্ষা করছে। আপনার স্বামীর জীবন ইংলণ্ডে নিষ্কণ্ঠক নয়, এখান থেকে সরে পড়ুন।'

মামলার কথা ভুলে যাওয়ার উপক্রম। কারণ দু'মাস ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে। এক দিন রহস্যজনক এক চিঠি হাতে পেলাম। চিঠিতে লেখা—সুপ্রিয় হোম! আমার অন্তরতম হোম? আমার প্রিয় হোম!—কোন স্বাক্ষর বা প্রেরকের ঠিকানা, কিছুই নেই।

চিঠির বক্তব্য শুনে হোমস্ অকস্মাৎ কেমন যেন গম্ভীর হ'য়ে গেল।

মিসেস হাডসন্ একদিন অনেক রাত্রে এসে বলল—'এক ভদ্রলোক হোমসের সাক্ষাৎ প্রার্থী, জরুরী দরকার। হোমসের নির্দেশে ওকে ঘরে আনা হ'ল। ওর সঙ্গে জমিদারবাড়ীর অস্থিরচিত্ত মিঃ বার্কারও ঘরে ঢুকল। মিঃ বার্কার ব্যস্ত হ'য়ে বলল—'মিঃ হোমস মারাত্মক এক খবর! আচ্ছা আপনি কোন টেলিগ্রাম পেয়েছেন কি?

'টেলিগ্রাম নয়, তবে রহস্যজনক এক চিঠি পেয়েছি।'

'—মিঃ ডগলাসের চিঠি। ওর নাম নাকি এডোয়ার্ডস। আমার কাছে সেই ডগলাস বলে পরিচিত হয়ে থাক। আগেই তো বলেছি, পালমিয়া জাহাজে ওরা যাত্রা করেছিল। জাহাজ কাল কেপটাউনে নোঙর করেছে। মিসেস ডগলাসের টেলিগ্রাম পেলাম—'সেণ্ট-হেলেনার কাছে জাহাজ থেকে পড়ে গিয়ে জ্যাক মারা গেছে। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি।'

হোমস ক্ষণিকের চিন্তার ঘোর কাটিয়ে মুখ খুলল—'আচ্ছা, ঘটনাটিকে তবে এভাবে দাঁড় করানো হয়েছে! আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনই দুর্ঘটনা ঘটেনি।

'—তবে কি ওকে খুন করা হয়েছে? আমারও তাই বিশ্বাস। নির্ঘাৎ নরঘাতক স্কাউরারদের কাজ!

BanglaBook.org

'—না, ঠিক তা নয়। নলকাটা বন্দুক বা দু'ঘরা পিস্তলের ঘটনা এটা নয়। অভিজ্ঞ মাথার ছোঁয়া রয়েছে। এ-ঘটনা লণ্ডন থেকে বা আমেরিকা থেকে ঘটনো হয়নি। একটি মাত্র লোককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য একটি অভিজ্ঞ লোক ও বেশ বড় একটি দলকে নিয়োগ করা হয়েছে। আর এসবের সূত্র আমি পেয়েছি ওরই এক সহকর্মীর কাছ থেকে, বার্লস্টোন জমিদার বাড়িতেই ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম সামনে বিপদ আরও ভয়ঙ্কর, ভুলে গেছেন?—কয়েক মুহূর্ত নীরবে ঘরময় পায়চারি করে এক সময় হোমস বলল—'দুষ্কৃতকারীকে শায়েস্তা করা যাবে না, এ-কথা বলছি না। কিন্তু এত সহজে সম্ভব নয়। সময় দরকার—অনেক—অনেক সময়।'

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org